চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৬ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

Sister Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 4 January, 2020 ■ আগরতলা, ৪ জানুয়ারী , ২০১৯ ইং ■ ১৮ পৌষ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে অরাজনৈতিক মঞ্চের মিছিলেও কাঁপল আগরতলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে অরাজনৈতিক মঞ্চের মিছিলেও কেঁপেছে রাজপথ। শুক্রবার আগরতলায় বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণের ডাকে সাড়া দিয়ে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে মিছিলে পা মিলিয়েছেন। গতকাল আগরতলায় নারী নির্যাতন নিয়ে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে মহিলাদের মিছিলে রাজপথ কেঁপেছিল। আজ মিছিল শেষে পথসভায় বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণ নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

আজ আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণ থেকে মিছিল শুরু হয়। দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে রবীন্দ্র ভবনের সামনে এসে মিছিলের সমাপ্তি হয়। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে মানবিক আবেদন রেখে প্ল্যা-কার্ড গলায় ঝুলিয়ে মানুষ মিছিলে হেঁটেছেন। এদিন সকাল থেকে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় মিছিলের সফলতা নিয়ে আয়োজকরা সংশয়ে ছিলেন। কিন্তু বেলা যত গড়িয়েছে

আকাশ ততই পরিষ্কার হয়েছে। এই মিছিলে নারী নির্যাতন বন্ধে সমাজের কাছে বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ট্যাবলো সাজিয়ে বের করা হয়েছিল। পাশাপাশি, কয়েকজন তরুণ শিল্পীর ওই মিছিলে গান গেয়ে সমাজকে জাগ্রত করার প্রয়াস দেখা গেছে।

মিছিলকে ঘিরে আগরতলার রবীন্দ্রভবন প্রাঙ্গণে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল। কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর সাথে পুলিশ ও টিএসআর মোতায়েন করা হয়েছিল। এছাড়া পুলিশ প্রশাসনের তরফে দুটি জল কামানও রাখা হয়েছিল। অবশ্য মিছিলকে ঘিরে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার সাক্ষী হয়নি আগরতলা। সুশৃঙ্খলভাবেই এই কর্মসূচি সমাপ্ত হয়েছে।

মিছিল শেষে রবীন্দ্রভবন প্রাঙ্গণে অস্থায়ী মঞ্চে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বিধায়ক আশিস সাহা বলেন, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় অনেকেই আজ আসতে পারেননি। তবে তাঁদের সমর্থন আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। তিনি আজ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, এই অরাজনৈতিক কর্মসূচিকে বাধা দেওয়া হয়েছে। প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছে। তবুও মানুষ আজ অরাজনৈতিক মঞ্চের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। তাঁর কথায়, একজন মা-বোনের সম্ভ্রম নষ্ট হতে দেব না, নারীর নিরাপত্তায় মানুষ এগিয়ে এসে আজ সংকল্প নিতে চেয়েছেন। তাঁর দাবি, আগরতলা শহর আজ মানবশৃঙ্খল-এ পরিণত হয়েছে। মা-বোনদের নিরাপত্তায় আজ সকলে হাতে হাত মিলিয়েছে। তাঁর বিশ্বাস, সকলের প্রচেষ্টায় ত্রিপুরায় নারীর জন্য নিরাপদ ভূমি তৈরি হবে।

এদিন বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণ বলেন, ঘর থেকেই উদার মানসিকতার সূচনা হতে হবে। তবেই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দাপটে রাজ্যে মাঝারি বৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে রাজ্য জুড়ে শুক্রবার সকাল থেকেই দফায় দফায় হাল্কা ও মাঝারি বৃষ্টি পাত অব্যাহত রয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বৃষ্টি পাতের ফলে জন জীবনে স্বাভাবিক ছন্দ ব্যহত হয়েছে।

শুক্রবার সকাল ৮ টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা গেছে ৪.৯ মিলিমিটার। তবে শনিবার ও রবিবার আকাশ আংশিক মেঘাচ্ছন্ন থাকবে। সোমবার থেকে আবহাওয়ার উন্নতি ঘটতে পারে বলে জানিয়েছে বিমানবন্দর স্থিত হাওয়া অফিস। পৌষের এই অকাল বর্ষণে সকাল থেকেই মানুষকে গন্তব্যে পৌছুতে সহায়তা নিতে হচ্ছে বর্ষাতিরের। এই অবস্থায় মাথায় হাত কৃষকদের। এদিন বাতাসে আপেক্ষিক আর্দতা রেকর্ড করা গেছে সর্বোচ্চ ৯৬ শতাংশ ও সর্বনিম্ন ৭১ শতাংশ। দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা গেছে ২৫.৯ সেলসিয়াস ও সর্বনিম্ন ১৭ সেলসিয়াস। বৃষ্টি কমে মেঘ কেটে যেতেই ফের জাঁকিয়ে পড়তে পারে শীত। এদিকে, বৃষ্টির কারণে শীতের মরশুমের রবি ফসলের ব্যপক ক্ষতি হয়েছে।

গুলি ছুঁড়ে ৭০ হাজার টাকা ছিনতাই, অধরা দুষ্কৃতী, চাঞ্চল্য গর্জিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। গুলি ছুঁড়ে ৭০ হাজার টাকা ছিনতাই করে বাইক নিয়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। পরে অবশ্য নদীর চরে বাইকটি উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু টাকা এখনও উদ্ধার হয়নি। প্রকাশ্য দিবালোকে এ ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোমতি জেলার গর্জি এলাকায়।

গর্জি ফাঁড়ির ওসি শান্তনু দেববর্মা জানিয়েছেন, বন্ধন ব্যাংকের কালেকশন ম্যানেজার সঞ্জিত রুদ্রপালের কাছ থেকে টাকা ছিনতাই করেছে দুস্কৃতকারীরা। তিনি বলেন, এদিন ঋণের কিস্তি আদায় করতে গর্জি থানাধীন এলংবাড়ি এডিসি ভিলেজে গিয়েছিলেন সঞ্জয় রুদ্রপাল। কিস্তি বাবদ ৭০ হাজার টাকা সংগ্রহ করে ফেরার সময় তিন দুষ্কৃতী তাঁর কাছ থেকে টাকা ছিনতাই করেছে। তাঁর বাইকে বসেই তারা টাকা নিয়ে পালিয়েছে। যাওয়ার সময় তাঁকে লক্ষ্য করে এক রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে গেছে। গুলি অবশ্য তাঁর শরীরে লাগেনি, তবে কার্তুজের খোল পাওয়া গিয়েছে, বলেন শান্তনু দেববর্মা।

তিনি আরও জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এদিকে, ছিনতাইয়ের ঘটনায় গর্জি ফাঁড়িতে একটি মামলা হয়েছে। শান্তনু দেববর্মা বলেন, ছিনতাইয়ের ঘটনায় তল্লাশিতে নেমে মহারানি ফাঁড়ির অধীন কৃষ্ণভক্তপাড়ায় নদীর চরে বাইকটি উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু টাকা উদ্ধার হয়নি এখনও। তিনি বলেন, ছিনতাইকারীদের খোঁজে জোরদার তল্লাশি চলছে। খুব শীঘ্রই সাফল্য মিলবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন।

এদিকে প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, প্রকাশ্য দিবালোকে এভাবে ছিনতাইয়ের ঘটনা সাম্প্রতিক অতীতে এই এলাকায় ঘটেনি। স্বাভাবিকভাবেই ঘটনায় সমগ্র এলাকাবাসী আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন।

দেশব্যাপী ধর্মঘট ৮ জানুয়ারী, আজ মিছিল সিআইটিইউ’র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। আগামীকাল রাজধানী আগরতলা শহরে মিছিল সংগঠিত করবে সিআইটিইউ রাজ্য কমিটি। মূলতঃ আট জানুয়ারী দেশব্যাপী ধর্মঘটের প্রেক্ষিতে সমর্থনেই এই মিছিল সংগঠিত করা হবে।

শুক্রবার আগরতলায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে সিআইটিইউত রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক শংকর প্রসাদ দত্ত জানিয়েছেন ১২ দফা দাবিতে দশটি ট্রেড ইউনিয়ন এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। দাবির মধ্যে রয়েছে এনআরসি, সিএএ এবং এনপিআরও। রাজ্যেও এই ধর্মঘটে সামিল হবে সিআইটিইউর অধীনস্থ বিভিন্ন সংগঠন।

কেন্দ্রীয় নীতির বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে রাজ্যের আট জেলা শাসকের কাছে দাবি সনদ দিল বিএমএস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। বিদেশী বিলগ্নীকরণ ও বেসরকারি করনের জন্য নেওয়া কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি গুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রেলী ও পশ্চিম জেলার জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করে ভারতীয় মজদুর সংঘ। শুক্রবার প্রথমে জেলা শাসকের কার্যালয়ে গিয়ে এক প্রতিনিধি দল অতিরিক্ত জেলা শাসক তপন কুমার দাসের কাছে দাবি সনদ তুলে দেন। এরপর অফিস লেন থেকে হয় রেলি। রেলিটি শহর পরিক্রমা করে। জেলা শাসকের মারফৎ প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারক লিপি প্রদান করা হয়। বি এম এস- এর প্রদেশ সভাপতি শঙ্কর দেব জানান ভারতীয় মজদুর সংঘের বিভিন্ন দাবি দাওয়া বিভিন্ন সময়ে সরকার মিটিয়ে দিয়েছে। এরমধ্যে বোনাস অ্যাক্ট প্রণয়ন করা হয়েছে।

একই সঙ্গে বেশ কিছু দাবি পূরণ করা হয়েছে। তাঁর জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। কিন্তু রেল, প্রতিরক্ষা, পোস্টালে প্রস্তাবিত বিলগ্নিকরণ তা যাতে না করা হয়। রাজ্যের পরিবহণ এবং বিদ্যুৎ বোর্ডকে যাতে মালিকের অধীনে ছেড়ে দেওয়া না হয় এবং স্থায়ী কর্মী নিয়োগ করার দাবি জানানো হয়েছে। অনিয়মিত কর্মচারীদের স্থায়ী করণ , সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের দাবিও রয়েছে। সারা ভারত বর্ষে প্রতিটি জেলা শাসকের কাছে এই ডেপুটেশন প্রদান করা হচ্ছে ভারতীয় মজদুর সংঘের উদ্যোগে বলে জানান তিনি। ছিলেন বি এম এস —এর সাধারণ সম্পাদক অসীম দত্ত সহ অন্যান্যরা।

বিদেশী বিলগ্নীকরণ, বেসরকারি করন নীতির বিরুদ্ধে সারা দেশ ব্যাপী ভারতীয় মজদুর সংঘের উদ্যোগে প্রতিবাদ মিছিল এবং জেলা শাসকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রয়াত পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর দুর্গাকুমার রাঙ্খলের বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্তর্গত জনজাতি এলাকা দেবতাংপাড়ায় ত্রিপুরা পুলিশের প্রয়াত সাব-ইন্সপেক্টর দুর্গাকুমার রাঙ্খলের বাড়িতে যান। মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত রাঙ্খলের পরিবার পরিজনদের সাথে মিলিত হন এবং প্রয়াতের স্ত্রী পঞ্চলক্ষী রাঙ্খলের হাতে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে ১০ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন।

মুখ্যমন্ত্রী তাদের সান্তনা দিতে গিয়ে বলেন, কর্মরত অবস্থায় আততায়ীদের হাতে দুর্গাকুমার রাঙ্খল নিহত হয়েছেন। আততায়ীরা এর উপযুক্ত শাস্তি পাবে। রাজ্যের বর্তমান সরকার শহীদের পরিবারের পাশে আছে। আগামীদিনে সরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা এই পরিবার পাবে। তারপর মুখ্যমন্ত্রী নিকটবর্তী কার্লেংপাড়ায় যান এবং এখানে ইদানিংকালে দুর্ঘটনায় মৃত মন্ত্রীলাল কাইপেং-এর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে যোগ দেন। মন্ত্রীলাল কাইপেং-এর স্ত্রী অনুসদাই কাইপেং এবং তার ছেলে-মেয়েদের সাথে মুখ্যমন্ত্রী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

১০৩ জন ইঞ্জিনীয়ার টেট উত্তীর্ণ আসছেন শিক্ষকতার পেশায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। এনআইটি ও আইআইটি পাশ করা ১০৩ জন ইঞ্জিনীয়ার শিক্ষকতার চাকুরীর জন্য আবেদন জানিয়ে টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। সম্প্রতি সম্প্রতি এককালীন ছাড় দেওয়াতে টেট দেওয়ার সুযোগ মিলেছিল। সেই সুযোগ ওই ইঞ্জিনীয়াররা হাতছাড়া করেননি।

শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ জানিয়েছেন, এখন শুধুই ডাক্তার-ইঞ্জিনীয়াররা নিজ নিজ ক্ষেত্রে চাকুরীর অপেক্ষায় বসে থাকেন না। শিক্ষকতার চাকুরীতে ক্রমশ ঝোক বাড়তে দেখা যাচ্ছে। তাতে স্পষ্ট গুনগত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হব। শিক্ষামন্ত্রী জানান, সম্প্রতি এনআইটি আগরতলা এবং এনআইটি শিলচর থেকে বেচেলার ইঞ্জিনীয়ারিং ও বেচেলার টেকনোলজি পাশ করা এবং আইআইটি কানপুর থেকে পাশ করা প্রসেনজিৎ নাট্টু টেটের আবেদন জানিয়েছিলেন। ১০৩ জন প্রত্যাশী টেট উত্তীর্ণ হয়েছেন। তিনি বলেন, টেট-ওয়ান ৩৯জন ইঞ্জিনীয়ার এবং টেট-টু-তে ৬৪জন ইঞ্জিনীয়ার যোগ্যতা নির্ণয়ে সফলতা অর্জন করেছেন।

এদিন তিনি জানিয়েছেন, সাম্প্রতি টেট পরীক্ষায় এককালীন ছাড়ের সুযোগ নিয়ে সাধারণ শ্রেণীর ২৪৮ জন পেপার-ওয়ান এবং ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বনজ সম্পদকে ভিত্তি করে জনজাতিদের জীবিকা নির্বাহে মুখ্যমন্ত্রীর গুরুত্বারোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। বনজ সম্পদকে ব্যবহার করে জনজাতি পরিবারগুলি যাতে জীবিকা নির্বাহ করার সুযোগ পায় সেই লক্ষ্যে সরকার পদক্ষেপ নিয়েছে। বননির্ভর জনজাতি অংশের মানুষ যাতে আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর হতে পারেন সেই দিশায় বন দফতরকে কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। শুক্রবার সচিবালয়ে বনদফতরের পর্যালোচনা সভায় এই অভিমত ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সভায় বনমন্ত্রী মেবারকুমার জমাতিয়াও উপস্থিত ছিলেন।

আজকের সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই কাজ শেষ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি কাজের জন্য নির্দিষ্ট আধিকারিককে দায়িত্ব দিতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে। তাঁর কথায়, বনায়নের ক্ষেত্রে স্বল্প সময়ে উৎপাদনযোগ্য হয়ে উঠে এমন ক্ষেত্রগুলিকে গুরুত্ব দিতে হবে। তাঁর মতে, সর্বত্র ফুলের চাহিদাও রয়েছে। সেক্ষেত্রে কমসময়ে রোজগারের ব্যবস্থা হতে পারে ফুলচাষের মাধ্যমে। এজন্য বড় পরিসরে সব ঋতুতেই ফুল ফুটে এমন বিভিন্ন প্রজাতির ফুলচাষ করার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। পাশাপাশি সুপারি ও গুলমরিচ চাষ করার জন্য তিনি বন দফতরকে পরামর্শ দিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি সজনে চাষ করার জন্য দফতরকে উদ্যোগ নিতে বলেন। ইকো-ট্যুরিজমকে আরও উন্নত করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করার জন্য তিনি বন দফতরকে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর আরও নির্দেশ, উন্নয়নমূলক কাজ রূপায়ণের ক্ষেত্রে ফরেস্ট ক্লিয়ারেন্স যেন বাধার সৃষ্টি না ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোদী সরকার সিএএ-তে এক ইঞ্চিও পিছবে না : অমিত শাহ

যোধপুর, ৩ জানুয়ারি (হি.স.): দেশের বিরোধী দলগুলি নাগরিক সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে, তবে মোদী সরকার সিএএ-র প্রতি এক ইঞ্চিও পিছপা হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ। শুক্রবার রাজস্থানের যোধপুরে আর্দশ বিদ্যামন্দির ময়দানে এমনই বার্তা জানিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, নরেন্দ্র মোদীর শাসনে কারও ভয় পাওয়ার দরকার নেই।

একইসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, ‘সমস্ত রাজনৈতিক দল একত্রিত হলেও, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন ইস্যুতে এক ইঞ্চিও পিছু হটবে না বিজেপি।’ শুক্রবার যোধপুরের সিএএ সম্পর্কিত বিজেপি আয়োজিত একটি সচেতনতামূলক সমাবেশে তিনি বক্তব্য রাখছিলেন। তিনি আরও বলেন, কিছু যুবক বিপথগামী এবং সিএএর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে। তারপরে আমরা স্থির করেছিলাম যে আমরা জনগণের মধ্যে যাব এবং সিএএ-র বিভ্রান্তি দূর করব। তিনি কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধীকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন, আপনি যদি নাগরিকত্ব সংশোধন আইন পড়ে থাকেন তবে কোথাও আলোচনা করতে আসুন। আমি প্রস্তুত। আপনি যদি এটি না পড়ে থাকেন, তবে আমি এটি অনুবাদ করে ইতালিতে পাঠিয়ে দিচ্ছি, আগে এটি পড়ুন। সিএএ হ’’ল নাগরিকত্ব প্রদানের আইন, নাগরিকত্ব কেড়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাইক দূর্ঘটনায় গুরুতর চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি ।। বাইক দুর্ঘটনায় আহত এক যুবক। ঘটনা অমরপুর মোটরস্ট্যান্ড বিওসি সংলগ্ন এলাকায়। আহত যুবকের নাম সঞ্চিত নম (২৩)। ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার রাত ১১টা নাগাদ। ঘটনার বিবরণে জানা যায় টিআর০৩জে-৪৮৮৪ নম্বরের এপাচি বাইক নিয়ে দ্রুতগতিতে অমরপুর বাজার থেকে মোটরস্ট্যান্ডের দিকে যাচ্ছিলো। বিওসি সংলগ্ন এলাকায় যেতেই বাইক নিয়ে ছিটকে পড়ে যায় সঞ্চিত। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মজুরী মিলছে না, অনাহারে দিন কাটছে রাংরুং চা বাগান শ্রমিকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। উনকোটি জেলার কৈলাসহরের রাংরুং চা বাগানের শ্রমিকরা জটিল সমস্যার সম্মুখিন ।গত চার সপ্তাহ ধরে তারা মজুরির টাকা পাচ্ছেন না। ফলে অনাহার অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে শ্রমিকরা। রাংরুং চা বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি প্রদান, অবিলম্বে রাংরুং চা বাগান পুনরায় চালু করা এবং রাংরুং চা বাগানের শ্রমিকদের রেশন, ইপিএফ, গ্র্যাচুইটির সমস্যা সমাধান এই তিন দফা দাবিতে ত্রিপুরা চা শ্রমিক উন্নয়ন সমিতির পক্ষ থেকে রাংরুং চা বাগানে শ্রমিকরা শুক্রবার দুপুরে উনকোটি জেলা শ্রম আধিকারিকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেন।

ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কার্যকরী কমিটির সদস্য জয়দ্বীপ রায়, বাগান শ্রমিক ঝিরু

কৈলাসহর

উরাং, স্বপ্না উরাং, মিলন উরাং সহ আরোও অনেকে। ডেপুটেশন দেওয়ার পূর্বে রাংরুং বাগান থেকে বাগান শ্রমিকরা পায়ে হেঁটে প্রায় ছয় কিমি পথ অতিক্রম করে জেলা শ্রম আধিকারিকের অফিসে এসে এক প্রতিনিধি দল ডেপুটেশন প্রদান করে। উল্লেখ্য, রাজ্যের অন্যান্য পুরানো চা বাগানের মধ্যে অন্যতম চা বাগান হলো রাংরুং চা বাগান। এই বাগানে প্রায় সাড়ে তিনশো চা শ্রমিক রয়েছে। যারা প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে এই বাগানে কাজ করে আসছে।

বিগত প্রায় চার সপ্তাহ ধরে লাগাতর কাজ করে যাওয়ার পরও শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী বাগান মালিক দিচ্ছে না বলে শ্রমিকরা অভিযোগ করেন। শুধু তাই নয়, বাগান মালিক শ্রমিকদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগই করছে না। বাগান মালিকের মোবাইল সুইচ অফ দেখাচ্ছে প্রায় এক মাস ধরে। মালিক কিংবা মালিক কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বন্ধ বাগান চালু করার কোনো ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুলিশ ও বিএসএফের পৃথক অভিযানে ৮ কোটি ৯১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মূল্যের ইয়াবা উদ্ধার, ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। রাজ্যে জোরকদমে চলছে নেশা-বিরোধী অভিযান। আমতলি এবং কদমতলায় প্রচুর ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছে। এর সঙ্গে একজনকে পুলিশ আটক করেছে। ধৃতকে করিমগঞ্জ (দক্ষিণ অসম) জেলার পাথারকান্দি এলাকার সালে আহমেদ (২২) বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তাকে উত্তর ত্রিপুরার কদমতলায় বমাল ধরেছে পুলিশ। এদিকে ত্রিপুরায় নেশা-বিরোধী অভিযানের ইতিহাসে আজ সর্ববৃহৎ সাফল্য পেয়েছে বিএসএফ।

পশ্চিম ত্রিপুরার আমতলি থানাধীন মতিনগর গ্রামে এক বাড়িতে অভিযান চালিয়ে বাজারমূল্য ৮ কোটি ৪২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মূল্যের ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৫০০ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে। এর সঙ্গে দুটি গাড়িও বাজেয়াপ্ত করেছে বিএসএফ।

এদিকে, উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা থানার পুলিশ ৯,৮০০টি

আমতলীতে বিএসএফ জওয়ানরা অভিযান চালিয়ে বিস্তর পরিমাণ ইয়াবা উদ্ধার করেছে। ছবি নিজস্ব।

ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে। এগুলোর বাজারমূল্য ৪৯ লক্ষ টাকা। মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত পাথারকান্দির এক যুবককে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। সব মিলিয়ে আজ ত্রিপুরায় বিএসএফ এবং পুলিশ মিলে ৮ কোটি ৯১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মূল্যের ইয়াবা উদ্ধার হয়েছে।

আজ বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের ভারপ্রাপ্ত আইজি অশোক কুমার যাদব বলেন, নেশা-বিরোধী অভিযানে ক্রমাগত সাফল্য মিলছে। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে ডিরেক্টরেট অব রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্ট (ডিআরআই)-কে সাথে নিয়ে পশ্চিম জেলার আমতলি থানাধীন মতিনগর গ্রামে টুনু মিয়াঁ-র বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৫০০ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছে। তিনি বলেন, টুনু মিয়াঁ বর্তমানে বিশালগড়ে বসবাস করছে। মতিনগরের বাড়িতে তার ভাতিজা সোয়াগ মিয়াঁকে থাকতে দিয়েছিল। ওই বাড়িতে অভিযান চালিয়েই ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু সোয়াগ মিয়াঁ পালাতে সক্ষম হয়েছে। তিনি জানান, ওই বাড়ি থেকে ইয়াবা পাচারে ব্যবহৃত দুটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, উদ্ধারকৃত নেশা সামগ্রী ডিআরআই আগরতলার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, ইন্দো-বাংলা সীমান্ত দিয়ে পাচারের সময় ১,১৪৫ শিশি ফেন্সিডিল, ৩১ কেজি গাঁজা, ৩টি গবাদি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৬ ◻ সংখ্যা ৮৬ ◻ ৪ জানুয়ারি
২০২০ইং ◻ ১৮ পৌষ ◻ শনিবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

সভা মিছিলে শক্তি পরীক্ষা

মিছিল সমাবেশ করিয়া রাজনৈতিক যুদ্ধ নতুন নহে। অতীতেও এইরকম যুদ্ধের অভিজ্ঞতা রাজ্যবাসীর আছে। তবে, এবারের সভা মিছিলে ব্যতিক্রমী ঘটনা লক্ষ্য করিবার বিষয়। বিজেপি বিধায়কের মিছিল সভার পাল্টা হিসাবে বিজেপিই ময়দানে নামিয়া শক্তি প্রদর্শন করিয়াছে। শুক্রবার বিজেপির বিদ্রোহী বিধায়কের পাল্টা হিসাবে মিছিল সমাবেশে একটা জিনিষ হয়ত খানিকটা স্পষ্ট যে, সুদীপ রায় বর্মন বিজেপির কাছে অনেকটাই শাখের করাতের মতো। না পারিতেছে উগলাইতে না পারিতেছে হজম করিতে। এই দুই মিছিলের শক্তি পরীক্ষায় কোন্ পক্ষ প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন তাহাই এখন দেখিবার বিষয়। ত্রিপুরায় মিছিল মিটিং করিতে বিজেপির পক্ষে বাড়তি সুবিধা আছে। প্রশাসন, বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন, গাড়ীর চালক, মালিকরা বিজেপিকে সুযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক বেশী সক্রিয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অন্যদিকে বিরোধী শক্তিকে অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতির যুঝিয়া মিছিল সমাবেশ করিতে হয়। যেমন গত পঁচিশ বছর ক্ষমতায় থাকিয়া সিপিএম মিছিল মিটিং এর তুফান ছুটাইত। এখন সেই শক্তি নাই। এই বিপ্লবী দল এখন একেবারে ম্রিয়মান। আসলে একবার ক্ষমতার বলে রাজনীতি করিবার অভ্যাস হইয়া গেলে ক্ষমতা হারাইয়া তাঁহারা চোখে পথ দেখে না। প্রধান বিরোধী দল হিসাবে সিপিএম তো তেমন কোনও ভূমিকা রাখিতে পারিতেছে না। কি বিধানসভার ভিতরে কি বিধানসভার বাহিরে তাহারা নিষ্প্রভ। বিপ্লবী পার্টির এই দুরবস্থাও ত্রিপুরাবাসীর আরেক অভিজ্ঞতা।

ত্রিপুরায় কার্য্যত বিরোধী দল ছন্নছাড়া। সিপিএম আন্দোলন মিছিল মিটিং এ আছে কিন্তু তাহা ক্ষমতাসীন বিজেপির চোখের ঘুম কাড়িয়া নিতে পারে নাই। অতীতে দেখা গিয়াছে দূর্দান্ত প্রতাপ কংগ্রেসের শাসনকে টলমল করিয়া দিত সিপিএম ও সমর্থিত সরকারী কর্মচারীদের আন্দোলন। কিন্তু, আজ সিপিএম দলের বিধায়ক সংখ্যা বাড়িয়াছে। প্রাসাদোপম অফিস বাড়ী হইযাছে। কোটি কোটি টাকার বা বিপুল তহবিল আছে কিন্তু আন্দোলনের তেজ নাই। ক্ষমতার সুখ ভোগ বিপ্লবী চেতনার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। আজ এই ত্রিপুরায় কংগ্রেস তো চালচুলোহীন দল। মাঝে মাঝে হাক ডাক বা হুঙ্কার দিয়া বিপ্লব শেষ। এই প্রাচীন দলে নেতার ছড়াছড়ি। প্রদেশ সভাপতির জন্য অনেকেই ছিলেন প্রস্তুত। পদ না পাইয়া তাহারাও মনের দুঃখে হাক ডাক বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

সুদীপ বর্মনের একক প্রচেষ্টায় দেখা গেল যেখানে আছেন অনেক বিক্ষুব্ধরাই। কেহ কেউ তলেল তলে আছেন। প্রকাশ্যে বিজেপির বিরুদ্ধে ময়দানে যাহারা নামিয়াছে তাহারা বুকের পাটা শক্ত করিয়াছে। বৃষ্টি বা প্রাকৃতিক দূর্যোগ উপেক্ষা করিয়া বর্মনের ডাকে জমায়েতকে খাটো করিয়া দেখিবার সুযোগ নাই। যাহারা সুদীপ বর্মনের মিছিল সমাবেশে যোগ দিয়াছেন তাহাদের রাজনৈতিক পরিচিতি কি? তবে, একথা বলা যাইতে পারে যে, অংশগ্রহণকারীদের মদ্যে বিক্ষুব্ধ বিজেপির সংখ্যাই হয়তো বেশী। সুদীপ বর্মনের তো দলবল নিয়াই বিজেপিতে যোগ দিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার অনুগামীরাও হয়তো এখন বিক্ষুব্ধ। বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সুদীপ বর্মন কি চ্যালেঞ্জ দেখাইতে পারিলেন? বিজেপির নারী মোর্চার জমায়েতকে কি ছাপাইয়া যাইতে পারিয়াছে? খুব স্বল্প সময়ের নোটিশে বিজেপি মহিলা মোর্চাও শক্তি দেখাইয়া দিয়াছে। গাড়ী ভরিয়া লোক আনিয়াছে। তবে, মিছিল জমায়েতে বিশৃঙ্খলা দেখা গিয়াছে। শহরের বিভিন্ন রাজপথে মফস্বল হইতে আসা মহিলাদের বিক্ষিপ্ত ভাবে ঘোরাফেরা করিতে দেখা গিয়াছে। সুদীপ বর্মন ও মহিলা মোর্চা শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন! এখন রাজনীতি কোন্ পথে তাহাই দেখিবার বিষয়।

বিজেপির বিদ্রোহী বিধায়ক, মন্ত্রীত্ব হইতে অপসারিত সুদীপ রায় বর্মন শুক্রবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবেলাও করিয়াছেন। তিনি কি শক্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ? এই মিছিল সমাবেশের শক্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি এখন কোন্ লক্ষ্যে আগাইবেন? সরাসরি কংগ্রেসের পক্ষে তাহার কর্মযজ্ঞ চলিতেছে এমন সংবাদ তো চারিদিকেই প্রচারিত। এই বিদ্রোহের পুরস্কার নিশ্চয় কংগ্রেস তাহাকে দিবে। তাহার রাজনৈতিক কৌশলে, প্রায় একক শক্তিতে এত বড় সভা সমাবেশের উদ্যোগ নেওয়ার বুকের পাটা তাঁহার আছে বলিতে হইবে। এই শক্তি পরীক্ষা নিশ্চয়ই ইতিহাস হইয়া থাকিবে।

ভাটপাড়া : সোমবার তৃণমূলের মামলা শুনবে হাইকোর্ট

কলকাতা, ৩ জানুয়ারি (হি.স.) :সোমবার তৃণমূলের মামলা শুনবে কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার আস্থা ভোটে তৃণমূলের জয় খারিজ করে দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ও বিচারপতি প্রতীকপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে মামলা করেছিল তৃণমূল। কিন্তু কালকের রায়ের কপি তৃণমূল জমা না দিতে পারায় মামলা খারিজ করে দেয় আদালত। বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত সাফ জানিয়ে দেন, 'আজ শুনানি হবে না। এটা এমন কোনও গুরুতর বিষয় নয়, যার শুনানি এত দ্রুততার সঙ্গে করতে হবে। শুক্রবারের বদলে সোমবার শুনানি হলে 'মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে না'।

এরপরই এদিন বেলা তিনটে নাগাদ মামলার কপি নিয়ে একই ডিভশন বেঞ্চে শুনানির আবেদন করেন আইনজীবী তথা তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই আবেদন গ্রহণ করেছে আদালত। আদালত জানিয়েছে, সোমবার প্রথম শুনানি হবে ওই মামলারই।

বৃহস্পতিবার সকালে ভাটপাড়া পৌরসভার আস্থা ভোটে ১৯-০ ব্যবধানে বিজেপিকে হারিয়ে দিয়েছিল তৃণমূল। শুরু হয়ে গিয়েছিল উৎসব। কিন্তু তা ছ'ঘণ্টাও স্থায়ী হয়নি। বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অরিন্দম সিনহা ওই আস্থা ভোট খারিজ করে দেন। জানিয়ে দেন, ভাটপাড়ার ভবিষ্যৎ পুর আইন মেনে ঠিক হবে। পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে তা আদালত বলে দেবে।

অর্জুন সিং বিজেপিতে যোগ দেবার পর লোকসভা ভোটে দাঁড়ানোর সময়ে নিজে চেয়ারম্যান পদ ছেড়ে সেই চেয়ারে বসিয়ে এসেছিলেন ভাইপো সৌরভ সিংকে। কিন্তু হালিশহর, কাঁচরাপাড়া, গারুলিয়া, বনগাঁর মতো অর্জুন-দুর্গের ভাটপারা পুরসভাও পুনর্দখলে মরিয়া হয়ে নামে তৃণমূল। ভাটপাড়া পুরসভার মোট ওয়ার্ড সংখ্যা ৩৫টি। অর্জুন সিং সাংসদ হওয়ার পর কাউন্সিলর পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। মৃত্যু হয়েছে ভীম সিং নামের এক কাউন্সিলরের। একটি ওয়ার্ড দখলে রয়েছে বামেদের। ফলে এই মুহূর্তে বোর্ড গড়তে দরকার ১৭ জন কাউন্সিলরের সমর্থন। পাঁচজন কাউন্সিলর দল বদল করেননি। তাঁরা তৃণমূলেই রয়ে গিয়েছিলেন। মাঝে পুরনো দলে ফেরেন ১২জন কাউন্সিলর। ফলে যে সংখ্যা দরকার বোর্ড গড়ার জন্য সেটা আগেই জোগাড় করে ফেলেছিলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, পার্থ ভৌমিকরা। পরে আরও দু'জন গেরুয়া সঙ্গ ত্যাগ করে ফিরে আসেন তৃণমূলে। সেই ১৯ জনকে নিয়েই বৃহস্পতিবার ভাটপাড়া দখল করে তৃণমূল।

আগেই সৌরভ সিং অনাস্থা প্রস্তাবের জন্য বৈঠকের তারিখ ঘোষণা করেছেন। বলা হয়েছে ২০ জানুয়ারি ওই বৈঠক হবে। সেখানেই ঠিক হয়ে যাবে কার পক্ষে কত সংখ্যা। কিন্তু অত দিন অপেক্ষা করতে রাজি ছিল না তৃণমূল। তিন কাউন্সিলর চিঠি দিয়ে আস্থা ভোট নিতে বলেন এক্সিকিউটিভ অফিসারকে। তিনিও ডেকে দেন। কিন্তু বিজেপির বক্তব্য, চেয়ারম্যান হিসেবে সৌরভ সিং যখন তারিখ ঘোষণা করেছেন, তখন আর কেউ অন্য দিন বৈঠক ডাকতে পারেন না। এখন দেখার সোমবার ডিভিশন বেঞ্চ কী রায় দেয়।

ঝাড়খণ্ডে বিজেপির ভরাডুবি কেন

নারায়ণ দাস

ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি আবার ধরাশায়ী হল। দল গদিচ্যুত তো হলই, সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাসের মুখ পুড়ল। তিনি শোচনীয়ভাবে হেরে গেলেন তারই মন্ত্রিসভার একজন সহকর্মীর কাছে, যাঁকে তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে দেননি। প্রতিবাদে তিনি দল ত্যাগ করে একজন নির্দল হিসেবে রঘুবরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে হারালেন। মুখ্যমন্ত্রীত্ব গেলেই, গেল সম্মানও। দেশজুড়ে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন এবং এনআরসির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলছে তারই একটা বিরূপ প্রভাব এই নির্বাচনে পড়ল বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

জমির পর জমি হারাচ্ছে বিজেপি—একে একে নিভছে দেউটি। এখন এই দলদেশের ৩৪ শতাংশ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে আছে, নেমে গেল ৭৪ শতাংশ থেকে। গত মার্চ মাস নাগাদ দেশের ১৩ রাজ্য বিজেপির শাসনাধীন ছিল এবং ছয়টি রাজ্যের ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে ছিল। এখন এই গৈরিক দলের শাসনে আছে আটটি রাজ্যে, যেখানে তারা সরাসরি শাসন চালাচ্ছেন, আর ক্ষমতা শেয়ার করে আছে আটটি রাজ্যে।

সুতরাং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদির ম্যাজিক ঝাড়খণ্ডে কাজ করল না। প্রধানমন্ত্রীকে নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে বুদ্ধি দেওয়া, কৌশল বাতলে দেওয়ার মাথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত সাহর স্ট্র্যাটেজি। পক্ষান্তরে প্রধানমন্ত্রী ও তার বুদ্ধি দাতা গৃহমন্ত্রী, যে যে বিধানসভা কেন্দ্রে গিয়ে বিজেপির হয়ে ভোট চেয়েছেন সেখানেই এই দল মুখ থুবড়ে পড়েছে। কম করেও ছয়জন মন্ত্রী এখন হারের জ্বালায় জ্বলছেন।

অপরদিকে, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা। (জেএমএম) কংগ্রেস ও আরজেডি মিলে যে মোর্চা হয়েছিল, তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল। 'বিজেপি দূর হটো'---প্রচারে গিয়ে এই দলগুলির তরফে যে স্লোগান তোলা হয়েছিল, তাই শেষ পর্যন্ত কাজ দিল। জেএমএম একাই পেয়েছে ৩০ আসন এবং দলের নেতা হেমন্ত সোরেন হলেন মুখ্যমন্ত্রী। আর বিদায়ী শাসক দল বিজেপির ঝুলিতে এল ২৫ আসন, দর্প চূর্ণ হল ১২ আসনে অর্থাৎ পরাজয়ের গ্লানি গায়ে মেখে বিদায়।

প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পাঁচ দফা নির্বাচনের প্রচারের শেষ দিকে ঝড় তুলেছিলেন। এনআরসি নাগরিকত্ব আইন, রামমন্দির নির্মাণ এবং মোদির

মোট পাঁচ ছয় বছরের উন্নয়ন কাজের কথা বলে মানুষের কাছে ভোট চেয়েছিলেন। কিন্তু এমন সময় এই ভোট যখন সারা দেশে এনআরসির নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে আগুন জ্বলছে। সেখানে নাগরিকত্ব আইনের পক্ষে মোদি ও শাহর, প্রচার ঝাড়খণ্ডের মানুষ ভালভাবে নেননি। তার জবাব দিয়েছেন ইভিএমের বোতাম টিপে। ঝাড়খণ্ডের এই জোট সরকার তার পুরো মেয়াদ পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকবে, সেই আশা করছেন এই ছোট্ট রাজ্যের মানুষ। তবে মহারাষ্ট্রে মতো এখানেও মিলেমিশে সরকার, স্থায়িত্ব নিয়ে তো একটা কথা ওঠেই।

মধ্যপ্রদেশে, ছত্তিশগড়, রাজস্থান এবং মরাহাষ্ট্রে হারার পর ঝাড়খণ্ডেও এই হার দলকে একটা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দিল। মহারাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলহলেও, কারচুপি করে রাতের অন্ধকারে সরকার গঠন নিয়েও নাকানিচোবানি খেতে হল। মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশমতো, বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ দেওয়ার মতো সদস্যসংখ্যা মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের ছিল না। তাই স্বল্প আয়ুর সরকারের মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগ করে সরে দাঁড়াতে হল। মহাষ্ট্রে পর বিজেপি জেতার জন্য

তাকিয়ে ছিল ঝাড়খণ্ডের দিকে। আশা ছিল দল সরকার ধরে রাখতে পারবে---কিন্তু ভোট গণনার পর দেখা গেল বিজেপির মাত্র ২৫ টি আসন, হার ১২টিতে । অরদিকে জেএমএম জোট পেয়েছে ৪৭ আসন। ঝাড়খণ্ড বিধানসভার আসন সংখ্যা ৮১। ম্যাজিক ফিগার ৪১। পরপর তাই হারের পর দেখা যাচ্ছে বিজেপির দিন ভাল যাচ্ছে না। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার তিনটি আসনে যে উপনির্বাচন হল, তাতেও বিজেপি হারের মুখ দেখল। একটিতে তবুও কিছু লড়েছে, অপর দুটিতে পরাজয় শোচনীয়ভাবে। তার মধ্যে খড়গপুরে হার বিশেষ ধাক্কা দিয়েছে রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের মনোবলে। তিনি আগে এই আসেন জিতে বিধাসভায় গিয়েছিলেন। তারপরে লোকসভা নির্বাচনে খড়গপুর এলাকায় অনেক ভোট পেয়েছিলেন।

লোকসভার নির্বাচনের চমপ্রদ সাফল্যের পর বিজেপি ভেবেছিল দলকে আর পরাজিত হতে দেখা যাবে না। এই দর্প চূর্ণ হল। আধিপত্যে ছেদ পড়ল। যতদিন যাচ্ছে, এই দল তত মানুষের মসর্থন হারাচেছে। বিজেপি নেতৃত্ব ভাবতেও পারেনি, ঝাড়খণ্ডও শেষ পর্যন্ত তাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। ঝাড়খণ্ডের বিজেপির পরাজয়ে বিরোধীরা নাগরিকত্ব অর্জন এবং এনআরসির বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন চালানোর জন্য জেএমএমকে একটি সাথী হিসেবে পেলেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই রাজ্যে বিজেপিকে পরাজতি করে ক্ষমতা করায়ত্ব করার জন্য জেএমএম নেতা হেমন্ত সোরেনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে মমতা যোগ দেন। এসেছিলেন রাহুল গান্ধিও। সেখানে মমতা বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাহুল গান্ধির কথাও হয়। মুখ্যমন্ত্রী চেয়েছেন নাগরিকত্ব আইন দেশে ছড়িয়ে দিতে। ঝাড়খণ্ডে হেমন্ত সোরেনের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গে আন্দোলনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। ইতিমধ্যেই দেশের প্রায় সব রাজ্যেই নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে মিছিল বের হয়েছে। পথ অবরোধ হয়েছে । মিছিলে অংশগ্রহণকারী নেতারা করার জন্য কেন্দ্রের কাছে দাবি জানিয়েছেন। সবচাইতে বড় কথা বিজেপি শাসিত রাজ্যেও মানুষ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন—যেমন দেশের বৃহত্তম বিজেপি শাসতি রাজ্য উত্তরপ্রদেশে এই নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে জোরদার প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন সাধারণ মানুষ। হিংসা সংঘর্ষ, রক্তপাত এবং মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে জলকামান, কাঁদানি গ্যাস, লাঠি এবং গুলি চালিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের প্রশাসন, মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোল দমন করতে পুলিশকে লেলিয়ে দিয়েছেন বলে বিরোধী নেতারা অভিযোগ করেছেন। যোগীর রাজ্যে নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে মানুষ এভাবে পথে নেমে প্রতিবাদ জানিয়ে সরকারি সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করবে, তা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ভাবতে পারেনি। তাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশ কড়া হাতে বিদ্রোহীদের আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এরপরই পুলিশ আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে।

মহারাষ্ট্রসহ আরও কয়েকটি রাজ্য নির্বাচনে হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পর অমিত শাহরা অনেক আশায় ছিলেন ঝাড়খণ্ড তাদের দখলেই থাকবে না। নানা অঙ্ক কষে প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রচারে নেমেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী কম করেও ছয় সাতটি জনসভায় ভাষণ দিয়ে ঝাড়খণ্ডের মানুষদের তার উন্নয়ন কাজে সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, রঘুবর দাসের মুখ্যমন্ত্রিত্বকালে, ঝাড়খণ্ডে উন্নয়নের যে কাজ অসমাপ্ত রয়েছে, বিজেপিকে ক্ষমতায় রাখলে তা সম্পূর্ণ হবে। কেন্দ্রও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। কিন্তু মোদির ওই আশ্বাসবাণীও শেষ পর্যন্ত কাজ দিল না। ঝাড়খণ্ডের মানুষ তাদের কাছের দল, প্রিয় দল জেএমএমকে বেছে নিয়ে তার ওপরই শাসনভার চালানোর দায়িত্ব তুলে দিলেন। এই রাজ্যের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ নানাভাবে বঞ্চিত ছিলেন। তাঁরা আর বিজেপির ওপর আস্থা রাখতে পারনেনি। সুতরাং পরিণামে যা হবার তাই হল। মোদির প্রতিশ্রুতি আশ্বাসবাণী এই রাজ্যেও বিজেপির ধস আটকাতে পারল না। এই নাগরিকত্ব আইন এবং এনআরসির ঝড় শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে থামবে, তা কেউ বলতে পারে না।

এখন নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে যে আন্দোলন চলছে তার ফলে বিজেপি রীতিমতো কোণঠাসা। এই পরিস্থিতিতে এখন যদি অন্য কোনও রাজ্যে ভোট হয়, তাহলে বিজেপির পরাজয় কেউ ঠেকাতে পারবে না। মহারাষ্ট্র হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পর এই দল অনেকটাই মুষড়ে পনেছিল। আশা ছিল, ঝাড়খণ্ডের নির্বাচনে বিজেপি আবার মাথা তুলবে, কিন্তু তা হল না।

আবার বিরোধীরা যে এক হয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে পড়বেন, তাও হয়ে উঠছে না। লোকসভা নির্বাচনের আগেও বিরোধীদের ঐক্য সেভাবে দেখা গেল না—অর্থাৎ এক ছাতার তলে চলে এসে ন্যূনতম কর্মসূচির ওপর একটি, পাকাপাকি ঐক্যবদ্ধ জোট তৈরি করতে পারল না। ঐক্য নিয়ে কথা বলা হয় অনেক, কিন্তু কাজ হয় না। বিরোধীদের মুখে শুধু কথার ফুলঝুড়ি। নাগরিকত্ব ইস্যুতে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশকুমার সহ অনেকেই ঐক্যবদ্ধভাবে এই আইনের বিরুদ্ধে লড়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন, কিন্তু উত্তরপ্রদেশের মায়াবতী এবং অখিলেশ যাদবের কণ্ঠে আবার ভিন্ন সুর। আর সেই সুযোগটাই নিচ্ছে বিজেপি নেতৃত্ব।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

জৈবপদ্ধতিতে চাষ -আবাদ কৃষককে ঝুঁকিশূন্য করে

দেশের তিন চতুর্থাংশ মানুষ এখনও দারিদ্রসীমার নীচে বাস করেন। এদের অধিকাংশই থাকেন গ্রামাঞ্চলে। বস্তুত আশি শতাংশ মানুষই গ্রামাঞ্চলে বসবাস করেন। এদের অধিকাংশেরই পেশা কৃষি কাজ। গ্রামোন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র কৃষকদের উন্নয়নের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে জৈবকৃষি ব্যবস্তার প্রতি প্রত্যাশিতভাবে আগ্রহ বাড়ছে। বিশেষত ক্ষুদ্র চাষিদের এই চাষ তাদের উৎপন্ন কৃষিক পণ্য লাভজনক হারে বিক্রি হচ্ছে। এতে প্রাকৃতিক সম্পন্ন আরও সঠিকভাবে ব্যবাহারের একটা দিশা পাওয়া যাচ্ছে।

রাসায়নিক সার, কীটনাশক ওষুধ ব্যবহারে খাদ্যগুণ যেমন অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস পাচ্ছে, তেমনই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বিনষ্ট হচ্ছে বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে। যদিও চাহিদার সঙ্গে যোগানের সমতা রাখতে কৃষিজ পণ্যের ফলন বাড়াতে এই ব্যবস্থা সত্তরের দশক থেকেই কায়েম হয়েছিল। কিন্তু এর কুফল যে এমন সুদূরপ্রসারী হবে তা তখন অধিক ফলন পাওয়ার আনন্দে মানুষ ভুলেই মেরে বসেছিল। আর রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের অধিকারিক ব্যবহার ব্যতীত ফসলের উৎপাদন যেমন বানছে না তেমনই তারকুপ্রভাব মানুষের শরীরে মারাত্মকভাবে পড়ছে। রাসায়নিক সার ও কীটনাশকমুক্ত শস্য গবাদি পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। ফলে তার দুধ আর প্রাকৃতিক গুণসম্পন্ন থাকছে না। শিশুর পক্ষে সেই কীটনাশকের বিষ পান করে হজম করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে শিশুকাল থেকেই তাররোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দারুণভাবে হ্রাস পত্রাচ্ছে। আর কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে জমির স্বাভাবিক উর্বরাশক্তিবৃদ্ধিকারী কীটপতঙ্গও আর থাকছে না। থাকছে না মাছের জন্মচক্রের স্বাভাবিক ব্যবস্থা। সামগ্রিকভাবে যা খেয়ে মানুষ বাঁচতে চাইছে তা প্রকৃতপক্ষে মানু,কে দূরারোগ্য যন্ত্রণার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। একারণেই এখন জৈবসার বিত্তিক চাষ ও পণ্য ব্যবহারের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ছে।

অন্যদিকে জৈব পদ্ধতিতে চাষে অধিকহারে মূলধন বিনিয়োগ করতে হয় না। যেমন হয় রাসায়ানিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারে। জৈবি পদ্ধতির কৃষি ব্যবস্থা কেবল পারস্পরিক অভিজ্ঞতাভিত্তিক। অন্যদিকে জৈব পদ্ধতিতে তৈরি সার ও কীটনাশক স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করা যায় বলে সেখানে বার্ষিক খরচও অনেক কম।

জৈব পদ্ধতি ব্যবহার উৎপন্ন কৃষিজ পণ্য রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারে উৎপন্ন কৃষিক পণ্যের চেয়ে কুড়ি ত্রিশ শতাংশ বেশি দামে বিক্রি হয়। আর এটা ক্ষুদ্র চাষি সহজেই পেতে পারেন কোনও ফোরে বা দালালের খপ্পএর না পড়েই। কৃষি নির্ভর করে বৃষ্টিপাত,কীটপতঙ্গের আক্রমণ রোগের আক্রমণ প্রভৃতির ওপর। ফলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় কীটপতঙ্গ ও রোগের আক্রমণ, অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের ফলে চাষ আবাদা মার খেলেও চাষির ক্ষতি কম হয়। কারণ তার বিনিয়োগও কম। কিন্তু রাসায়নিক কৃষি থেকে জৈবপদ্ধতিতে চায় পরিবর্তন করা শেষ ব্যয় সাপেক্ষ ব্যাপার।

কিন্তু এসব সমস্যাও কাটিয়ে ওঠা

কৃষক পরিবারের কোনও সদস্যের পক্ষে কোনও ব্যাপারই নয়। কারণ বংশ পরম্পরাগতভাবে চাষের ও জৈব সার ও কীটনাশক তৈরির জ্ঞান তাদের গোষ্ঠীতে মজুত থাকে। এসব পারস্পরিক জ্ঞান রাসায়নিক দ্রব্যযুক্ত কৃষিকাজের সময় কাজে লাগে না। এছাড়া জৈবভিত্তিক চাষে ক্ষুদ্র চাষিদের কারও ওপর নির্ভর করতে হয় না, যেটা রাসায়নিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে সব সময়েই নির্ভর করতে হয়।

গ্রামাঞ্চলে ন্যাটকো ট্রাস্ট সংস্থা ক্ষুদ্র কৃষকদের মধ্যে এই পারস্পরিক জ্ঞান ব্যবহার করে জৈবপদ্ধতিতে চাষের জন্য উৎসাহ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। এজন্য প্রাথমিকভাবে বীজের মজুত ভাণ্ডার মরসুমি সবজির চাষ পুষ্টিকর ফসলের চাষ জৈবপদ্ধতিতে চাষের উন্নত উদ্ভাবনমূলক ব্যবস্থায় প্রশিক্ষণ দেওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীকে জৈবচাষের উপকারিতা ও ক্ষতি হ্রাস করার বিষয়টি বিস্তারিতভাবে প্রবণতা একেবারেই থাকবে না বলেও সদর্থক প্রচার চালানো হচ্ছে। কারণ ঋণের ফাঁদে তাকে পড়তে হচ্ছে না। এছাড়া পুষ্টিসমৃদ্ধ সবজি চাষ অত্যন্ত কম ব্যয় সাপেক্ষ হওয়ায় চাষির লাভের পরিমাণও বেশি। এর ফলে চাষির স্বাস্থ্য আয়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সবই বৃদ্ধি পায়। জৈবপদ্ধতিতে চাষের উদ্ভাবনমূলক দিকগুলি অন্যান্য পারস্পরিক আদানপ্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বীজের মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলার ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে। এর ফলে পরম্পরাগত ধান চাষে কৃষকরা উৎসাহ পাচ্ছেন। আঞ্চলিক সংশ্লিষ্ট ওষধিগুণ ও পুষ্টি সমৃদ্ধ প্রজাতির ধান চাষের পদ্ধতি উন্নত করা সম্ভব হয়েছে। এরই মধ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকাভিত্তিক আরও ছয়টি প্রজাতির ধান উদ্ভাবিত হয়েছে। যাতে জৈবপদ্ধতি ব্যবহারে অধিক ফলন পাওয়া সম্ভব। এর বীজও সংরক্ষম করা যায় নিশ্চিন্তে। কৃষকের বীজবুনে ধোকা খাওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পাবে। ফলে জৈব পদ্ধতিতে চাষ আবাদ সামগ্রিকভাবে আমাদের চারিদিকে থাকা প্রাকৃতিক সম্পদের সম্যক ব্যবহার ও সামগ্রিক স্বাস্থ বজায়ে অত্যন্ত উপযোগী হিসেবে প্রমাণিত হচ্ছে। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

তুলসীবতি স্কুলে বিজ্ঞান মডেল প্রদর্শনী। শুক্রবার তোলা নিজস্ব ছবি।

বাগদাদ বিমানবন্দরে মার্কিন এয়ার স্ট্রাইক কাসেম সোলেইমানি-সহ মৃত্যু ৭ জনের

বাগদাদ, ৩ জানুয়ারি (হি.স.): ইরাকের রাজধানী বাগদাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বড়সড় ''অভিযান'' চালাল আমেরিকা। বাগদাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মার্কিন এয়ার স্ট্রাইকে মৃত্যু হয়েছে ইরান ও ইরাকের শীর্ষ কমান্ডার-সহ ৭ জনের। মৃত ৭ জনের মধ্যে রয়েছে ইরানের রেভোলিউশনারি গার্ড কোরের কাদ্‌স ফোর্সের কমান্ডার জেনারেল কাসেম সোলেইমানি। প্রাণ হারিয়েছে ইরাকি জঙ্গি সংগঠন পপুলার মোবিলাইজেশন ফোর্স-এর ডেপুটি কমান্ডার আবু মাহদি আল-মুহানদিসও।

এই এয়ার স্ট্রাইকের ফলে আমেরিকা এবং ইরাকি সরকারের মধ্যে সম্পর্ক আরও তলানিতে পৌঁছতে পারে বলে মনে করছে আন্তর্জাতিক মহল। তবে, বাগদাদ বিমানবন্দরে এয়ার স্ট্রাইকের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এয়ার স্ট্রাইকের পরই নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে আমেরিকার পতাকা পোস্ট করেছেন ট্রাম্প। পেন্টাগনের পক্ষ থেকে এয়ার স্ট্রাইক এবং কাসেম সোলেইমানির মৃত্যুর খবরে সিলমোহর দেওয়া হয়েছেউ পেন্টাগনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশেই বাগদাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এয়ার স্ট্রাইক চালানো হয়েছে। ভারতীয় সময় অনুযায়ী শুক্রবার সকালে হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রেসিডেন্টের নির্দেশে, বিদেশে মার্কিন আধিকারিকদের সুরক্ষিত রাখার জন্য, ইরানের এলিট রেভলিউশনারি গার্ড ফোর্সের প্রধান কাসেম সোলেইমানিকে হত্যা করা হয়েছেউ হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, ইরাক এবং ওই অঞ্চলে আমেরিকান কূটনীতিক এবং সার্ভিস মেম্বারদের উপর হামলা চালানোর পরিকল্পনা ছিল জেনারেল কাসেম সোলেইমানিরউ মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব মার্ক টি এস্পার বলেছেন, ''ইরান ও তার আশপাশের দেশগুলিতে থাকা মার্কিন কূটনীতিকদের রক্ষা করতেই এই পদক্ষেপ।'' ইরানের বিদেশমন্ত্রী জাভাদ জারিফ এই মার্কিন হানাকে 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ' বলে নিন্দা করেছেন। 'আগামী দিনে আমেরিকাকে এর মূল্য দিতে হবে' বলে তাঁর টুইটে হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী। যদিও ইরানের ঘোর বিরোধী বলে পরিচিত ইরাক সরকার এখনও পর্যন্ত মুখ খোলেনি এই এয়ার স্ট্রাইকের প্রেক্ষিতে। সূত্রের খবর, মার্কিন সেনাবাহিনী এবং কূটনীতিকদের উপর হামলা করার পরিকল্পনা করছিল ইরানের শীর্ষ কমান্ডার জেনারেল কাসেম সোলেইমানি। এমতাবস্থায় বাগদাদ বিমানবন্দরে এসেছিল ''হাই-প্রোফাইল'' অতিথিরা। গাড়িতে করে তাঁদের অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। রকেট নিক্ষেপ করে ওই গাড়ি দু''টিই ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় সময় অনুযায়ী, শুক্রবার ভোররাতে ওই বিমান হানা চালানো হয় বাগদাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। ওই সময় বিমানবন্দরের কাছে দু'টি গাড়ির কনভয়ের একটিতে ছিলেন সোলেইমানি ও আবু মাহদি আল-মুহানদিসও। অন্য গাড়িটিতে ছিল তাঁদের সঙ্গীরা। বিমান থেকে ফেলা বোমায় একটি গাড়ি পুড়ে যায়। সেই জায়গাটায় ছিল ছাইয়ের স্তূপ। সেই ছাইয়ের নীচেই দেখা যায় সোলেমানির রক্তাক্ত দেহ। তাঁর হাত। আঙুলে ছিল সেই লাল আংটি, যা এর আগেও সোলেইমানির বিভিন্ন ছবিতে দেখা গিয়েছে। এই এয়ার স্ট্রাইকে ইরাকের মানুষ খুব খুশি, জানিয়ে একটি ভিডিয়ো-সহ টুইট করেছেন মার্কিন বিদেশ সচিব মাইক পম্পায়ো। লিখেছেন, "জেনারেল সোলেমানি আর নেই জেনে রাস্তায় আনন্দ-নৃত্য করছেন ইরাকের মানুষ।"

প্রধানমন্ত্রী কি পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হয়ে গেছেন ? প্রশ্ন মমতার

শিলিগুড়ি,৩ জানুয়ারি (হি.স): প্রধানমন্ত্রী কি পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হয়ে গেছেন? শুক্রবার শিলিগুড়ি থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কটাক্ষ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শিলিগুড়িতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'নরেন্দ্র মোদীকে প্রশ্ন করতে চাই, আপনি হিন্দুস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে পাকিস্তানের কথা বলছেন, আপনার লজ্জা করে না। আপনি কি পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত?' শিলিগুড়িতে নাগরিকত্ব আইন বিরোধী মিছিল শুরুর আগে ক্ষুদিরাম মূর্তির সামনে সভা থেকে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শিলিগুড়ির সভা থেকে দেশের সব রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজকে রাস্তায় নেমে শান্তিপূর্ণ ভাবে প্রতিবাদ করতে আহ্বান জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার দুপুরেই কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গে আসেন তিনি। কলকাতা থেকে আকাশপথে বাগডোগরা এয়ারপোর্টে আসেন। এরপর সেখান থেকে মুখ্যমন্ত্রী সড়কপথে যান উত্তর কন্যায়। শুক্রবার সকাল থেকে শিলিগুড়িতে পদযাত্রা করেন তিনি। প্রথমে হিলকার্ট রোড এবং তারপর বর্ধমান রোডে শিলিগুড়ির মৈনাক থেকে বাঘাযতীন পার্ক পর্যন্ত হাঁটেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ মোদীকে নিশানা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'হিন্দুস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে শুধু পাকিস্তানের কথা বলছেন। কেন পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা করা হচ্ছে ? কথায় কথায় প্রধানমন্ত্রী বলছেন, পাকিস্তানে গিয়ে চর্চা করুন। এটা আমাদের দেশ, আমরা এদেশ নিয়েই কথা বলব। আমরা পাকিস্তানের কথা শুনতে চাই না। খাবার, চাকরি চাইলে পাকিস্তানের কথা বলা হচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, 'আমরা পাকিস্তান চাই না। আমরা ঐক্যবদ্ধ হিন্দুস্তান চাই। আপনি তো বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটানের কথা বলেন না। খালি পাকিস্তান পাকিস্তান করছেন। আমরা পাকিস্তানের কথা শুনতে চাই না'। শুক্রবার শিলিগুড়িতে মিছিল শুরুর আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''এখন একটাই প্রশ্ন, আমাদের ভবিষ্যতের ঠিকানা থাকবে কিনা। সকলে একজোট হোন। এটা দ্বিতীয় স্বাধীনতার লড়াই।' এনআরসি ইস্যু নিয়ে এখনই না এগোনোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে মোদী সরকার। পরিবর্তে নিয়ে আসা হয়েছে এনপিআর। সেই এনপিআরের কাজও স্থগিত রেখেছে পশ্চিমবঙ্গের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। এদিনের জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ভবিষ্যতে দেশের মানুষের ঠিকানা থাকবে কিনা সন্দেহ। ভবিষ্যতকে সুরক্ষিত করতেই পথে নামা হয়েছে। মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে। এটা মানবিকতার লজ্জা। আমাদের নাগরিকত্ব ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে। মোদি সরকার কখনও বলছে, আধার কার্ড বানান। কখনও প্যান কার্ড ! এখনও বলছে আধার চলবে না। প্যান চলবে না। তাহলে কী চলবে ? শুধু বিজেপির মাদুলি ? যে রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায়, কেন সেখানে আমাদের যেতে দেওয়া হয় না ? আমরা ভারতীয় হিসাবে গর্ববোধ করি। এটা গণতন্ত্রের লজ্জা। সরকার বলছে, মা বাবার জন্মের শংসাপত্র দেখাতে হবে। না দেখাতে পারলে বেরিয়ে যেতে হবে। ভোটার লিস্টে নানারকম গণ্ডগোল করার চেষ্টা চলছে। প্রত্যেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কথায় ভুলভ্রান্তি ধরা পড়ছে। বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে। বিজেপির মিথ্যে কথায় কান দেবেন না।'

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদের ঢেউ এবার সমতল থেকে পাহাড়ে আছড়ে ফেলতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সিএএ ও এনআরসির বিরুদ্ধে এবার পাহাড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি করবেন তৃণমূল সুপ্রিমো। আগামী ২২ তারিখ পাহাড়ে যাবেন মমতা। শুক্রবার শিলিগুড়ির প্রতিবাদ মঞ্চ থেকে একথা ঘোষণা করেন তৃণমূল সুপ্রিমো। একইসঙ্গে মমতা এদিন জানান, আগামী ৯ তারিখ বারাসত থেকে মধ্যমগ্রাম পর্যন্ত মিছিল করবেন তিনি।

এবার এক মঞ্চে মোদী-মমতা

কলকাতা ,৩ জানুয়ারি (হি.স): এবার এক মঞ্চে মোদী-মমতা। আসলে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের ১৫০ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান। সেই উপলক্ষ্যেই কলকাতায় একমঞ্চে থাকতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মঞ্চে থাকতে পারেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরও। এখনও পর্যন্ত যা খবর তাতে দু'দিনের কলকাতা সফরের মধ্যে মোদী অবশ্য কোনও দলীয় অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন না।

নাগরিক পঞ্জি, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়ম করে বিজেপিকে কাঠগড়ায় তুলে চলেছেন। এহেন প্রেক্ষাপটে একমঞ্চে মমতা-মোদী, বেশ তাৎর্যপূর্ণ বলেই মত রাজনৈতিক মহলের একাংশের। যদিও এটা নিছকই সরকারি অনুষ্ঠান। এই সফরের মধ্যে মোদী হাওড়া ব্রিজের লাইট অ্যান্ড সাউন্ড প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। সংবর্ধনা দেবেন পোর্ট ট্রাস্টের অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের। ১২ জানুয়ারি কলকাতায় পোর্ট ট্রাস্টের ১৫০ তম বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠান। সেই উপলক্ষে সকাল সাড়ে ১০টায় উপস্থিত থাকবেন নরেন্দ্র মোদী ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এনআরসি, সিএএ নিয়ে জোরদার আন্দোলন করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যে স্থগিত করেছেন এনপিআর। নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহকে তীব্র ভাষায় কটাক্ষও করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর এক মঞ্চে বসা তাৎর্যপূর্ণই।

ট্রেনের শৌচালয়ের ভিতর থেকে মিলল দুই শিশুর দেহ

কলকাতা ,৩ জানুয়ারি (হি.স): ট্রেনের শৌচালয়ের ভিতর থেকে মিলল দুই অপরিণত সদ্যোজাতের দেহ। দু'জনকেই মৃত অবস্থায় উদ্ধার করেন রেলকর্মীরা। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ১১ টা নাগাদ সাঁতরাগাছি কারশেডে। কারশেডে ফিরে যাওয়া ডাউন ইস্টকোস্ট এক্সপ্রেসের সাধারণ কামরার শৌচালয়ে শিশু দু'টির দেহ দেখতে পান ক্যারেজ কর্মীরা। এরপর আরপিএফ দেহ দু'টি উদ্ধার করে জিআরপির হাতে তুলে দেয়। একসঙ্গে দুই সদ্যোজাতর দেহ এভাবে পড়ে থাকায় চাঞ্চল্য শুরু হয় সাঁতরাগাছি রেল ইয়ার্ড অঞ্চলে। রেলের চিকিৎসক এসে দু'জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পুলিশের ধারনা দেহ দু'টি অপরিণত শিশুর। কারণ, দেহের সঙ্গে নাড়িভুঁড়ির একাংশও পড়ে ছিল শৌচালয়ে। মৃত শিশুদের দেহ কিভাবে ইস্টকোস্টের শৌচালয়ে এল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। কোনও অন্তঃসত্ত্বা ট্রেনে যাত্রা করছিলেন কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এছাড়া গর্ভের অপরিণত যমজ সন্তান মৃত বুঝতে পেরে মা তা ফেলে চলে যেতে পারেন বলেও আশঙ্কা। বাইরে থেকে দেহ এনে ট্রেনের শৌচালয়ে ফেলা হতে পারে, এই বিষয়টিও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ফলে সেদিকে লক্ষ্য রেখে তদন্তের গতি বাড়ানো হচ্ছে। ডাউন ইস্টকোস্ট এক্সপ্রেস সন্ধ্যের সময় হাওড়া পৌঁছায়। ফলে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে কেউ মৃত শিশুদের দেহ ফেলতে পারে। তবে প্রথম বিষয়টির উপরই জোর দিচ্ছে পুলিশ।

পুলিশের কথায়, শিশুর দেহ বয়ে আনলে ব্যাগ বা ওই জাতীয় কিছু থাকতো শৌচালয়ের মধ্যে। কিন্তু দেহের আশপাশে তেমন কোনও কিছুই পাওয়া যায়নি। ফলে এই সন্দেহ জোরাল হচ্ছে না বলেই তাঁদের একাংশের মত। তবে ট্রেনের শৌচালয় গুলো অরক্ষিত বলে বরাবারই অভিযোগ উঠেছে। বিশেষত অসংরক্ষিত কামরার শৌচালয় গুলো। সেখানে বুকিংহীন পণ্য থেকে নানা ধরনের পাচার সামগ্রী, এমনকী বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্রও রাখা হয় বলে অভিযোগ। স্ক্রু ড্রাইভার ব্যবহার করে দেওয়ালের প্লাই খুলে সেখানে ভরে দেওয়া হয় এইসব বেআইনি জিনিস।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ইস্তফাপত্র গৃহীত, জানাল এইচআরডি মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি (হি.স.): এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রতন লাল হাঙলুর ইস্তফাপত্র গৃহীত হয়েছে। শুক্রবার সকালে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন (এইচআরডি) মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে। আর্থিক এবং প্রশাসনিক অনিয়মের দায়ে অভিযুক্ত এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রতন লাল হাঙলু। গত বুধবার এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন রতন লাল হাঙলু। এরপর কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক রতন লাল হাঙলুর ইস্তফাপত্র রাষ্ট্রপতি ভবনে পাঠিয়েছিল, সেই ইস্তফাপত্র গৃহীত হয়েছে। আর্থিক এবং প্রশাসনিক অনিয়মের দায়ে ২০১৬ সাল থেকেই নজরে ছিলেন রতন লাল হাঙলু। এখানেই শেষ নয়, সম্প্রতি রতন লাল হাঙলুকে তলব করেছিল জাতীয় মহিলা কমিশন। রতন লাল হাঙলুর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল, ছাত্রীদের বিভিন্ন ধরনের অভিযোগকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না।

আমেরিকার সব নাগরিককে জরুরি ভিত্তিতে ইরাক ত্যাগের অনুরোধ মার্কিন দূতাবাসের

বাগদাদ, ৩ জানুয়ারি (হি.স.) যেকোনও উপায়ে মার্কিন নাগরিকদের ইরাক ছড়ার নির্দেশ দিল আমেরিকা। বাগদাদে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসের পক্ষ থেকে শুক্রবার এক বিবৃতিতে ইরাকে অবস্থানরত আমেরিকার সব নাগরিককে জরুরি ভিত্তিতে ইরাক ত্যাগের অনুরোধ জানান হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে ইরাকের বাগদাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মার্কিন হামলায় নিহত হন ইরানি বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর এলিট কুদস ফোর্সের প্রধান জেনারেল কাসেম সোলেইমানি। সোলেইমানি নিহত হওয়ার ঘটনায় উদ্ভূত পরিস্থিতিতে জরুরি ভিত্তিতে আমেরিকার সব নাগরিককে ইরাক ত্যাগের অনুরোধ জানিয়েছে বাগদাদের মার্কিন দূতাবাস। বিবৃতিতে বলা হয়, যখনই সম্ভব জরুরি ভিত্তিতে আকাশপথে মার্কিন নাগরিকদের ইরাক ত্যাগের পরামর্শ দেওয়া হল। তা সম্ভব না হলে, তারা যেন স্থলপথেই ইরাক ত্যাগ করে। উল্লেখ্য, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশে কাসেম সোলেইমানিকে হত্যা করা হয় বলে নিশ্চিত করেছে পেন্টাগন। সোলেইমানি বর্তমান ইরান সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তার নেতৃত্বে চলা কুদস ফোর্স সরাসরি দেশটির সুপ্রিম লিডার আয়াতোল্লাহ আলি খামেনির প্রতি অনুগত। তাকে ইরানে জাতীয় বীরের মর্যাদা দেওয়া হত। সোলেইমানি নিহত হওয়ার ঘটনায় ইরান মার্কিনিদের পাল্টা জবাব দেবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। ইতিমধ্যেই আমেরিকাকে চড়া মূল্য দিতে হবে বলে হুঁশিয়ারি জানিয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লাহ আলি খামেনি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাভেদ জারিফ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আমির হাতামি, ইরানি বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর সাবেক কমান্ডার মোহসেন রেজায়িসহ ইরানের উর্ধতন পর্যায়ের বিভিন্ন নেতা।

নরেন্দ্র মোদীর শাসনে কারও ভয় পাওয়ার দরকার নেই : অমিত শাহ

যোধপুর, ৩ জানুয়ারি (হি.স.): নরেন্দ্র মোদীর শাসনে কারও ভয় পাওয়ার দরকার নেই। শুক্রবার রাজস্থানের যোধপুরে এমনই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। একইসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, 'সমস্ত রাজনৈতিক দল একত্রিত হলেও, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন ইস্যুতে এক ইঞ্চিও পিছু হটবে না বিজেপি।' শুক্রবার যোধপুরের 'অভিনন্দন সমারোহ' জনসভা থেকে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী, রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রীকে অশোক গেহলটকেও আক্রমণ করেছেন অমিত শাহ। কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীকে খোঁচা দিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, 'রাহুল বাবা আপনি আইন (সিএএ) পড়েছেন, তাহলে যে কোনও জায়গায় আলোচনায় আসুন। যদি না পড়ে থাকেন, তাহলে ইতালীয় ভাষায় অনুবাদ করে পাঠিয়ে দেব, আইন পড়ে নেবেন।' কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস-সহ অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে অমিত শাহ বলেছেন, 'সমস্ত রাজনৈতিক দল একত্রিত হলেও, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন ইস্যুতে এক ইঞ্চিও পিছু হটবে না বিজেপি। আপনাদের যত খুশি ভুল তথ্য ছড়িয়ে দিন।'

কংগ্রেসকে খোঁচা দিয়ে অমিত শাহ বলেছেন, 'শুধুমাত্র ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির জন্যই, বীর সাভারকারের মতো মহান ব্যক্তির বিরুদ্ধেও কু-কথা বলছে কংগ্রেস। কংগ্রেসীদের লজ্জা পাওয়া উচিত।' রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটকে আক্রমণ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, 'গেহলটজি সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন-এর বিরোধিতা করার পরিবর্তে, কোটায় প্রতিদিন শিশুমৃত্যুর বিষয়টির দিকে মনোযোগ দিন। একটু উদ্বেগ দেখান, মায়েরা আপনাকে অভিশাপ দিচ্ছেন।'

এনআরসি কর্মচারীদের অব্যাহতি আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার হুঙ্কার

কাটিগড়া (অসম), ৩ জানুয়ারি (হি.স.) : জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) কর্তৃপক্ষের অধীনে ৩৫০ জনেরও বেশি ঠিকাভিত্তিক সহায়ক তাঁদের চাকরি চলে যাওয়ার নোটিশ পেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার হুঙ্কার দিয়েছেন। ইংরেজি নতুন বছরের প্রথম দিন ১ জানুয়ারি এনআরসি-র রাজ্য সমন্বয়কের কার্যালয় থেকে এসপিএমইউ / এনআরসি / আরসিচি / ১৪ / ২০১৪ / পিটিহুন্ড / ২৩৪ নম্বরের চিঠি পাঠিয়ে বলেছে, আগামী ৩১ জানুয়ারির মধ্যে এনআরসি-র এই সব সহায়কদের অব্যাহতি দেওয়া হবে। এই নির্দেশ সংবলিত চিঠি পেয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন সমগ্র রাজ্যের এনআরসি সহায়করা।

রাজ্যের লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতী একটা চাকরির জন্য যে সময় হাবুডুবু খাচ্ছেন, সেই সময় ৩৫০-এর বেশি সহায়কের চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়ার সিদ্ধান্তে আতঙ্কিত করে তুলেছে সংশ্লিষ্টরা। সর্বোচ্চ আদালতের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত জাতীয় নাগরিকপঞ্জি নবায়নের কাজে বিগত পাঁচ বছর ধরে দিন-রাত এক করে কর্মরত এইসব কর্মচারী চাকরি থেকে অব্যাহতিপত্র পেয়ে একেবারে ভেঙে পড়েছেন।

উল্লেখ্য, ২০১৪ সাল থেকে গোটা রাজ্যের প্রতিটি জেলা, মহকুমা, সার্কল অফিসারের কার্যালয়ে সর্বমোট ৮০০-এর বেশি ঠিকাভিত্তিক কর্মচারি নিয়োজিত করা হয়েছিল। এনআরসি কর্তৃপক্ষের এই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে বরাক উপত্যকার তিন জেলায় কর্মরত ৩২ জন সহায়ক জোটবদ্ধ হয়ে এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত করেন। সভায় সকলে একমত হয়ে কর্তৃপক্ষের এই নির্দেশের প্রতিবাদ সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এক প্রেস বিবৃতিতে সহায়করা জানান, যে সময় কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় নাগরিকপঞ্জিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, তখন এই কাজে নিয়োজিত একাংশ কর্মচারীকে অব্যাহতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত দুর্ভাগ্যজনক। যখন লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতী কর্মসংস্থানের জন্য হাপিত্যেশ করছেন, তখন মাত্র সাত হাজার টাকার বিনিময়ে ব্যক্তিগত জীবনের কাজ ও ছুটির দিন বাদ দিয়ে দীর্ঘ পাঁচ বছর জাতীয় নাগরিকপঞ্জির কাজে নিয়োজিত আছেন।

সহায়করা অভিযোগ করেন, একাধিকবার জাতীয় নাগরিকপঞ্জির রাষ্ট্রীয় সমন্বয়ক, জেলাশাসকের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই সকল কর্মচারীর চাকরি স্থায়ী করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিনরাত কাজ করিয়েছেন। এখন এই সকল কর্মচারীকে পেটে-ভাতে মারার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। সহায়করা এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে তাঁদের চাকরি পুনর্বহালের জন্য জেলাশাসকের মাধ্যমে অসমের মুখ্যমন্ত্রীকে বিষয়টি অবগত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি স্থানীয় বিধায়ক, সাংসদ ও রাজ্যর অর্থমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন তাঁরা।

প্রয়োজনে বিষয়টি নিয়ে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হবেন বলে হুঙ্কার দিয়েছেন সহায়কদের পক্ষে কাটিগড়া সার্কলের সহায়ক স্বপন দেব, রামকৃষ্ণনগর সার্কলের সহায়ক অজয় রবিদাস, করিমগঞ্জ সার্কলের সহায়ক সাইদুল হক, নিলামবাজার সার্কলের সহায়ক চন্দন দে, হাইলাকান্দি ডিপিএমইউ-এর কবিরুল ইসলাম লস্কর প্রমুখ।

আগের সরকার শরণার্থী মানুষদের নাগরিকত্ব দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেননি

কলকাতা ,৩ জানুয়ারি (হি.স): আগে যাঁরা সরকারে ছিলেন তাঁরা উদ্বাস্তু, শরণার্থী মানুষদের নাগরিকত্ব দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেননি। শোষণ করতে ব্যস্ত ছিলেন। শুক্রবার এই ভাবেই বিরোধীদের আক্রমণ করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। শুক্রবার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে কর্মশালায় রীতিমত ক্লাস নিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। কলকাতার সাংগঠানিক নেতাদের নিয়ে ওই বৈঠকে দিলীপ ঘোষ ছাড়াও ছিলেন কৈলাশ বিজয়বর্গীয়।

সেখানে দিলীপ ঘোষ বলেন, সারা দেশে তিন কোটি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী মুসলমান রয়েছে। এই রাজ্যে এক কোটি আছে। যারা রাষ্ট্রবিরোধী, দেশবিরোধী কাজে যুক্ত। এঁদেরকে ভোটার বানানো হয়েছে। বিশেষ দলকে ভোট দিচ্ছে এঁরা। এদের সুরক্ষা দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী ওদের স্বার্থে রাস্তায় নেমেছেন। তাঁর কথায়, বিশ্বের দরবারে প্রধানমন্ত্রী মোদী যে ইমেজ তৈরি করেছিলেন তা বিরোধীদের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে প্রচারে ড্যামেজ হচ্ছে।

এদিন সকাল থেকে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে বিজেপির কলকাতা ও শহরতলির কিছু সাংগঠনিক জেলাকে নিয়ে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে কর্মশালা শুরু হয়েছে। সেখানে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে প্রচারের আগে কর্মীদের পাঠ দেন দিলীপ ঘোষ। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে মানুষকে কী বলা হবে, কেন বলা হবে, কর্মীদের তা বুঝিয়ে দেন দিলীপ ঘোষ সহ বিজেপি নেতৃত্ব। তিনি এদিন আরও বলেন, উদ্বাস্তুদের এদেশে ভোটার করা হয়েছে। কিন্তু নাগরিক করা হয়নি। এখন তাদের নাগরিকত্ব দেওয়া হল। মোদী সেই কাজটা করলেন।

কলকাতার প্রায় ৫০০ নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন এই কর্মশালায়। পাশাপাশি ইতিমধ্যেই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে তৈরি হয়েছে বই। কর্মীদের হতে পৌঁছে গেছে প্রশ্ন-উত্তরের লিফলেটও। কর্মীদের উদ্দেশে রাজ্য সভাপতি বলেন, 'এই কর্মশালার পর আপনার বাড়ি বাড়ি যান। ভয় পাবেন না। বই, লিফিলেট, প্রশ্ন উত্তরে সব দেওয়া আছে। ভাল করে পড়বেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল চেষ্টা করবে আটকাতে। গুন্ডামিও করবে। ঠিকঠাক বোঝান মানুষকে। যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে তা ভেঙে দিন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিছিলে লোক আসছে না।' দলের তরফে তিনি নির্দেশ দেন, 'একা যাবেন না বিস্তারকরা। গ্রুপ করে যেতে হবে মানুষের বাড়ি বাড়ি। প্রতিটি এলাকায় হবে ছোট ছোট আলোচনা সভা।' সামনেই পুরভোট রয়েছে। নির্বাচনের আগে নেতা কর্মীদের আশ্বস্ত করতে তিনি বলেন, 'বিজেপি পুরভোটে পুরো শক্তি দিয়ে লড়বে। সংগঠন ও নেতা-কর্মীদের জোরে লড়বে। কোনও লোক ভাড়া করে লড়বে না।'

তৃণমূলের নেতাদের নিয়ে প্রশান্ত কিশোরের বৈঠককে কটাক্ষ করেন দিলীপ ঘোষ। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে দেশজুড়ে যে প্রচার, আলোড়ন তা কলকাতা পুরভোটে পড়বে, এটা মেনে নিয়েই দিলীপ ঘোষের দাবি, 'এতে তৃণমূলের কোনও লাভ হবে না। মানুষ ওদের উচিত শিক্ষা দেবে। পুরোপুরি অনৈতিক ভাবে, পুলিশ দিয়ে, গায়ের জোরে পুরসভা দখলের চেষ্টা হচ্ছে। আমাদের পার্টি কোর্টে গিয়েছে। কোর্ট সময়ে বিচার করবে। অপেক্ষা করা উচিত।' আর ভাটপাড়া নিয়ে দিলীপ ঘোষের মন্তব্য, 'যারা ক্ষমতার জন্য অতি আতুর হয়ে উঠেছেন তাদের সাবধান হওয়া উচিত।'

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

বিশ্ব গণিত দিবসেই নয়া টুইস্ট বিদার

ঘরোয়া ছাপোসা গৃহবধু থেকে মঙ্গলের বিজ্ঞানী-আবারও তিনি ছক ভেঙে বেরিয়ে এলেন। এতক্ষণে হয়তো বুঝতেই পারছেন কার কথা বলা হচ্ছে। তিনি হলেন বলিউডের লাইমলাইট কুইন বিদা বালন। বরাবরই ভিন্ন স্বাদের ছবি নিয়ে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন তিনি। তাই আবারও নিজেকে একটু অন ভাবে তুলে ধরছেন দর্শকদের মধ্যে। বিস্ময়প্রতিভা গণিত সম্রাজ্ঞী শকুন্তলা দেবীর বায়োপিকে অভিনয় করতে চলেছেন তিনি।আজ বিশ্ব গণিত দিবসে প্রকাশিত হল শকুন্তলা দেবীর বায়োপিকের নতুন মোশন পোস্টার। যেটি নিজের ট্যুইটার প্রোফাইলে পোস্ট করেছেন বিদ্যা। শুধু তাই নয়, টুইটে তিনি জানিয়েছেন, এই পোস্টারের সঙ্গে তিনি গণিতের বিস্ময় প্রতিভাকেও স্মরণ করেছেন। ছবির এই পোস্টার প্রকাশে আসা মাত্রই নজর কেড়েছে নেটিজেনদের।বেঙ্গালুরুর কন্নড় পরিবারে জন্ম শকুন্তলা দেবীর। মাত্র ছয় বছর বয়সেই মাইসোর বিশ্ব বিদালয়ে নিজের সংখ্যাগণনার ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। খাতায় লেখা হোক বা কালকুলেটার কিংবা কম্পিউটার বড় অঙ্কের কালকুলেশান তিনি মুহূর্তের মধে মুখে মুখেই করে ফেলতেন। আর এই কারণের জনই তাকে মানব কালকুলেটার বা মানব কম্পিউটার বলা হয়। শুধু দেশে নয়, বিদেশেও তিনি সমান ভাবে খাতির শীর্ষে ছিলেন। তার এই অসামান প্রতিভার জন গিনেস বুক অব ওয়র্ল রেকর্ডে তিনি নিজের জায়গা করে নিয়েছেন। সংখা নিয়ে খেলার পাশাপাশি তিনি জোতিষচর্চাও করতেন। এর পাশাপাশি বই লিখেছেন জোতিষ, সমকামিতা নানা বিষয় নিয়ে। তার এই বর্ণময় জীবনকেই সেলুলয়েডের পর্দায় ফুটিয়ে তুলছেন বিদা বালন।ছবির শুটিং চলেছ জোরকদমে। ছবিতে বিদার মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করতে চলেছে সানিয়া মলহোত্র, এছাড়াও স্বামীর ভূমিকায় যীশু সেনগুপ্তকে দেখা যাবে। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী বছরেই মুক্তি পাচ্ছে এই ছবি।

নবাবী মেজাজে দেখা দিলেন নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি

দেবলীনা ব্যানার্জীঃ রোমান্টিক কমেডি সবসময়ই দর্শকদের পছন্দের তালিকায় এক নম্বরে থাকে। এমনই একটি কমেডির ইঙ্গিত পাওয়া গেল নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকির আসন্ন ছবি " মোতিচুর চাখনাচুর "এর ট্রেলারে। কমেডির সাথে রোমান্সের তড়কা আর নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকির মতো অভিনেতার উপস্থিতি। ভিন্ন স্বাদের গল্প আর ভিন্ন স্বাদের জুটি। মোতিচুর এ নওয়াজের বিপরীতে রয়েছেন সুনীল শেট্টির কন্যা আথিয়া শেট্টি।

আথিয়াকে বেশ মিষ্টি দেখাচ্ছে ট্রেলারে। এখন এই নতুন জুটি কি ধামাল করতে পারে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত। সেদিনই মুক্তি পাচ্ছে "মোতিচুর চাখনাচুর"। ছত্রিশ বছর বয়সী পুস্পিন্দর পান্ডে বিয়ের জন্য পাগল। যদিও কথাতেই আছে 'শাদি কা লাড্ডু জো খায়া বো ভি পস্তায়া, অউর জো না খায়া বো ভি পস্তায়া'। তাই বিয়ে না করে আপশোস না করার থেকে বিয়ে করে বিবাহিত জীবনে ভোগাটাই অনেকের কাছে শ্রেয় বলে মনে হয়।এটাই মত পুস্পিন্দর পাণ্ডে ওরফে নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকিরও। তাঁর কথায়, '৩৬ বছর বয়স তো হল আর কত দিন একা থাকব?' অতঃপর শুরু হয় মেয়ে খোঁজা। "মোতিচুর চাখনাচুর" নামে ছবিটি ঠিক এরকমই এক বিয়ে পাগল লোকের গল্প নিয়ে তৈরি।অন্যদিকে আথিয়া শেট্টি একটি বিবাহযোগ্যা মেয়ে, যার স্বপ্ন বিয়ের পর সে বিদেশে পাড়ি দেবে বরের সঙ্গে। অতএব, বাড়ি থেকে পাত্র খুঁজলে যেন বিদেশে প্রতিষ্ঠিত পাত্রই খোঁজা হয়, এটাই তার একমাত্র চাহিদা। শুধু এনআরআই স্বামী চাই তার, সে দেখতে যেমনই হোক।এমনই এক পরিস্থিতিতে আথিয়ার দেখা হয় পুস্পিন্দর ওরফে নওয়াজউদ্দিনের সঙ্গে। সে জানতে পারে যে দুবাইয়ে থাকে পুস্পিন্দর, অতঃপর তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসে। এরপরই আথিয়ার পরিবারের লোক জানতে পারেন যে পাত্র মোটেই বিদেশে থাকে না। তারপর? আদৌ কি পুসপিন্দর পাণ্ডের বিয়ে করার ইচ্ছেপূরণ হবে? ট্রেলারে তার জবাব নেই, জবাব খুঁজতে অপেক্ষা করতে হবে ছবি মুক্তি পর্যন্ত। মজাদার এই ছবিতে নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি ও আথিয়া শেট্টির সঙ্গে দেখা যাবে বিভা ছিব্বের, নভনী পরিহার, বিবেক মিশ্র ও করুণা পান্ডেদের মত অভিনেতাদের।

ভিন্ন স্বাদের গল্প ও ভিন্ন স্বাদের জুটিতে

এঁরাই হলেন নতুন "পতি", "পত্নী" এবং "ও"! ছবি মুক্তি ৬ ডিসেম্বর এই বছর শীতের শুরুতেই বলিউড দর্শক পেতে চলেছেন একটি কমেডি ছবি যার মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন কার্তিক আরিয়ান, ভূমি পেডনেকর ও অনন্যা পাণ্ডে। এই ছবির শুটিং শুরু হওয়া থেকেই দর্শকের আগ্রহ তুঙ্গে ছবির কাস্টিংয়ের জন। ভূমি পেডনেকরের সঙ্গে কার্তিক আরিয়ানের পতি-পত্নী জুটি ও তৃতীয় ব্যক্তির চরিত্রে অনন্যা পাণ্ডে নিঃসন্দেহে ছবি নিয়ে মানুষের কৌতূহল বাড়িয়েছিল। সম্প্রতি ছবির ক্যারেক্টার পোস্টারগুলি প্রকাশ পেতেই ছবি নিয়ে আগ্রহ বেড়ে গিয়েছে কয়েক গুণ।এই পোস্টারগুলি তিন অভিনেতা-অভিনেত্রীই তাঁদের সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডলে শেয়ার করেছেন। এই ছবিতে কার্তিকের চরিত্রের নাম চিন্টু ত্যাগী, যে চরিত্রটি নাকি এক আদর্শ স্বামীর চরিত্র। আর তার স্ত্রীর চরিত্রে রয়েছেন ভূমি পেডনেকর, চরিত্রের নাম বেদিকা ত্রিপাঠী। মজা করে নিজের চরিত্র সম্পর্কে লিখেছেন ভূমি যে চরিত্রটি নাকি ইমোশনালি হাই মেনটেনেন্স অর্থাত খুবই অভিমানী, তাই তাকে সব সময় একটু যত্নে রাখতে হয়।বালা টিমকে আগেই আইনি নোটিস পাঠিয়েছিলাম: অভিষেক পাঠকআর ওই পতি ও পত্নীর কেমিস্ট্রির মধ্যে ঢুকে পড়বে অনন্যা পাণ্ডে-অভিনীত চরিত্রটি যার নামটি এখনও জানা যায়নি। কিন্তু পোস্টারে লেখা রয়েছে যে ও অগ্নিপথ হ্যায়, ইসসে কোই প্যার না কর পায়া। অর্থাত এমনই তার ক্যারিশ্মা যে তার সঙ্গে কারও প্রেম টিকে উঠতে পারে না।এই হাস্যরসাত্মক ছবিটি তিন তারকার কাছেই একটি অত্যন্ত বড় চ্যালেঞ্জ কারণ ১৯৭৮ সালের পতি পত্নী অউর ও ছবিটি বলিউড ছবির ইতিহাসে একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ছবি হিসেবে ধরা হয়। ওই ছবিতে প্রধান চরিত্রে ছিলেন সঞ্জীব কুমার, বিদ্যা সিনহা এবং রঞ্জিতা কাউর।

আলিয়া ভাইয়ের বউ হলে খুব খুশি হব, বললেন করিনা কপূর

মুম্বই: রণবীর কপূরের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই আলোচনার মধ্যে রয়েছেন বলিউড আলিয়া ভট্ট। দুজনের সম্পর্ক নিয়ে এবার নিজের মতামত জানালেন রণবীরের তুতো দিদি করিনা কপূর খান। তিনি বলেছেন, আলিয়া ও রণবীরের বিয়ে হলে তিনি খুব খুশি হবেন।গত বছর দুয়েক ধরেই একে অপরের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে আলিয়া ও রণবীরকে। তাঁদের বিয়ে নিয়েও জোর জল্পনা চলছে। একটি অনুষ্ঠানে বলিউডের পরিচালক কর্ণ জোহর ও আলিয়ার সঙ্গে কথাবার্তার মধ্যে এই মন্তব্য করেন করিনা।কর্ণ জোহর আলিয়াকে প্রশ্ন করেন, তিনি কি কখনও ভেবেছিলেন যে, একদিন করিনার ভাইয়ের বউ হবেন। কর্ণের এই প্রশ্নের পরই করিনা বলে, আমি এই বিশ্বের সবচেয়ে খুশি মহিলা হব। আর আলিয়া বলেন, সত্যি কথা বলতে কী, এ ব্যাপারে আমি কখনও ভাবিনি। এখনও বিষয়টি নিয়ে ভাবতে চাই না। সময় এলে ভাবব।এরপর কর্ণ বলেন, যখন এমনটা হবে, তখন তিনি ও করিনা সবচেয়ে বেশি খুশি হবেন এবং বরণডালা নিয়ে তাঁদেরকে বরণ করতে প্রস্তুত থাকবেন।উল্লেখ্য, তখত সিনেমায় একসঙ্গে দেখা যাবে করিনা ও আলিয়াকে। সিনেমার পরিচালক কর্ণ।

তারক মেহতা কা উলটা চশমা"-য় দিশাকে ফিরতে দিচ্ছেন না তাঁর স্বামী ময়ূর পাড়িয়া!

নিজস্ব প্রতিবেদন: "তারক মেহতা কা উলটা চশমা"-য় তাঁর গলায় 'টাপ্পু কে পাপা"-এই ডাক না শুনলে যেন মন ভরে না দর্শকদের। পর্দার জেঠালাল গড়া এবং তাঁর স্ত্রী দয়াবেনের জুটিতেই মাত টেলিভিশনের এই জনপ্রিয় ধারাবাহিক। কিন্তু মাতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকায় প্রায় এক বছরেরও বেশি সময় ধরে তারক মেহতা কা উলটা চশমায় দেখা যাচ্ছে না দয়াবেন ওরফে দিশা ভাকানিকে।মাতৃত্বকালীন ছুটি শেষ হওয়ায় এবার ফের শ্যুটিং ফ্লোরে দেখা যাবে দিশাকে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ধারাবাহিকের প্রযোজক সংস্থার সঙ্গে দিশার কথা হয়ে গিয়েছে পারিশ্রমিক এবং ছুটি সংক্রান্ত বিষয়ে। ফলে এবার দিশাকে ফের টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যাবে বলে শোনা যাচ্ছিল। এমনকী, ধারাবাহিকের একটি দৃশ্যে সম্প্রতি দিশাকে দেখাও গিয়েছে বলে খবর। ফলে দর্শকদের প্রত্যাশা চড়তে শুরু করে।তারক মাহতা কা উলটা চশমায় দিশা ভাকানির ফিরে আসা নিয়ে যতই গুঞ্জন চলুক না কেন, এবার বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন অভিনেত্রীর স্বামী ময়ূর পাড়িয়া। তিনি বলেন, এই মুহূর্তে দিশার শ্যুটিং ফ্লোরে ফেরার কোনও সম্ভাবনা নেই। প্রযোজক সংস্থার সঙ্গে কথা হলেও সমস্যা কিছু মেটেনি। প্রযোজক সংস্থা যদি দিশার সমস্ত দাবি দাওয়া মেনে নেয়, তাহলে তিনি ফের ওই মেগা ধারাবাহিকের শ্যুটিং শুরু করবেন বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন দিশার স্বামী ময়ূর পাড়িয়া।প্রসঙ্গত, মাতৃত্বকালীন ছুটির শেষে শ্যুটিং ফ্লোরে ফেরাতে হলে দিশার স্বামী স্ত্রীর জন্য বেশ কিছু শর্ত দেন। যার মধ্যে দিশার পারিশ্রমিক বাড়াতে হবে। ৬ ঘণ্টার বেশি তিনি শ্যুটিং করবেন না বলে শর্ত দেন ময়ূর পাড়িয়া। যদিও তারক মেহতা কা উলটা চশমায় দিশাকে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রযোজক সংস্থা আগ্রহী হলেও, তাঁর স্বামীর শর্ত মেনে নেওয়া হয়নি বলে জানা যায়। ফলে ওই ধারাবাহিকে দিশার ফিরে আসা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে পুরোদমে।

তৈমুর পাপারাতজিদের পোজ দেয়, কিন্তু মায়ের সঙ্গে ছবি তোলে না"

মুম্বই: তৈমুর আলি খান। জন্মের পর থেকেই সুপারস্টার সে। যেখানে তৈমুর, সেখানেই পাপারাতজিদের ভিড়। যে কোনও নামজাদা বলি-তারকাকেও জনপ্রিয়তায় ১০ গোল দিতে পারে ছোটে নবাব। সইফ আলি খান আর করিনা কাপুরের বছর দুয়েকের এই পুত্র কখন কী করছে প্রায় সবই নখদর্পণে রাখে সাংবাদিককুল।রাস্তাঘাটে, খালর মাঠে, বিমানবন্দরে, প্লে-স্কুলে যেখানেই তাকে দেখা যাক না কেন, হাজারটা ক্যামেরার ফ্ল্যাশ ঝলসে উঠবেই। শুধু তাই নয়, পাপারাতজিদের সঙ্গেও বেশ দোস্তি তৈমুরের। তাঁদের দেখে হাতনাড়া, কথার বলা বা কথার উত্তর দিতেও দেখা যায় খুদে তারকাকে।কিন্তু বাড়িতে সেই তৈমুরই নাকি এক্কেবারে ছবি তুলতে চায় না। সে কথা জানালেন খোদ করিনাই। সম্প্রতি দ্বান্ত্র-২০১৯-এ এসে করণ জোহরের একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বেগম জান নিজেই বললেন, ফোটোগ্রাফারদের তৈমুর নিজের বন্ধু ভাবে। তাই তাঁদের দেখে হাতনাড়ে সে। কিন্তু অন্য সময় ছবি তুলতে তার বেজায় আপত্তি। তৈমুরের সঙ্গে ছবি তুলতে গেলেই নাকি সে করিনাকে বলে, "আম্মা, নো ফোটোগ্রাফ।"

ফিরছে অক্ষয়-ভূমি জুটি, ছবির নাম জানেন?

বছর কয়েক আগে "টয়লেট এক প্রেম কথা" ছবিতে দর্শকের মন কেড়েছিল অক্ষয় কুমার-ভূমি পেডনেকর জুটি। তারপর থেকে এই দুই অভিনেতা-অভিনেত্রীকে একসঙ্গে পর্দায় আর দেখা যায়নি। এবার বোধহয় সেই খরা কাটতে চলেছে। তবে এবার ছবির প্রধান চরিত্র ভূমি। তাঁকে যে চরিত্রে দেখা যাবে তার নাম দুর্গাবতী। চরিত্রের নামেই ছবির নাম- "দুর্গাবতী"। ছবিটি একটি স্কেয়ারি থ্রিলার।সম্প্রতি "দুর্গাবতী" ছবির কথা টুইটারে ঘোষণা করেছেন অক্ষয় কুমার। সেখানে প্ল্যাকার্ড হাতে তাঁকে ও ভূমিকে দেখা গিয়েছে। অক্ষয়ের হাতে যে প্ল্যাকার্ডটি রয়েছে, সেখানে লেখা আছে "প্রেজেন্টার"। আর ভূমির হাতে যেটি রয়েছে, সেখানে লেখা "হিরো"। অর্থাত দুর্গাবতীর ভূমিকায় দেখা যাবে ভূমিকে। ছবিটি পরিচালনা করবেন অশোক। পরের বছর জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে শুরু হবে ছবির শুটিং।ভূমি পেডনেকর এখন "পতি পত্নী অউর উয়ো" ছবির প্রোমোশনে ব্যস্ত। ৬ ডিসেম্বর মুক্তি পাবে ছবিটি। ছবিতে তাঁর সঙ্গে অভিনয় করবেন কার্তিক আরিয়ান ও অনন্যা পাণ্ডে। ১৯৭৮ সালের "পতি পত্নী অউর উয়ো" ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল। সেই ছবিটিকেই এ যুগের মতো করে বানিয়েছেন পরিচালক মুদ্দাসর আজিজ। অন্য দিকে অক্ষয় কুমারের ছবি "গুড নিউজ" মুক্তি পাবে ২৭ ডিসেম্বর। শুক্রাণুর অদলবদল নিয়ে দুই পরিবারের গল্প উঠে এসেছে ছবিতে। ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশনের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে "গুড নিউজ"। এই ছবিতে অক্ষয়ের বিপরীতে অভিনয় করেছেন করিনা কাপুর খান।

জয়েন্টের ব্যথা বাড়িয়ে দেয় এই ৩ টি খাবার

জয়েন্টে ব্যথা বেশ প্রচলিত একটি সমস্যা। আর্থাইটিস ও গাউট জয়েন্টে ব্যথা হওয়ার অন্যতম দুটি কারণ। এ ছাড়া মাসেল স্ট্রেইনস, লিউকেমিয়া, বুরসাইটিস ইত্যাদি সমস্যার কারণে জয়েন্টে ব্যথা হতে পারে।কিছু খাবার রয়েছে, যেগুলো ব্যথাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। তাই জয়েন্টের ব্যথা হলে এ খাবারগুলো এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। জয়েন্টের ব্যথা বাড়িয়ে তোলে এমন কিছু খাবারের নাম জানিয়েছে স্বাস্থ্যবিষয়ক ওয়েবসাইট টপ টেন হোম রেমেডি।১. প্রক্রিয়াজাত মাংস ও লাল মাংসপ্রক্রিয়াজাত মাংস ও লাল মাংসের মধ্যে রয়েছে পিউরিন নামের প্রোটিন। এটি গাউটের লক্ষণকে বাড়িয়ে তোলে।এ ছাড়া প্রক্রিয়াজাত খাবারে এমন কিছু বিষাক্ত পদার্থ রয়েছে, যেগুলো প্রদাহ বাড়িয়ে তোলে। এমনকি মাংস খেলেও শরীরের প্রদাহ বাড়ে। তাই জয়েন্টে ব্যথা হলে এ ধরনের খাবার খাদ্যতালিকা থেকে বাদ দেওয়াই ভালো।২. পরিশোধিত চিনি বা কৃত্রিম চিনিপরিশোধিত চিনি বা কৃত্রিম চিনিতে এজিইএস নামে বিষাক্ত উপাদান থাকার কারণে এটি প্রদাহ বাড়ায়। পাশাপাশি অতিরিক্ত ক্যালরি থাকার কারণে এটি ওজনকেও বাড়িয়ে তোলে। অতিরিক্ত ওজন জয়েন্টের ওপর চাপ ফেলে এবং ব্যথা বাড়ায়।৩. পরিশোধিত লবণপরিশোধিত লবণকে টেবিল সল্টও বলা হয়। এটি স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়। বিশেষ করে আপনি জয়েন্টের ব্যথায় ভুগে থাকলে এটি কম পরিমাণে খাওয়াই ভালো।এ ছাড়া পরিশোধিত লবণের মধ্যে রয়েছে অ্যাডিডিটিভ ও রাসায়নিক। এগুলো শরীরের তরলের ভারসাম্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। পরিশোধিত এর বদলে পিংক সল্ট বা সি সল্ট খেতে পারেন।

খাপছাড়া চিত্রনাট্য, জিতের "অসুর"-এ ম্লান আবির-নুসরত

চারুবাক: জিতের ছবি মানেই রোম্যান্সের কাটলেট, অ্যাকশনের বিরিয়ানি আর গানের মোড়কে কান ঝালসানো তন্দুরির স্বাদ। তাঁর "অসুর" ছবির ট্রেলার দেখে আশা জেগেছিল এবার সম্ভবত জিত সময় ও চারপাশ দেখে শিক্ষা নিয়েছেন। আর ছবি পরিচালনার জন্য ডেকে নিয়েছেন "বাবার নাম গান্ধীজি" ও "রসগোল্লা"র পাভেলকে। সুতরাং ভাবনায় এবং পরিবেশনায় "অন্যরকম" একটা সিনেমার দেখা মিলবে।হ্যাঁ। তা মিলেছে বইকি! বাস্তবতার ১০০ মাইল দূরে দাঁড়িয়ে বিশ্বাস নামে বস্তুটির ঘাড় মটকে পাভেলকে দিয়ে এমন চিত্রনাট্য লিখিয়েছেন প্রযোজক কাম নায়ক জিত। যেখানে আগের প্রায় এক ডজন ছবির মতোই তিনি নিজে প্রায় প্রতিটা ফ্রেমে হাজির। এতদিন জানা ছিল না "মান্ডি" কারও পদবী হলে সে অসুর বংশের হয়। আর মাথায় সাধু-সন্ন্যাসীর নতো চুলের ঝুরি নামে। জানা গেল, কিগান মান্ডি নামের এই অসুর-মানুষটি আবার শিল্পীও।তার কর্মকাণ্ডে থাকে অসুরিক বিশালত্ব। রেলের কামরার টয়লেটকে কয়েক মিনিটে ক্যানভাস করতে পারে কিগান। পারে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দুর্গা বানিয়ে কলকাতা শহরে আলোড়ন তুলতে। প্রতিযোগিতায় শহরের প্রায় সব পুরস্কারগুলো পকেটস্থ করেই না, একই সঙ্গে সাম্প্রতিক দুর্গাপুজোয় কর্পোরেট কিছু সংস্থার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের ব্যাপারটাও ফাঁস হয়ে যায়। অবশ্য গপ্পোর মূল জায়গা বারবার ত্রিকোণ প্রেমের দিকে সরে গিয়ে বিশ্বাসের জায়গাটি আরও দুর্বল করে।বোধিসত্ত্ব-কিগান-অদিতি তিনজন ভাল বন্ধু কলেজে পড়ার সময় থেকেই। কিগানের সঙ্গে এক দুর্বল মুহূর্তে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ায় অদিতি মা হয়ে যায়। কিন্তু সে বিয়ে করে বোধিসত্ত্বকে। কেন? উত্তরহীন চিত্রনাট্য। বিয়ের পরেও কিগানের সঙ্গে শুধু "বন্ধুত্ব" নয়, "প্রেম"টাও বজায় রাখতে চায় অদিতি। কেন? উত্তরহীন। ফলে বোধিসত্ত্ব-অদিতির ডিভোর্স হলেও সন্তানকে দেখার অধিকার নিয়ে চলছে বাগবিতণ্ডা। কেন? সেক্ষেত্রেও চিত্রনাট্য উত্তরহীন। এহেন কিগানকে শহরের বৃহত্তম দুর্গা গড়ার অনুদান পাইয়ে দেয় অদিতিই। আর সেই প্রতিমা ধ্বংসের "প্ল্যান" করে বোধিসত্ত্ব। প্রথমে প্রতিমা দেখতে গিয়ে অভাবনীয় ভিড়ে স্ট্যাম্পেড হয়ে বেশ কিছু লোক আহত হওয়ায় পুজোটা বন্ধই হয়ে যায় অদেখা "দিদি"র আদেশে (পুলিশ কমিশনারকে ফোনে দিদি তেমনই নির্দেশ দেন)।কিন্তু মহত সৃষ্টি তো বারবার হয় না। হতে পারেও না। কিগান তাই নিজের হাতেই ধ্বংস করে নিজের সৃষ্টি। তবে সেটা কতটা হতাশায়, বা কতটা বোধির প্রতি রাগে, কিংবা কতটা অদিতির প্রতি অনুরাগে সেটা স্পষ্ট হয় না। কারণ ছবির একেবারে শেষ মুহূর্তে কিগান জানতে পারে অদিতি-বোধির সন্তান বাবুয়ার "বায়োলজিক্যাল বাবা" সে-ই। এমন হাস্যকর নাটক নিয়ে এই ২০২০ সালে দর্শককে বোকা বানানোর চেষ্টাটা আরও বেশি হাস্যকর। জিত এতদিনও বুঝতে পারলেন না বাংলা সিনেমার শরীর অনেক পালটে গিয়েছে। বদলেছে মনটাও। এখনও তার কোনও হদিশ পেলেন না তিনি। আর কি পাবেন কখনও? পাভেলের মতো বুদ্ধিমান, ফিল্ম জানা তরুণের ব্রেন-ওয়াশ করে ফেললেন! অভিনয় নিসে কিস্স্যু বলার নেই। জিতময় এই ছবিতে তিনিই "অসুর"। আবিরের অবস্থা কার্তিকের মতো সাজুগুজু করে ভিলেনি করা। আর নুসরতের অবস্থা কলাবউয়ের মতো।

আপনার বয়স কি চল্লিশের কোটায়? আপনি কি ধীরে হাঁটেন, সাবধান!

হাঁটার গতির ওপর সহজ এক পরীক্ষা চালিয়ে গবেষকরা কতো দ্রুত বয়স বাড়ছে সেটা পরিমাপ করতে সক্ষম হয়েছেন।চল্লিশ বছর বয়সে আপনি কত দ্রুত হাঁটতে পারেন তা বলে দেবে আপনার মগজ এবং শরীরের বয়স কত দ্রুত বাড়ছে বা বাড়ছে না- এ খবর দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।যারা ধীরে হাঁটেন তারা যে শুধু তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যান তাই নয়, তাদের মুখও দেখায় বুড়োটে এবং তাদের মস্তিষ্কের আকৃতিও ছোট হয়ে যায়।আন্তর্জাতিক গবেষকদের দলটি বলেছে, তাদের এই গবেষণার ফলাফল "দারুণ চমকপ্রদ"।চিকিতসকরা সাধারণত হাঁটার গতি ও ভঙ্গী দেখে কারো স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা বুঝতে পারেন, বিশেষ করে ৬৫ বছরের বেশি বয়স যাদের। কারণ হাঁটার গতিপ্রকৃতি থেকে মাংসপেশীর শক্তি, ফুসফুসের সুস্থতা, মেরুদণ্ডের শক্তি এবং দৃষ্টিশক্তির উজ্জ্বলতা বোঝা যায়।বৃদ্ধ বয়সে হাঁটার গতি ধীর হয়ে যাওয়ার সঙ্গে স্মৃতিভ্রমের যোগাযোগও করেছেন কোন কোন বিজ্ঞানী।"সমস্যার লক্ষ্ণ"এই গবেষণা চালানো হয়েছে নিউজিল্যাণ্ডে এক হাজার লোকের ওপর। যাদের জন্ম ১৯৭০এর দশকে। ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত তাদের সবরকম তথ্যউপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। তাদের হাঁটার গতিপ্রকৃতির ওপর পরীক্ষা চালানো হয় আরও আগে থেকে।এই গবেষণায় যারা অংশ নিয়েছিলেন তাদের বিভিন্ন শারীরিক পরীক্ষা করা হতো, বিভিন্ন সময়ে তাদের মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতার পরীক্ষা নেয়া হতো এবং মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্ক্যান করা হতো। তাদের শিশু বয়স থেকে প্রতি দু"বছর অন্তর বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তির সক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখা হতো।"এই গবেষণায় দেখা গেছে বৃদ্ধ বয়স হবার আগেই ধীরগতিতে হাঁটা সমস্যার প্রতি একটা ইঙ্গিত," বলছেন লণ্ডনের কিংস কলেজ এবং আমেরিকার ডিউক ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক এবং এই গবেষণা পত্রের প্রধান লেখক টেরি মফিট।তিনি বলছেন, এমনকী ৪৫ বছর বয়সী যারা ধীরে হাঁটেন তাদের মধ্যেও হাঁটার গতিতে বিস্তর ফারাক দেখা যায়।তবে তার কথায় মোদ্দা বিষয়টা হল, যাদের হাঁটার গতি যত ধীর হয়ে যায় তাদের বয়স বাড়ার প্রক্রিয়াও তত দ্রুততা পায়। তাদের ফুসফুসের ক্ষমতা, দাঁতের অবস্থা এবং রোগ প্রতিরোধ সক্ষমতা যারা দ্রুত হাঁটেন তাদের থেকে খারাপ হয়ে যায়।এই গবেষণায় সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত যে ফলাফল পাওয়া গেছে তা হলো মস্তিষ্কের স্ক্যান থেকে দেখা গেছে যাদের হাঁটার গতি যত ধীর হয়ে গেছে, তাদের মস্তিষ্কের বয়স তত বেশি বেড়ে গেছে।গবেষকরা আরও দেখেছেন, মাত্র তিন বছর বয়সে মানুষের বুদ্ধি, ভাষা ও স্নায়বিক দক্ষতা পরীক্ষা করে তারা নির্ধারণ করতে পারেন ৪৫ বছর বয়সে তাদের হাঁটার গতি কী হবে।তারা বলছেন, চল্লিশের বেশি বয়সে যাদের হাঁটার গতি ধীর হয়ে যায়, শিশুকালে তাদের আই.কিউ. (বুদ্ধিমত্তার মাপকাঠি) যারা ৪৫ বছরেও দ্রুত হাঁটেন তাদের থেকে ১২ পয়েন্ট কম ছিল।"জীবনযাপনের সঙ্গে যোগাযোগ"আন্তর্জাতিক গবেষক দল তাদের গবেষণা ফলাফলে লিখেছেন, স্বাস্থ্য এবং বুদ্ধিমত্তার মধ্যে পার্থক্যের একটা কারণ শিশুকাল থেকে জীবনযাপনের মান। জীবনের শুরুতে যারা ভালো মানের জীবনযাপনের সুযোগ পেয়েছেন তাদের বুদ্ধিমত্তা ও স্বাস্থ্যের ওপর তার একটা প্রভাব পড়েছে।গবেষকরা বলছেন, অল্প বয়সে হাঁটার গতি পরিমাপ করে মানুষের বয়স বাড়ার প্রক্রিয়াকে ধীরগতি করার পদ্ধতি বা চিকিতসা নিয়ে গবেষণা সম্ভব।নিচু ক্যালরির খাবার খাওয়া থেকে শুরু করে মেটফরমিন জাতীয় ওষুধ খাওয়ার উপযোগিতা নিয়ে এখন গবেষণা চালানো হচ্ছে।

সঙ্গীর নাক ডাকার সমস্যা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে! জেনে নিন সমাধানের রাস্তা

নাক ডাকা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বিব্রতকর একটি সমস্যা। ঠাণ্ডা লেগে নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, শোওয়ার সমস্যাসহ নানান কারণে মানুষ ঘুমের মধ্যে নাক ডাকে। ঘরোয়া কিছু উপায়ে নাক ডাকার সমস্যার সমাধান করতে পারেন। তবে নাক ডাকা না কমলে ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন অবশ্যই। কারণ অনেক সময় বড় ধরনের শারীরিক সমস্যার কারণেও মানুষ নাক ডাকতে পারে।কাত হয়ে শোওয়ার অভ্যাস করুন। কারণ চিত হয়ে শোওয়ার কারণে পেছনের অংশে চাপ পড়ে শ্বাসনালীর পেশি সংকুচিত হয়ে যায়। একটি বড় কোলবালিশ ব্যবহার করতে পারেন ঘুমানোর সময়। এতে পাশ ফিরে শুতে সুবিধা হবে।বেশি নিচু বালিশে ঘুমাবেন না। এক গবেষণায় দেখা গেছে, বিছানা থেকে ৪ ইঞ্চি উপরে মাথা রাখলে শ্বাস নিতে সুবিধা হয়। ফলে নাক ডাকার সমস্যা দূর হয়।ঘুমানোর আগে কয়েক ফোঁটা মেন্থল তেল নাকের আশেপাশে ম্যাসাজ করে নিন। নাক ডাকার সমস্যা থেকে রেহাই মিলবে।নাক ডাকার সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারে ঘরে তৈরি একটি স্প্রে। আধা চা চামচ মোটা দানার লবণের সঙ্গে ১ কাপ জল মিশিয়ে স্প্রে বোতলে ভরে নিন। প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে ২-৩ বার নাকের ফুটায় স্প্রে করুন। তবে ৪ অথবা ৫ রাতের বেশি একটানা এটি ব্যবহার করবেন না।অনেক সময় অ্যালার্জির কারণেও নাক ডাকার সমস্যা হতে পারে। ধুলাবালিজনিত অ্যালার্জি থেকে দূরে থাকতে নিয়মিত বিছানার চাদর ও বালিশের কভার বদলানোর অভ্যাস করুন।অতিরিক্ত ওজনের কারণে নাক ডাকার সমস্যা হতে পারে। নিয়মিত ব্যায়াম ও খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে কমিয়ে ফেলুন বাড়তি মেদ।এক গবেষণায় দেখা গেছে, ধূমপায়ীদের মধ্যে নাক ডাকার প্রবণতা বেশি দেখা যায়। তাই ধূমপানসহ সবধরনের নেশাজাতীয় দ্রব্য ত্যাগ করুন।

বিএমএসের তরফ থেকে শুক্রবার পশ্চিম জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ছবি-নিজস্ব।

এনআরসি আতঙ্কে ফের আত্মহত্যার ঘটনা জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়ি,৩ জানুয়ারি (হি.স): মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফর শুরুর কয়েক ঘন্টা আগেই এনআরসি আতঙ্কে ফের আত্মহত্যার ঘটনা ঘটল জলপাইগুড়িতে। মৃতের নাম আবদুল কাশেম (৩৮)। বাড়ি ডুয়ার্সের ক্রান্তি ফাঁড়ির অন্তর্গত চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পূর্ব দোলাইগাঁও গ্রামে। মৃতের স্ত্রী আনসুরা বেগমের দায়ের করা এফআইআরে তাঁর স্বামীর আত্মহত্যার জন্য 'নরেন্দ্র দামুদর দাস মুদি' ও 'অমিত সাহা'কে দায়ী করা হয়েছে।

মৃতের স্ত্রী আনসুরা বেগম জানিয়েছেন,ওই ব্যক্তির ভোটার কার্ড ও আধার কার্ডে নাম ভুল ছিল। 'নাগরিকত্ব প্রমাণ করা'র মতো জমির কাগজপত্রও তাঁর কাছে ছিল না। গত কয়েক মাস ধরে এনআরসি সংক্রান্ত নথিপত্র জোগাড় করা নিয়ে মানসিক উদ্বেগের মধ্যে ছিলেন পেশায় দিনমজুর আবদুল কাশেম। মানসিক অবসাদ তাঁকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। অবসাদগ্রস্ত হয়ে মাঝে মাঝেই এলাকার বিভিন্ন লোকের কাছে তিনি জানতে চাইতেন, তাঁর কাছে উপযুক্ত কাগজপত্র নেই বলে তাঁকে ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যেতে হবে না তো ? নাগরিকত্ব প্রমাণ করার মতো জমির কাগজপত্রও তাঁর কাছে ছিল না। গত কয়েক মাস ধরে এনআরসি সংক্রান্ত নথিপত্র জোগাড় করা নিয়ে মানসিক টানাপোড়েনের মধ্যে ছিলেন কাশেম। সেখান থেকেই মানসিক অবসাদের সৃষ্টি। কাগজপত্র না থাকলে তাঁকে কি ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যেতে হবে ? মাঝে মধ্যেই নাকি প্রতিবেশীদের এই প্রশ্ন করতেন কাশেম। আব্দুল কাশেমের স্ত্রী আনসুরা বেগম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তিনি বলেন, 'গতকাল সন্ধ্যায় সকলে টিভিতে খবর দেখছিলাম। ওই সময় টিভিতে এনআরসি সংক্রান্ত কিছু দেখাচ্ছিল। এরপর তাঁর স্বামী হঠাৎ বলেন, 'আমার বেঁচে থেকে লাভ নেই।' একথা বলে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যান তিনি। অনেকক্ষণ পর বাড়ি না ফেরায় খোঁজাখুঁজি শুরু করেন পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীরা। এরপরই বাড়ির কাছে একটি গাছ থেকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় আব্দুল কাশেমের দেহ। পুলিশ দেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। এফআইআরে কাশেমের স্ত্রী আনসুরা লেখেন, 'আমার স্বামী এনআরসি আতঙ্কে আত্মঘাতী হয়েছেন। এর দায় নরেন্দ্র দামুদর দাস মুদি ও অমিত সাহার।' বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি বাপী গোস্বামী এই প্রসঙ্গে জানান, 'আমরা খবর নিয়ে দেখেছি, আত্মঘাতী ওই ব্যক্তি কোনও সুইসাইড নোটই লিখে যাননি। তৃণমূলের ইন্ধনেই এই ধরনের অভিযোগ দায়ের করেছে এই পরিবার। যাতে ২ লক্ষ টাকা পাওয়া যায়।'

এই নিয়ে গত সেপ্টেম্বর থেকে এনআরসি আতঙ্কে এই নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলায় ৬ জন আত্মঘাতী হন বলে অভিযোগ। ২০ সেপ্টেম্বর আত্মঘাতী হন ময়নাগুড়ির অন্নদা রায়। ধূপগুড়ির বাসিন্দা শ্যামল রায় ও জলপাইগুড়ি বাহাদুর এলাকার সাবেদ আলি দু'জনেই আত্মঘাতী হন ২৪ সেপ্টেম্বর। ২৩ অক্টোবর মাল মহকুমার ক্রান্তি এলাকার বাসিন্দা দেবারু মহম্মদ আত্মঘাতী হন এনআরসি আতঙ্কে। ৫ ডিসেম্বর জলপাইগুড়ি বাহাদুর এলাকার মহম্মদ শাহাবুদ্দিন আত্মঘাতী হন। ২০২০ সালে বছরের প্রথম দিন আত্মঘাতী হলেন ক্রান্তির দলাই গাঁওয়ের আব্দুল কাশেম। জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার অভিষেক মোদী জানিয়েছেন, 'অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ছাড়া আর কিছুই নয় ট্যাবলো বাতিল নিয়ে ক্ষোভ কেরলের

নয়াদিল্লি ও তিরুবনন্তপুরম, ৩ জানুয়ারি (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গ এবং মহারাষ্ট্রের পর এবার কেরল। অ-বিজেপি শাসিত রাজ্য! প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ থেকে এবার বাদ গেল কেরলও। ২০২০ সালে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণকারী মন্ত্রক, দফতর, রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের একটি তালিকা শুক্রবার প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। কিন্তু, ওই তালিকায় কেরলের নাম নেই। এরপরই ক্ষোভ প্রকাশ করে কেরলের আইন মন্ত্রী এ কে বালন বলেছেন, 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কেরলের ট্যাবলো বাদ দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার প্রকাশিত তালিকায় যে সমস্ত রাজ্যের নাম রয়েছে, সেই রাজ্যগুলি হল-অন্ধ্র প্রদেশ, অসম, ছত্তিশগড়, গোয়া, গুজরাট, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, মেঘালয়, ওডিশা, পঞ্জাব, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা এবং উত্তর প্রদেশউ নাম নেই পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, কেরলেরউ পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র ও কেরল, এই তিন রাজ্যের ট্যাবলো বাদ পড়ায় ইতিমধ্যেই সুর চড়িয়েছেন বিরোধীরা।

নৈহাটিতে বাজি তৈরির কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ জখম পাঁচ, তদন্তে পুলিশ

নৈহাটি (বারাকপুর), ৩ জানুয়ারি (হি.স.) : বড়সড় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটল নৈহাটির দেবক এলাকায়। শুক্রবার দুপুরে বিস্ফোরণের ব্যাপক আওয়াজে কেঁপে ওঠে দেবক এবং সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে কমপক্ষে পাঁচজন গুরুতর আহত এবং তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। কারখানার মালিক নূর হোসেন ফেরার। এক বছর আগেও ওই এলাকাতে একটি বেআইনি বাজির কারখানায় বিস্ফোরণে তিন জনের মৃত্যু হয়েছিল।প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, একটি বাজি তৈরির কারখানায় বিস্ফোরণ হয়েছে। বিস্ফোরণের অভিঘাত এতটাই বেশি ছিল যে, একটি বাড়ির ছাদ উড়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আগুন লেগে যায় গোটা বাড়িতে। পুলিশ এবং দমকল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। তবে কী ভাবে বিস্ফোরণ এবং কোনও প্রাণহানি হয়েছে কি না, তা এখনও জানা যায়নি। বাজি না অন্য কিছু তৈরি হচ্ছিল ওই বাড়িতে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, বেলা ১২ নাগাদ বিকট আওয়াজে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। এমনকি গঙ্গার ওপারেও শোনা যায় বিস্ফোরণের আওয়াজ।তার পরেই আগুন দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, বাজির পাশাপাশি ওই কারখানায় দেশি বোমা বানানো হত। পুলিশেরও সন্দেহ শক্তিশালী কোনও বিস্ফোরক মজুত ছিল ওই বাড়িতে।

সিএএ নিয়ে বিধানসভায় প্রস্তাব আনতে মমতাকে আর্জি বিজয়নের

কলকাতা, ৩ জানুয়ারি (হি. স.) : নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে বিধানসভায় প্রস্তাব আনতে কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন অনুরোধ করলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে।

নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে অবিজেপি দলগুলি সুর চড়াচ্ছে। এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথে হাঁটলেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। সিএএ প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে প্রস্তাব পাস করেছে কেরল বিধানসভা। মঙ্গলবার বিধানসভার অধিবেশনে পাস হওয়া এই প্রস্তাবে রাজ্য সরকারকে সমর্থন করেছে কংগ্রেস, সিপিআই এবং সিপিআইএম। মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন বলেন, 'কেরলের দীর্ঘদিনের সর্ব ধর্মের ইতিহাস আছে। গ্রিক, রোমান, আরব, সব ধর্মের লোকরাই আমাদের এখানে এসেছে। এবার বাম শাসিত কেরলের মুখ্যমন্ত্রী চিঠি লিখলেন মমতাকে।

পেট্রোল-ডিজেলের দাম আকাশছোঁয়া, দিল্লি-সহ সমস্ত মেট্রো সিটিতে মহার্ঘ্য জ্বালানি তেল

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৩ জানুয়ারি (হি.স.): জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির ট্রেন্ড অব্যাহত। আবারও দাম বাড়ল পেট্রোল ও ডিজেলের। শুক্রবার রাজধানী দিল্লি-সহ ভারতের সমস্ত মেট্রো সিটিতে দাম বেড়েছে পেট্রোল ও ডিজেলের। ফলে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতার বাজারে ০.০৭ পয়সা বাড়ার পর লিটার পিছু পেট্রোলের দাম হল ৭৭.৯৪ টাকা। আর ডিজেল লিটারে ০.১২ পয়সা বাড়ার পর হল ৭০.৬১ টাকা।

গত কয়েকদিন ধরেই লাগাতার দাম বাড়ছে জ্বালানি তেলের। পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়ায় সাধারণ মানুষ কিছুটা হলেও অস্বস্তিতে রয়েছে। কলকাতার পাশাপাশি শুক্রবার ০.১০ পয়সা বাড়ার পর দিল্লিতে লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম দাঁড়িয়েছে ৭৫.৩৫ টাকা, মুম্বইয়ে মাত্র ০.০০৭ পয়সা বাড়ার পর পেট্রোলের ৮০.৯৪ টাকা। আবার ০.১৫ পয়সা বাড়ার পর লিটার প্রতি ডিজেলের দাম দিল্লিতে হয়েছে ৬৮.২৫ টাকা এবং মুম্বইয়ে ০.১৩ পয়সা বাড়ার পর ৭১.৫৬ টাকা। কলকাতা, দিল্লি এবং মুম্বইয়ের পাশাপাশি মঙ্গলবার চেন্নাইয়েও দাম বেড়েছে পেট্রোল ও ডিজেলের। চেন্নাইয়ে পেট্রোল ও ডিজেলের বর্ধিত মূল্য হল যথাক্রমে-৭৮.২৮ টাকা এবং ৭২.১২ টাকা।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশেই এয়ার স্ট্রাইক হোয়াইট হাউস

ওয়াশিংটন, ৩ জানুয়ারি (হি.স.): হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই মতো করেও দেখালেন। বাগদাদ আন্তর্জাতির বিমানবন্দরে মার্কিন এয়ার স্ট্রাইকে মৃত্যু হয়েছে ইরানের শীর্ষ কমান্ডার (ইরানের এলিট রেভলিউশনারি গার্ড ফোর্সের প্রধান) জেনারেল কাসেম সোলেইমানির। শুধুমাত্র কাসেম সোলেইমানি নয়, মৃত্যু হয়েছে আরও ৬ জনের। তাদের মধ্যে রয়েছে ইরানের মদত পুষ্ট পপুলার মোবালাইজেশন ফোর্সের ডেপুটি কমান্ডার আবু মেহদি আল-মুহানদিস। পেন্টাগনের পক্ষ থেকে এয়ার স্ট্রাইক এবং কাসেম সোলেইমানির মৃত্যুর খবরে সিলমোহর দেওয়া হয়েছেউ পেন্টাগনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশেই বাগদাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এয়ার স্ট্রাইক।

ভারতীয় সময় অনুযায়ী শুক্রবার সকালে হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রেসিডেন্টের নির্দেশে, বিদেশে মার্কিন আধিকারিকদের সুরক্ষিত রাখার জন্য, ইরানের এলিট রেভলিউশনারি গার্ড ফোর্সের প্রধান কাসের সোলেইমানিকে হত্যা করা হয়েছে। হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, ইরাক এবং ওই অঞ্চলে আমেরিকান কূটনীতিক এবং সার্ভিস মেম্বারদের উপর হামলা চালানোর পরিকল্পনা ছিল জেনারেল কাসের সোলেইমানির।

শ্রীলঙ্কায় ভেঙেপড়ল বায়ুসেনার হেলিকপ্টার পাইলট-সহ মৃত্যু ৪ জনের

কলম্বো, ৩ জানুয়ারি (হি.স.): শ্রীলঙ্কায় ভেঙে পড়ল বায়ুসেনার একটি হেলিকপ্টার। শুক্রবার শ্রীলঙ্কার উভা প্রদেশের বাদুল্লা জেলার হাপুথালে পার্বত্য এলাকায় ভেঙে পড়ে শ্রীলঙ্কা এয়ারফোর্সের একটি হেলিকপ্টার। হেলিকপ্টার ভেঙে প্রাণ হারিয়েছেন পাইলট-সহ চপারে থাকা ৪ জন যাত্রীই।

শ্রীলঙ্কার উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, শুক্রবার দক্ষিণাঞ্চলীয় মিলিটারি বিমানবন্দর থেকে পূর্ব উপকূল অভিমুখে যাচ্ছিল চিনে নির্মিত ওয়াই-১২ এয়ারক্রাফউ আচমকাই পার্বত্য এলাকায় ভেঙে পড়ে হেলিকপ্টারটি। পার্বত্য এলাকায় ভেঙে পড়ার পরই চপারে আগুন ধরে যায়উ গোটা এলাকা ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। হুড়োমুড়ি শুরু হয়ে যায় স্থানীয় মানুষজনের মধ্যে। প্রশাসন সূত্রের খবর, হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে।

সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন করে ফের পাক হামলা, পুঞ্চে প্রত্যাঘাত ভারতের

জম্মু, ৩ জানুয়ারি (হি.স.): সংঘর্ষ-বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে ফের আক্রমণ শানাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। শুক্রবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার মানকোটে সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গোলাগুলি বর্ষণ করে হামলা চালায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। সময় নষ্ট না করে শত্রুপক্ষকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। এদিনের পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, শুক্রবার জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার মানকোটে সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ছোট ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালানোর পাশাপাশি মর্টারও নিক্ষেপ করে পাক সেনাবাহিনীউ প্রত্যুত্তরে পাক সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীউ পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নিউ প্রসঙ্গত, নতুন বছরের প্রথম সপ্তাহে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার পুঞ্চে সংঘর্ষ-বিরতি ভেঙে হামলা চালাল পাক সেনাবাহিনী।

প্রোমোটারি কন্ট্রাকটারি করলে কাউন্সিলর হওয়া যাবে না, তৃণমূল নেতাদের নিদান পিকের

কলকাতা, ৩ জানুয়ারি (হি. স.) : অবিলম্বে মানুষের সমস্ত সমস্যার সমাধান করুন। নিজে না পারলে দিদিকে বল ফোন নম্বর দিন। মানুষের কাছে যান। কোনও কাজ না হয়ে থাকলে তার জন্য গালাগালি খান। কলকাতা পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর ও বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক শেষে এ রকমই নিদান দিলেন প্রশান্ত কুমার ওরফে পিকে।

শুক্রবার দক্ষিণ কলকাতায় দিনভর বৈঠকের পর দলের কর্মী-নেতাদের প্রতি পিকে-র নির্দেশ, অভিভাবকরা বকাবকি করেন। তাতে তাদের রাগ পড়ে যায়। ঠিক সেভাবেই আপনারা মানুষের কাছে যান। তাতে অনেক মানুষের রাগ পড়ে যাবে। জীবনযাত্রা বদলে ফেলুন। নেত্রীর সঙ্গে মানানসই জীবন যাপন করুন। গলায় সোনার হার, হাতে মোটা সোনার ব্রেসলেট এসব করা যাবেনা। যতটা সম্ভব দামি পোশাক গয়না এড়িয়ে চলতে হবে। সাধারণ জীবনযাপন করুন। সাধনা করে যেভাবে নেত্রী উঠে এসেছেন, সেটা অনুসরণ করুন। প্রোমোটারি কন্ট্রাকটারি করলে কাউন্সিলর হওয়া যাবে না। যে কোনও একটা বেছে নিন।

পিকে-র নির্দেশ, এখনই নির্বাচন মনে করে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। গায়ের জোরে ভোট করা যাবে না। কারও জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে মেনে নেওয়া যাবে না। ক্ষমতাবলে ভোট করা যাবে না। আমি আপনাদেরকে জেতাতে পারব না। শুধুমাত্র নানা কৌশলে আপনাদের জয়ের রাস্তাটা মসৃণ করে দিতে পারি। দিদিকে বল সেই মসৃণ করারই পথ। এটা ভালো করে করুন। আপনারাই মাঠে-ময়দানে থাকবেন। আপনাদেরকেই আপনাদের জয় ছিনিয়ে নিতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবমূর্তি দলের ভাবমূর্তি মতই নিজেদের ভাবমূর্তি তৈরি করুন। বৈঠকে বলেন প্রশান্ত কিশোর। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিধায়কদের নিয়ে শুরু হয় দ্বিতীয় দফার বৈঠক। তাতে প্রশান্ত কিশোর ছাড়া ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, ববি হাকিম, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, দলের দক্ষিণ ২৪ পরগনার সভাপতি শুভাশিস চক্রবর্তী প্রমুখ। বৈঠকে সূত্র থেকে জানা গেছে কাউন্সিলরদের দুটি করে 'দিদিকে বল' কর্মসূচি দেওয়া ছিল। তাঁদের আরও দুটি করে এই কর্মসূচি করতে হবে। বিধায়কদের চলতি মাসের মধ্যেই দশটি করে কর্মসূচি শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে দলীয় নেতৃত্ব। বৈঠকের দিদিকে বল কর্মসূচির পাশাপাশি দলীয় সংগঠনকে চাঙ্গা করতে এবং এলাকার সংশ্লিষ্ট মানুষ বিশিষ্টজনদের কাছে বার বার যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় এদিনের বৈঠকে। তাঁদের নানা সমস্যা এবং সেসবের সমাধান যত দ্রুত করা যায় তারও নির্দেশ দেওয়া হয় বৈঠকে। এলাকার যে দলীয় পার্টি অফিস দৈনন্দিন বৈঠক এবং ভোটার তালিকার কাজকর্ম সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কাউন্সিলর ও বিধায়কদের নির্দিষ্ট ভাবে ভাগ করে দিতে বলা হয়েছে। ভোটার তালিকায় নাম তোলার কাজ যাতে ব্যাহত না হয় অর্থাৎ নতুন ভোটারদের নাম যাতে বাদ না যায় সেদিকে নজর রাখতে বলা হয়েছে বৈঠকে। তালিকা সংশোধনের কাজ দ্রুত করতে দলীয় দায়িত্বপ্রাপ্তদের এলাকার সংশ্লিষ্ট প্রশাসকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার নির্দেশ দেওয়াও হয়।

এনআরসি এবং সিএএ রাজ্যে করতে দেবেন না বলে তৃণমূল নেত্রী ঘোষণা করেছেন। সেইমতো বাড়িতে বাড়িতে জনসংযোগের পাশাপাশি সরকার এবং তৃণমূল কংগ্রেস যে তাদের পাশে আছে সেটা বোঝানোর নির্দেশ দেওয়া হয় এ দিন পিকে-র বৈঠকে। সূত্রের খবর, তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, লবি করে টিকিট পাওয়া যাবে না। পিকে-র নির্দেশ, নিজের ও দলের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করুন। দল সকলের দিকে দল নজর রাখছে। মানুষের পাশে থাকলে জনসংযোগ ঠিক থাকলে যোগ্য ব্যক্তি সবাই টিকিট পাবেন। উন্নয়নের ব্যাপারে এবং জনসংযোগের ব্যাপারে কোনও রং দেখবেন না। পুরসভার ভোট পঞ্চায়েতের ভোটের মত হবে না।

পরিষদীয় কাজে গতি আনার পরামর্শ রাজ্যপালের

কলকাতা, ৩ জানুয়ারি (হি. স.) : পরিষদীয় কাজকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়ার আর্জি জানালেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। শুক্রবার রাজভবন থেকে প্রচারিত বার্তায় তিনি বলেন, এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই কাজে গতি আনতে যথাসময়ে ঠিকঠাক তথ্য পরিবেশনের প্রয়োজন।

রাজ্যপালের এই পরামর্শের কারণ বিধানসভায় পেশ করা দুটি বিল। দি হিন্দি ইউনিভার্সিটি, ওয়েস্ট বেঙ্গল ২০১৯ বিল এবং দি ওয়েস্ট বেঙ্গল লিফটস, এসক্যালেটর্স অ্যান্ড ট্রাভেলেটর্স, ২০১৯ বিল। সংবিধানের ২০০ ধারা অনুযায়ী এগুলোকে ছাড়পত্র দিয়ে আজ রাজ্যপালের তরফে বলা হয়, দুটি বিলের ব্যাপারেই রাজ্যের কাছে কিছু জিনিস জানতে চাওয়া হয়েছিল। তা পেতে দেরি হয়েছে। এ ব্যাপারে রাজ্যপালের অফিস ধৈর্য্য ও ঐকান্তিকতার পরিচয় দিয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, রাজ্যপালের কাছে অনুমোদনের জন্য বিল ছাড়পত্র না পাওয়ায় সম্প্রতি বিধানসভা অধিবেশনে প্রবল জটিলতা দেখা দিয়েছিল। বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন ও বিতর্ক ওঠে। এ ছাড়াও নানা ব্যাপারে রাজ্য-রাজ্যপালের মতানৈক্যের জেরে আলোড়ণ তৈরি হয়। এই আবহে এক সঙ্গে বকেয়া দুটি বিলে রাজ্যপালের সিলমোহর এবং সতর্কবার্তা বিশেষ ইঙ্গিতবহ বলে মনে করছেন অনেকে। বিধানসভায় গৃহিত দি ওয়েস্ট বেঙ্গল (প্রিভেনশন অন লিঞ্চিং) বিল ২০১৯ এবং দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কমিশন ফর সিডিউল কাষ্ট অ্যান্ড সিডিউল ট্রাইবস বিল ২০১৯ রাজভবনে আটকে থাকা নিয়ে আগেই শাসকদলের পক্ষ থেকে নানাভাবে উষ্মা প্রকাশ করা হয়েছে। আজ রাজভবন থেকে বলা হয়েছে, এর নেপথ্যেও রয়েছে প্রয়োজনীয় প্রশ্নের না উত্তর পাওয়া। বিভিন্ন পর্যায়ে বারবার এ সবের উত্তর চাওয়া হয়েছে। রাজ্যপাল মনে করেন, পরিষদীয় কাজে যাথে কোনওভাবে ব্যাঘাত না ঘটে সে ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা নেওয়া দরকার।

আন্দোলনকারী পার্শশিক্ষকদের বেতন কেটে নিল সরকার

কলকাতা ,৩ জানুয়ারি (হি.স): শিক্ষামন্ত্রীর ঘোষণা মতোই আন্দোলনকারী পার্শশিক্ষকদের বিরুদ্ধে এবার শাস্তি মূলক পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। আন্দোলনকারী পার্শশিক্ষকদের মধ্যে বেশিরভাগেরই গড়ে সাত থেকে দশ দিনের বেতন কেটে নেওয়া হল। আন্দোলনের মূল নেতা নেত্রীদের কারও আবার ৩২ দিনেরই বেতন কেটে নেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় অসন্তুষ্ট পার্শশিক্ষকরা। যদিও স্কুল শিক্ষা দফতরের ব্যাখ্যা, স্কুলে অনুপস্থিতির কারণ ও ডিআই এবং এসআই রিপোর্টের ভিত্তিতেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে শিক্ষা দফতর।

মূলত নির্দিষ্ট বেতন কাঠামো সহ বেশ কয়েক দফা দাবি নিয়ে আন্দোলনে নেমেছিলেন পার্শশিক্ষক রা। বিধান নগরে পুলিশের অনুমতি না পেলেও হাইকোর্টের অনুমতি নিয়ে অবস্থান আন্দোলন শুরু করেছিলেন তাঁরা। টানা ২৮ দিন অনশন এবং ৩২ দিন অবস্থান করেছিলেন পার্শশিক্ষকরা। আন্দোলন চলাকালীনই পার্শশিক্ষকদের শোকজের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল রাজ্যের তরফে। সর্বশিক্ষা মিশনের অধিকর্তা সুভাঞ্জন দাস জেলা শিক্ষা আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, স্কুলে অনুপস্থিত পার্শশিক্ষকদের যেন শোকজ করা হয়। দফতরের আধিকারিকদের স্কুলে স্কুলে গিয়ে কোন কোন পার্শ শিক্ষক অনুপস্থিত রয়েছেন তার তালিকা তৈরি করতে বলা হয়েছিল। আন্দোলন চলাকালীন শিক্ষা মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বেশ কয়েকবার হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্যে। তিনি বলেছিলেন, দিনের পর দিন স্কুলে যদি তাঁরা স্কুলে অনুপস্থিত থাকেন তাহলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে দফতর। স্কুল শিক্ষা দফতর সূত্রে খবর, অনুপস্থিত পার্শশিক্ষকদের তালিকা ইতিমধ্যেই পেয়ে গিয়েছিল বিভিন্ন জেলার আধিকারিকদের থেকে। পার্শশিক্ষক ঐক্য মঞ্চের আন্দোলনের মূল নেতা নেত্রীরাও বেতন কাটার হাত থেকে রেহাই পাননি। মূল আহ্বায়ক মধুমিতা বন্দোপাধ্যায় জানান 'আমার ৩২ দিনেরই বেতন কেটে নেওয়া হয়েছে। শুধু আমরা নয়, খবর পেয়েছি অনেক আন্দোলনকারী পার্শশিক্ষকদেরই কারও ৫দিন আবার কারও ৭বা ১০ দিনের বেতন কেটে নেওয়া হয়েছে।' তবে যাঁরা অনুপস্থিতির কারণ দেখাতে পেরেছেন তাদের অবশ্য কোনও বেতন কাটা যায়নি বলেই জানা গেছে।

বড়সড় রদবদল কলকাতার সিবিআইয়ে

কলকাতা , ৩ জানুয়ারি (হি.স): বছরের শুরুতেই কলকাতায় বড়সড় রদবদল করল সিবিআই। বদলি করা হল দুই পুলিশ সুপার এবং এক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদমর্যাদার আধিকারিককে।

পুলিশ সুপার পদমর্যাদার অফিসার জয়নারায়ণ রানাকে ভুবনেশ্বর থেকে কলকাতায় আনা হয়েছে। অন্য পুলিশ সুপার শান্তনু কর ছিলেন কলকাতাতেই। তাঁর দায়িত্ব বদল করেছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। অতিরিক্ত পুলিশসুপার পদমর্যাদার সঞ্জয় সিনহাকে দিল্লি থেকে কলকাতায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিবিআই। যদিও সিবিআইয়ের তরফে এই বদলিকে রুটিন বদলি হিসেবে বলা হলেও, অনেকেই মনে করছেন এই বদল যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

গত কয়েক মাসে চিটফান্ড তদন্তে পশ্চিমবঙ্গে সিবিআই রীতিমত জোর দিয়েছে। কখনও রোজভ্যালির মালিক গৌতম কুণ্ডুর স্ত্রী শুভ্রা কুণ্ডুকে খুঁজতে সাউথ সিটির আবাসনে পৌঁছে গিয়েছেন গোয়েন্দারা। কখনও আবার সিজিও কমপ্লেক্সে ডেকে জেরা করা হয়েছে কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার গৌতমমোহন চক্রবর্তীকে। গৌতমমোহন চক্রবর্তী নিজেই বলেছেন, তাঁর সময়ে অর্থাৎ ২০১০-১২র মধ্যে এই অর্থলগ্নি সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে কী কী পদক্ষেপ করা হয়েছিল তা জানতে চেয়েছেন গোয়েন্দারা।

এর সঙ্গে কলকাতার আর এক প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমার মামলা তো রয়েইছে। হাইকোর্ট থেকে যে রক্ষাকবচ পেয়েছেন রাজীব কুমার তাকে চ্যালেঞ্জ করে ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে সিবিআই। জানুয়ারির মাঝামাঝি সেই মামলার শুনানি হওয়ার কথা সুপ্রিম কোর্টে। আর তাই রাজ্যে চিটফান্ড কাণ্ডের তদন্ত গতি আনতেই এই তিন রদবদল বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।

ঝাড়গ্রামে তান্ডব চালাল হাতি, আতঙ্কে স্থানীয়রা

ঝাড়গাম, ৩ জানুয়ারি (হি. স.) : গ্রামে ঢুকে তান্ডব চালিয়ে একটি মাটির বাড়ির দেওয়া ভেঙ্গে সেদ্ধ ধান ও কলা বাগানের কলা ও গাছে ভেঙ্গে সাবড় করল একটি স্থায়ী হাতি। যার ফলে ব্যাপক আতঙ্কিত ঝাড়গ্রাম ব্লকের ডাহিপাল গ্রামের বাসিন্দারা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ডাহিপাল গ্রামে একটি হাতি ঢুকে তান্ডব চালাতে শুরু করে। একটি মাটির বাড়ির দেওয়াল ভেঙ্গে সেদ্ধ ধান খেয়েছে। কপাল জোরে বাড়িতে থাকা এক ব্যক্তি কোনক্রমে পালিয়ে প্রতিবেশীর বাড়িতে রাত কাটান। উল্লেখ্য ঝাড়গ্রাম জেলায় নায়াগ্রাম বা জমবানির দিকে দলমা দলের বড় দল না থাকলেও স্থায়ী হাতি গুলি রীতিমত রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে গ্রামবাসীদের গ্রাম গুলিতে এখন জামির ধান তোলা হয়েছে।সিদ্ধ ধান মজুত করা হয়েছে।সেই ধান খাওয়ার টানে হাতি ঢুকে পড়ছে গ্রামে।গ্রামের বাসিন্দা অনিল দোলাই এর বাড়িতে হামলা চালায় হাতিটি।ঘরের একটি বরান্দা এবং একটি ঘরের দেওয়াল ভেঙে দিয়ে মজুত রাখা ধান খেয়ে নেয় হাতিটি। সেই ঘরে ঘুমাচ্ছিলেন অনীল বাবুর বাবা সুনীল বাবু।তিনি কোন মতে প্রান নিয়ে পালান।গ্রামের কলা গাছ খেয়ে তছনছ করে দেয়।গ্রামের আরেক বাসিন্দা তপন দোলাই নামে এক বাক্তির ঘরের দেওয়াল ভেঙে ধান খেয়েছে বলে স্থানীয় গ্রামবাসীরা জানিয়েছে। অনিল দোলাই বলেন " বাবা কোন মতে প্রানে বেঁচেছেন। বারান্দার দেওয়াল এবং ঘরের একটি দেওয়াল ভেঙে হাতি মজুত রাখা ধান খেয়েছে।বাবা সারা রাত গ্রামের অন্যের বাড়িতে ছিলেন।কলাবাগান পুরো নষ্ট করে দিয়েছে।গ্রামের তপন দোলাই এর বাড়িও ভেঙেছে বেশ অনেক গুলি বাস্তার ধান খেয়ে মাড়িয়ে নষ্ট করেছে।রাতভর হাতিটি গ্রামে উৎপাত করেছে।"স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে হাতিটি একপরে জামবেদা গ্রামে গিয়েও তান্ডব করে।বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে দলমা হাতি বর্তমানে জেলায় নেই।তবে বেশ কয়েকটি স্থায়ী হাতি রয়েছে।সেই হাতি গুলি গ্রামে গ্রামে এই সমস্যা তৈরি করছে।জামবানি ব্লকের সুশনি,কুমড়ি, বেনাগেড়িয়া,বাঁকশোল বিভিন্ন গ্রাম গুলিতে গত একমাস ধরে দুটি হাতির তান্ডবে অতিষ্ঠ হয়ে রয়েছেন গ্রামবাসীরা।গ্রামবাসীরা অভিযোগ করছেন হাতির ভয়ে দুপুরের পর থেকে গ্রাম থেকে বেরনো বা ঢোকা যাচ্ছে না।যখন তখন হাতি বেড়িয়ে পড়ছে। গ্রামবাসীরা জানাচ্ছেন এইসব গ্রামের জঙ্গল গুলিতে একটি দাঁতাল এবং একটি স্ত্রী হাতি রয়েছে।হাতি গুটি আলাদাভাবে গ্রামে হানা দিচ্ছে।তার সাথে বুনো শুয়োর হানা দিচ্ছে।স্থানীয় গ্রামের বাসিন্দা হরেন মাহাতো বলেন" গত এক মাস ধরে হাতির গুলি খুবই উৎপাত করছে।তার সাথে রয়েছে বনশুয়োরের তান্ডব।গ্রামের মানুষ ঘর থেকে বের হতে পারচ্ছে ন।হাতির সসামনে পড়ে বেশ কয়েক জনের বাইক,সাইকেল ভেঙেছে।আমরা খুবই আতঙ্কিত।"এই বিষয়ে ঝাড়গ্রামের ডিএফও বাসবরাজ হলেইচ্ছি বলেন " ক্ষতিপূরন দেওয়া হবে।দলমা দল নেই।বেশ কয়েকটি স্থায়ী হাতি রয়েছে বিভিন্ন এলাকায়।

সোলেইমানির পদে নিযুক্ত হলেন তারই সহকারী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইসমাইল গনি

তেহরান, ৩ জানুয়ারী (হি.স.) : ইরাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমান হামলায় নিহত ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী বা আইআরজিসি'র কুদস বাহিনীর কমান্ডার লে. জেনারেল কাসেম সোলেইমানির পদে নিযুক্ত হলেন তারই একসময়ের সহকারী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইসমাইল গনি। শুক্রবার তাকে এই পদে ভাল করেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনি। এর আগে বৃহস্পতিবার ইরাকের বাগদাদে বিমানবন্দরের কাছে গাড়িতে হামলার নিহত হন ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী বা আইআরজিসি'র কুদস বাহিনীর কমান্ডার লে. জেনারেল কাসেম সোলেইমানি।

সোলেইমানি নিহত হওয়ার ঘটনায় ইরান মার্কিনিদের পাল্টা জবাব দেবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। ইতিমধ্যেই আমেরিকাকে চড়া মূল্য দিতে হবে বলে হুঁশিয়ারি জানিয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লাহ আলি খামেনি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাভেদ জারিফ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আমির হাতামি, ইরানি বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর সাবেক কমান্ডার মোহসেন রেজায়িসহ ইরানের উর্ধতন পর্যায়ের বিভিন্ন নেতা।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কলকাতার ক্রীড়াদুনিয়ার সেকাল অনন্য ভাবনা শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের

কলকাতা, ৩ জানুয়ারি (হি. স.) : স্মরণীয় একটি ঘটনা শতবর্ষে পা দিচ্ছে। যতীন্দ্রচরণ গুহর নাম প্রায় সবার কাছেই অজানা। কিন্তু গোবর গোহ (১৩ মার্চ ১৮৯২ - ২ জানুয়ারি ১৯৭২) নামটা অনেকের কাছে পরিচিত।

গোবর গোহ ছিলেন প্রথম এশীয় কোন কুস্তিগীর যিনি ১৯২১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ওয়ার্ল লাইট হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। মানে ১০০ বছর আগে বিশ্বজয় করেছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর পূর্বপুরুষদের কথা না জানলে কী করে হবে? অম্বিকাচরণ ছিলেন এক কুস্তিগীর পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁর পিতামহ, শিবচরণ গুহ বাংলায় বিভিন্ন ধরণের ক্রীড়া বা খেলাধুলার পৃষ্ঠপোষকতা এবং জনপ্রিয়করণে অবদান রেখেছেন। অম্বিকাচরণ ১৮৪৩ সালে কলকাতার কাছে হোগলকুড়িয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। এখন হাতিবাগানের কাছে মসজিদবাড়ি স্ট্রিট এলাকায়। তাঁর পিতার নাম অভয়চরণ গুহ।

অম্বিকাচরণ আট অথবা নয় বছর বয়সে গুরুতরভাবে আহত হন। চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁকে নিজের বাড়িতেই পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হয়। তিনি নিয়মিত শরীরচর্চা শুরু করেন এবং বাড়িতেই তিনি ঘোড়সওয়ারের দীক্ষা পান। তিনি মথুরার কালিচরণ চৌবের কাছে কুস্তির প্রশিক্ষণ নেন। তাঁর পুত্র, ক্ষেত্রচরণ গুহ (যিনি খেতু বাবু নামেই বেশি পরিচিতি) ছিলেন একজন প্রতিষ্ঠিত কুস্তিগীর। খেতু বাবুর ভাগ্নে ছিলেন স্বনামধন্য কুস্তিগীর যতীন্দ্রচরণ গুহ।

বাংলায় আখড়া সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটায় বাঙালি হিন্দু ধনীরা এর সাথে সম্পৃক্ত হন। বাংলা বিভিন্ন জায়গায় ব্যাঙের ছাতার মত কয়েক শত আখড়া গড়ে উঠলো, এদের মধ্যে থেকেই পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের উন্মেষ ঘটে। কেবল কুস্তি নয়, খেলাধুলার বিভিন্ন অঙ্গণে ছড়িয়ে আছে বাংলার নানা ঐতিহ্য। কয়েক বছর ধরে শ্রীঅরবিন্দ ভবনে 'দুই শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে কলকাতা ও শ্রীঅরবিন্দ' নামে পুরনো কলকাতা বিষয়ক কয়েকটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। আয়োজক 'কলকাতা কথকতা' ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। অতীতের সেই সন্ধিক্ষণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ের ধারাবাহিকতার সাক্ষী এই কলকাতা। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বাংলার বিভিন্ন খেলা ও শরীর চর্চার ইতিহাস। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের তরফে বিশ্বজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় জানান, এই প্রতিষ্ঠানে বিষয়টির বিশেষ প্রাধান্য রয়েছে। শুধুই কি কুস্তি, ফুটবল বা ক্রিকেট? বিভিন্ন বিচিত্র খেলার ইতিহাস আমাদের চারপাশে শুধু নয়, লুকিয়ে আছে পারিবারিক অন্তঃপুরেও। সেই সব বিস্ময়কর ইতিহাস ও সরঞ্জাম দর্শকের সামনে মেলে ধরার প্রয়াসে আমাদের এবারের এই প্রদর্শনী। এর উদ্বোধন হবে ১০ জানুয়ারি শুক্রবার বিকেলে। প্রদর্শনী চলবে ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত। প্রতিদিন তিনটে থেকে ৮টা পর্যন্ত চলবে এটি।

বাংলার ট্যাবলো সিস্টেম অনুযায়ী হয়নি: দিলীপ

কলকাতা ,৩ জানুয়ারি (হি.স): পশ্চিমবঙ্গের ট্যাবলো সিস্টেম অনুযায়ী হয়নি, তাই বাদ দিয়েছে। এর জন্য কমিটির সঙ্গে কথা বলা উচিত ছিল। শুক্রবার একথা বলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। দিল্লির রাজপথে সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে বাদ পশ্চিমবঙ্গের ট্যাবলো। এই ইস্যুতে কেন্দ্র-রাজ্য চাপানউতোর অব্যাহত। তার মধ্যে রাজ্যের ঘাড়েই দোষ ঠেললেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

বাংলার ঐতিহ্য ট্যাবলোর মাধ্যমে দেশ-বিদেশের প্রতিনিধিদের সামনে দেখানোর এমন সুযোগ হাতছাড়া হওয়ায় রীতিমতো অসন্তুষ্ট রাজ্য সরকার। এবছর দিল্লির সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে মোট ২২টি ট্যাবলো অংশ নেবে বলে কমিটির বৈঠকে নির্ধারিত হয়েছে। এর মধ্যে ১৬টি রাজ্যের ও বাকি ছ'টি বিভিন্ন মন্ত্রক ও দফতরের। অংশগ্রহণের জন্য ৩২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং ২৪টি মন্ত্রক ও দফতর কেন্দ্রের কাছে আবেদন করেছিল।

জানা গেছে, কুচকাওয়াজের সময় কমাতেই এবার ট্যাবলোর সংখ্যা কম রাখা হয়েছে। বুধবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'বিশেষজ্ঞ কমিটির পরপর দু'টি বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের ট্যাবলো নিয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু তার পর আর কথা এগোয়নি।' সূত্রের খবর 'কন্যাশ্রী', 'সেভ গ্রিন, স্টে ক্লিন', 'জল ধরো, জল ভরো', এই তিন ট্যাবলোর প্রস্তাব পাঠিয়েছিল রাজ্য। কেন্দ্রেরও প্রায় একইরকম প্রকল্প আছে। এই যুক্তি দেখিয়ে খারিজ করেছে কেন্দ্র।

এর আগে ২০১৮-এর কুচকাওয়াজ থেকে পশ্চিমবঙ্গের ট্যাবলো বাদ পড়েছিল। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্রে খবর, দু'দফায় আলোচনার পরও পশ্চিমবঙ্গের প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছে বিশেষজ্ঞ কমিটি। বুধবার রাজ্যকে সরকারিভাবে একথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিকে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন এবং নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের সংঘাত চলছেই। এই পরিস্থিতিতে দিলীপ ঘোষ কেন্দ্রের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে বলেন, 'এটা নতুন নয়। ২০১৮ সালেও এরকম হয়েছে। ওরা যা খুশি করতে চাইছে। এরা জবরদস্তি সবকিছু করতে চায়। সব জায়গায় এসব চলবে না। এর জন্য আলাদা কমিটি আছে। তাদের সঙ্গে কথা বলে সমাধান করা উচিত।' তারপর তিনি কটাক্ষের সুরে বলেছেন. 'কেন বাংলার সঙ্গে বারবার এমন হয়। রাজনীতি না করে যাঁরা দায়িত্বে আছেন তাঁদের কথা বা উচিত। এতে মানরক্ষা হবে। সিস্টেম অনুযায়ী হওয়া চাই।'

যদিও ট্যাবলো বাতিল হওয়ার খবর লিখিতভাবে কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়নি বলেই দাবি করেছে রাজ্য সরকার। ২০১১ সালে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পরে দিল্লিতে সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে পশ্চিমবঙ্গের অংশগ্রহণের বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরই উদ্যোগে দীর্ঘ ১২ বছর পরে ২০১২ সালে দিল্লিতে সাধারণতন্ত্র দিবসের প্যারেডে যোগ দিয়েছিল রাজ্য। সে বার প্যারেডে রাজ্যের থিম ছিল পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্য। সেই বছর পশ্চিমবঙ্গের ট্যাবলো প্রথম স্থান অধিকার করেছিল।

বৃষ্টির মধ্যেও প্রস্তুতি চলছে গঙ্গাসাগর মেলার

গঙ্গাসাগর, ৩ জানুয়ারি (হি. স.) : হাতে মাত্র আর কয়েকটি দিন, তারপরেই ২০২০ সালের গঙ্গাসাগর মেলা শুরু হয়ে যাবে। আগামী ৮ জানুয়ারি সাগরদ্বীপে কপিলমুনির মন্দিরের পাদদেশে প্রতিবছরের মত এবছর ও গঙ্গাসাগর মেলার দ্বার উদ্ঘাটন হবে সরকারি ভাবে। আর সেই কারণে এই মুহূর্তে মেলার প্রস্তুতিতে চলছে চরম ব্যস্ততা। শুক্রবার বৃষ্টির মধ্যেই মেলার কাজের অগ্রগতি ক্ষতিয়ে দেখতে এলেন দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলাশাসক ডঃ পি উলগানাথন, সুন্দরবন পুলিশ জেলার এসপি বৈভব তিওয়ারি সহ জেলা প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা।

এবারের মেলায় অন্তত ৩০ লক্ষ পুন্যারথি আসবেন বলে অনুমান দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের। এবারে কথাও পূর্ণ কুম্ভমেলা না থাকার কারণে এই গঙ্গাসাগর মেলায় পুন্যারথিদের ভিড় বাড়বে বলেই অনুমান প্রশাসনের। সেই কারণে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সবথেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর। মেলায় এসে যাতে পুন্যারথিদের কোনরকম অসুবিধার মধ্যে না পরতে হয় সেই কারণে বিভিন্ন ধরনের নিরাপত্তা বলয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে। এবারের মেলাকে অনেকটা ডিজিটাল ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হবে বলে জানিয়েছেন জেলাশাসক। পাশাপাশি মুড়ি গঙ্গার নাব্যতা বাড়ানোর জন্য ইতিমধ্যেই ড্রেজিং এর কাজ ৯৫ শতাংশ করা হয়েছে বলে জেলা প্রশাশন সুত্রে জানান হয়েছে। এছাড়া ও গঙ্গাসাগর মেলায় আসা যাওয়ার জন্য এবার সাড়ে তিন হাজারের বেশি বাসের ব্যবস্থা করেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন। নতুন রূপে এবারের মেলা প্রাঙ্গনকে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। আর এবারের মেলাকে প্লাস্টিক মুক্ত ইকো ফ্রেন্ডলি মেলা হিসেবে ও গড়ে তোলা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলাশাসক। তবে ইতিমধ্যেই মেলার সময়ের ভিড় এড়াতে বহু পুন্যার্থি

ঙ্গাসাগর মেলা প্রাঙ্গনে এসেছেন ও সাগরে ডুব দিয়ে কপিল মুনির মন্দিরে পুজো দিয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

বিজেপির মন্ডল সভাপতিদের মত মুখ্যমন্ত্রীকে গেট মিটিং করতে হচ্ছে , দুর্ভাগ্যজনক বলে কটাক্ষ জ্যোতির্ময়ের

দুর্গাপুর, ৩ জানুয়ারি (হি. স.) : "১০-১২ বছর আগে বড় মাঠ খুঁজত তৃণমূল। ঘোষনা করত বাংলার অগ্নিকন্যা আসছে। ১-২ লাখ লোকের জমায়েতের কথা বলত। আজ হঠাৎ করে একজন মুখ্যমন্ত্রীকে গেট মিটিং করতে হচ্ছে। যা আমাদের মন্ডল সভাপতিরা করে। এর থেকে দুর্ভাগ্যজনক কি হতে পারে। শুক্রবার দুর্গাপুরে দলের সাংগঠনিক কর্মসুচীতে যোগ দিতে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করলেন পুরুলিয়ার বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাত।

উল্লেখ্য, সিএএ নিয়ে রাজ্য রাজনীতি সরগরম। বিরোধীতায় পুরোদমে ময়দানে নেমেছে খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তার পাল্টা এবার আসরে নামল বিজেপি। রাজ্যজুড়ে সিএএ সারমর্ম বোঝাতে জনসম্পর্ক অভিযানে নামছে বিজেপি কর্মীরা। আইনের বিস্তারিত সহ তৈরী করা হয়েছে লিফলেট ও পুস্তিকা। বৃহঃস্পতিবার মহিলা মোর্চার কর্মশালা করে বিজেপি। তারপর শুক্রবার দুর্গাপুর বিধানভবনে দলের ৭ সাংগঠিনক জেলার মন্ডল সভাপতিদের নিয়ে কর্মশালা করল বিজেপি। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সহ সভাপতি বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরী, সম্পাদক সুব্রত চট্টোপাধ্যায়, পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় মাহাত ও ৭ জেলার জেলা সভাপতি। সিএএ নিয়ে বিজেপির রাজ্য সহ সভাপতি বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরী মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে বলেন,' ২০০৫ সালে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সরব হয়েছিলন মমতা ব্যানার্জী। এখন হঠাৎ করে অনুপ্রবেশকারীদের মাতা-পিতার ভুমিকা নিয়ে পক্ষপাত্বিত্ব করে লড়াই করছেন। মানুষের কাছে সেটা বোঝাতেই "ডোর-টু-ডোর" সম্পর্ক অভিযান করবে বিজেপিকর্মীরা।' আবার এক ধাপ এগিয়ে পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় মাহাত বলেন,' রাজ্য সরকার ধরেই নিয়েছে পশ্চিবঙ্গ ভারতের মধ্যে নয়। বাংলাদেশের সঙ্গে মিলে গ্রেটার বাংলা করার জন্য লেগে পড়েছেন। তারজন্য ভারত সরকার কোন আইন না মানা। এমনকি কৃষকদের আর্থিক সাহায্য না পাওয়ার তালিকা পাঠানো হয়নি রাজ্য থেকে।' তিনি আরও বলেন,' আয়ুষ্মান ভারতের মতো প্রকল্প চালু হতে দেননি। তবে পুরুলিয়া সহ সারা রাজ্যের মানুষ বুঝে গেছে ২০২১ তৃণমূল ফিনিস।' কয়েকদিন আগে পুরুলিয়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা ও পদযাত্রা প্রসঙ্গে কটাক্ষের সুরে সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাত বলেন,' পুরুলিয়ায় গিয়ে মমতা ব্যানার্জী নিজেও বুঝে গেছেন। ১০ -১২ বছর আগে বড় মাঠ খুঁজত তৃণমূল। ঘোষনা করত বাংলার অগ্নিকন্যা আসছে। ১-২ লাখ লোকের জমায়েতের কথা বলত। আজ হঠাৎ করে একজন মুখ্যমন্ত্রীকে গেট মিটিং করতে হচ্ছে। যা আমাদের মন্ডল সভাপতিরা করে। এর থেকে দুর্ভাগ্যজনক কি হতে পারে।' তিনি বলেন,' ২০২১ রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠন করবে। এবং গনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করবে।

বিএমএস

● প্রথম পাতার পর

এরই অঙ্গ হিসেবে শুক্রবার ভারতীয় মজদুর সংঘ গোমতী জেলা কমিটির উদ্যোগে উদয়পুর রাজর্ষি কলাক্ষেত্রের সামনে থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের হয়ে গোমতী জেলার সিনিয়র ডেপুটি মেজিস্ট্যাট সজল বিশ্বাস এর নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেন। নেতৃত্বে ছিলেন ভারতীয় মজদুর সংঘের গোমতী জেলা সভাপতি গৌতম দাস, জেলা সম্পাদক পার্থ সারথি ঘোষ, ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের গোমতী জেলা সম্পাদক বিপ্লব বিজয় দে, উদয়পুর মহকুমা কমিটির সম্পাদক দিগ্বিজয় ভাওয়াল প্রমুখ। এদিন এই প্রতিবাদ মিছিলে কয়েক শতাধিক ভারতীয় মজদুর সংঘ সমর্থিত শ্রমিক মেহনতি মানুষ অং

ভারতীয় মজদুর সংঘের উদ্যোগে শুক্রবার সমগ্র দেশে ১৮ দফা দাবির সমর্থনে গনধর্না প্রদর্শন ও ডেপুটেশান প্রদান করা হয়। সমগ্র দেশের পাশাপাশি রাজ্যের প্রতিটি জেলার জেলা শাসকের নিকট এইদিন ডেপুটেশান প্রদান করা হয়। ব্যতিক্রম হয়নি খোয়াই জেলাতেও। ভারতীয় মজদুর সংঘ খোয়াই জেলা কমিটির উদ্যোগে শুক্রবার খোয়াই জেলার জেলাশাসকের নিকট ১৮ দফা দাবী নিয়ে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। এইদিন খোয়াই শহরে একটি বিশাল মিছিলসংগঠিত করা হয় ভারতীয় মজদুর সংঘ খোয়াই জেলা কমিটির উদ্যোগে। মিছিলটি খোয়াই শহর পরিক্রমা করে খোয়াই জেলার জেলাশাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। সেখান থেকে সাতজনের এক প্রতিনিধি দল জেলাশাসকের কার্যালয়ে গিয়ে জেলা শাসকের হাতে ১৮ দফা দাবি সম্বলিত স্মারক লিপি তুলে দেয়। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন ভারতীয় মজদুর সংঘ খোয়াই জেলা কমিটির সম্পাদক রাজেশ ঘোষ। তিনি সংবাদ প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে ডেপুটেশন প্রদানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানান। এদিন, রাজ্যের সবকটি জেলাতেই জেলা শাসকের কাছে এই দাবীতে ডেপুটেশন দিয়েছে বিএমএস।

আগরতলা

● প্রথম পাতার পর

নবপ্রজন্মকে সঠিকভাবে গঠন করা সম্ভব হবে। তাঁর কথায়, সমাজের প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টানো জরুরি, তাই মিছিল বের করেছি। কোনও রাজনৈতিক স্বার্থে নয়, সমাজকে জাগ্রত করতেই এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আমাদের সকলকে লড়াই করতে হবে। তবেই অপরাধ কমবে, বাড়বে সাজার হার।

তিনি আজ আবেগপ্রবণ হয়ে বলেন, নারীর প্রতি অত্যাচারের কাহিনি শুনে বুকে যন্ত্রণা অনুভব করি। মেয়ের বাবা হিসেবে সেই যন্ত্রণা সহ্য করা কঠিন। তাঁর কথায়, দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টানো খুবই জরুরি। কাউকে দোষারোপ করে নয়, নিজেকে বদলে সমাজকে সুন্দর করে তুলতে হবে। তাঁর বক্তব্য, কোনও সরকার নারীর প্রতি নির্যাতন কামনা করে না। তাই এ বিষয় নিয়ে রাজনীতিকরণ কাম্য নয়। তাঁর কথায়, ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুনভাবে চিন্তা শুরু করেছি। তাই শুধু নিজের দৃষ্টিভঙ্গি নয়, অন্যের দৃষ্টিভঙ্গিও পাল্টাতে চাইছি।

কটাক্ষের সুরে তিনি বলেন, আজকের কর্মসূচিকে রাজনৈতিক ভেবে যাঁরা আমাকে ভুল বুঝেছেন, তাঁদেরও দৃষ্টিভঙ্গি বদলাবে, এই আশা করি। তাই আজ যাঁরা বাধা দিয়েছেন, আগামীদিনে তাঁরাও এগিয়ে আসবেন, এই প্রত্যাশা করছি। তাঁর আবেদন, সমাজকে নতুনভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করি। তবেই মা-বোনদের মুখে আমরা হাসি ফুটাতে সক্ষম হব। তাঁর সাফ কথা, কোনও শক্তি প্রদর্শনের জন্য এই কর্মসূচি নেওয়া হয়নি। কারণ আজ যাঁরা এখানে উপস্থিত আছেন, সকলেই বিবেকের তাড়নায় এবং অন্তরের ডাকে এসেছেন।

তাঁর আরও আবেদন, যাঁরা আমাকে ভুল বুঝেছেন, তাঁদের হয়তো আমি বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছি। তাই, আপনাদের চিন্তাধারা বদলাবে এই আশায় রয়েছি। সাথে আপনাদের সান্নিধ্য পাব সেই কামনাও করছি।

পেশায়

● প্রথম পাতার পর

৪৮৪ জন পেপার-টু'তে, এসসি ক্যাটাগরিতে ১৩৭জন পেপার-ওয়ান এবং ২২১জন পেপার-টু'তে, এসটি ক্যাটাগরিতে ৩৬জন পেপার-ওয়ান এবং ৪৯জন পেপার-টু'তে এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী ক্যাটাগরিতে ৭জন পেপার-ওয়ান ও পেপার-টু'তে ১২জন যোগত্যা নির্ণয়ে সফলতা অর্জন করেছেন।

শ্রমিকদের

● প্রথম পাতার পর

পদক্ষেপ না নেওয়াতে শ্রমিকরা হতাশ হয়ে পড়েছে। শ্রমিকরা চাইছে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করে পুনরায় বাগান চালু করার জন্য।

অবিলম্বে চা বাগান চালু করে মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা করা না হলে শ্রমিক পরিবারগুলির মধ্যে অনাহার দেখা দেওয়ার আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠছে । এ বিষয়ে প্রশাসনের জরুরি হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়েছে।

চালক

● প্রথম পাতার পর

জানা যায় মদমত্ত অবস্থায় অতিরিক্ত গতিতে থাকার ফলেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শীরা দমকল বাহিনীকে খবর দিলে দমকল বাহিনীর কর্মীরা উদ্ধার করে নিয়ে যায় অমরপুর মহকুমা হাসপাতালে। আহত যুবকের অবস্থা খারাপ হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে গোমতী জেলা হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

অমিত শাহ

● প্রথম পাতার পর

নেওয়ার নয়। কংগ্রেস ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভক্ত করে ছিল।বিজেপি সভাপতি শাহ বলেন, যখন দেশ ভাগ হয়েছিল, তখন মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত নেহেরু এবং সর্দার প্যাটেল সহ একাধিক কংগ্রেস নেতা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু কংগ্রেস ভোট ব্যাংকের লোভে প্রতিশ্রুতি পূরণ করেনি। নরেন্দ্র মোদী এখন এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করছেন।এই জনসভা থেকে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীসহ রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রীকে অশোক গেহলটকেও আক্রমণ করেছেন অমিত শাহ। কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীকে খোঁচা দিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, 'রাহুল বাবা আপনি আইন (সিএএ) পড়েছেন, তাহলে যে কোনও জায়গায় আলোচনায় আসুন। যদি না পড়ে থাকেন, তাহলে ইতালীয় ভাষায় অনুবাদ করে পাঠিয়ে দেব, আইন পড়ে নেবেন।' কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস-সহ অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে অমিত শাহ বলেছেন, 'সমস্ত রাজনৈতিক দল একত্রিত হলেও, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন ইস্যুতে এক ইঞ্চিও পিছু হটবে না বিজেপি। আপনাদের যত খুশি ভুল তথ্য ছড়িয়ে দিন।' কংগ্রেসকে খোঁচা দিয়ে অমিত শাহ বলেছেন, 'শুধুমাত্র ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির জন্যই, বীর সাভারকারের মতো মহান ব্যক্তির বিরুদ্ধেও কু-কথা বলছে কংগ্রেস। কংগ্রেসীদের লজ্জা পাওয়া উচিত।' রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটকে আক্রমণ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, 'গেহলটজি সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন-এর বিরোধিতা করার পরিবর্তে, কোটায় প্রতিদিন শিশুমৃত্যুর বিষয়টির দিকে মনোযোগ দিন। একটু উদ্বেগ দেখান, মায়েরা আপনাকে অভিশাপ দিচ্ছেন।'

ধৃত এক

● প্রথম পাতার পর

পশু-সহ অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। এগুলো বাজারমূল্য ১৪ লক্ষ ৬৯ হাজার ৮২৮ টাকা। এছাড়া এর সাথে ১ লক্ষ বাংলাদেশি মুদ্রাও উদ্ধার হয়েছে বলে বিএসএফের ভারপ্রাপ্ত আইজি জানিয়েছেন। তিনি আরও জানান, সদ্যবিদায়ী ২০১৯ সালে ৩৪ কোটি ২৭ লক্ষ ২১ হাজার ৭৫০ টাকা মূল্যের নেশা জাতীয় ও পাচার সামগ্রী উদ্ধার করেছে বিএসএফ। তেমনি, নতুন বছর এখন পর্যন্ত ৮ কোটি ৬৭ লক্ষ ৪৯ হাজার ৮৫৩ টাকা মূল্যের নেশা জাতীয় এবং অন্যান্য পাচার সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে।

অন্যদিকে, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকারের নেতৃত্বাধীন পুলিশের দল তারকপুর কুকিতল সীমান্ত সড়কে পাচারের সময় ৯,৮০০টি ইয়াবা ট্যাবলেট-সহ পাথারকান্দি থানার অন্তর্গত নয়াগ্রামের যুবক সালে আহমেদ (২২)-কে আটক করেছে। উদ্ধারকৃত ইয়াবা ট্যাবলেটগুলির বাজারমূল্য প্রায় ৪৯ লক্ষ টাকা। খবর পেয়ে ছুটে যান উত্তর ত্রিপুরার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী। তিনি জানান, অসম থেকে ত্রিপুরা হয়ে বাংলাদেশে পাচারের জন্য বহু পরিমাণের ইয়াবা নিয়ে যাওয়া হবে বলে আগাম খবর পাওয়া গিয়েছিল। সেই খবরের ভিত্তিতে কদমতলা থানার পুলিশ পাচারকারীকে পাকড়াও করার জন্য ওত পেতে বসে থাকে। আজ বিকেল চারটে নাগাদ সাফল্য হাতে এসেছে, জানান তিনি। জেলা পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, ধৃত যুবককে আগামীকাল আদালতে পেশ করা হবে।

বনজ

● প্রথম পাতার পর

করে সেদিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করতে হবে।

এদিন বনমন্ত্রী মেবারকুমার জমাতিয়া বন দফতরের বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে আলোকপাত করেন। বনজ এলাকা ও বনজ সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। বনজ এলাকায় পাট্টাপ্রাপক সুবিধাভোগীদের পাট্টাজমি চিহ্নিতকরণের কাজে গতি আনতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ্যসচিব মনোজ কুমার নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার জন্য বনদফতরকে আন্তরিকভাবে কাজ করার পরামর্শ দেন। সভায় অতিরিক্ত মুখ্যসচিব এসকে রাকেশও বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেন ও মতামত প্রকাশ করেন।

এদিনের সভায় মুখ্য বনসংরক্ষক ড় অলিন্দ রস্তোগি বন দফরের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি, তার বাস্তবায়ন, অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। পর্যালোচনা সভায় বন দফতরের ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসের পর্যালোচনাসভায় গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে কতটা বাস্তবায়ন করা হয়েছে কতটা এখনও সম্ভব হয়নি সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আগামী বছরের অর্থাৎ ২০২০-২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েও সভায় আলোচনা করা হয়। আলোচনা থেকে জানা যায়, বনজ এলাকায় রেগার মাধ্যমে ২০১৮-১৯ বছরে ৮৮টি চেকড্যাম তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। চলতি বছরে রেগায় ৭৮টি চেকড্যাম তৈরির আনুমোদন দেওয়া হয়েছে। চলতি বছরে ৩১৯ কিমি রিভার সাইড প্ল্যান্টেশন এবং ৩২২ কিমি রোড সাইড প্ল্যান্টেশনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে বলে সভায় মুখ্য বনসংরক্ষক জানিয়েছেন।

অলিন্দ রস্তোগির কথায়, ত্রিপুরায় বাঁশচাষের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৩৫০ হেক্টর। ১৫২৩ হেক্টর এলাকায় বাঁশচাষ করা হয়েছে। তাছাড়াও পলিব্যাগ নার্সারি গড়ে তোলা হয়েছে। বনজ এলাকায় মৎস্যচাষ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি মাতাবাড়ি ব্লকে পাইলট প্রজেক্টের বিষয়ে উল্লেখ করেন। এ সম্পর্কে ড় রস্তোগি জানান, এই ব্লকের ২৪.৬ হেক্টর জলাশয়ে মৎস্যচাষের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এজন্য ৫৮টি ইউনিটকে ক্লাস্টার হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ইউনিটগুলিতে আগামী অর্থবছরের মধ্যে মাছের উৎপাদন তিনগুণ বাড়ানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও কল্যাণপুর, করবুক এবং রাজনগর এলাকায়ও এভাবে মাছের উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। জেএফএম কমিটিকে যুক্ত করেই এই মৎস্যচাষ করা হবে বলে তিনি জানান। ড় রস্তোগি জানান, বন এলাকায় বর্তমানে ৩৬১০টি জলাশয় রয়েছে। আয়তনে ২৪৪৯ হেক্টর। এরমধ্যে বনদপ্তর ও মৎস্য দফতর যৌথভাবে সার্ভের মাধ্যমে ৫৫৬টি জলাশয়ে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মাছচাষ করবে। এই জলাশয়গুলিতে জেএফএমসি ও স্ব-সহায়ক দলের মাধ্যমে মাছচাষ করা হবে বলে তিনি জানান।

এছাড়াও এদিনের সভায় জলশক্তি অভিযান, রোডসাইড বিউটিফিকেশন, দফতরের নতুন কর্মসূচি, কদমতলা ব্লকে আগর চাষের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এদিনের সভায় সচিব কিরণ গিত্যে, বিশেষ সচিব অপূর্ব রায় সহ বন দফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও অন্যান্য আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রয়াত

● প্রথম পাতার পর

মতবিনিময় করেন। উপস্থিত জনতাও মুখ্যমন্ত্রীকে সামনে পেয়ে এলাকার পানীয় জল, রাস্তা ইত্যাদি সম্পর্কিত বিভিন্ন অসুবিধার কথা তুলে ধরেন। অবিলম্বে বিষয়গুলির সমাধান করতে মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন।

মুখ্যমন্ত্রীকে সামনে পেয়ে এই বৃষ্টির সন্ধ্যায় স্থানীয় জনজাতি অংশের মানুষের উপস্থিত ছিলো লক্ষণীয়। মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরকালে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণপুরের বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, তেলিয়ামুড়া পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন রূপক সরকার, খোয়াই জেলার জেলাশাসক মিতা মোল, তেলিয়ামুড়ার মহকুমাশাসক ভাস্বর ভ-াচার্য, তেলিয়ামুড়া আর ডি ব্লকের বিডিও শান্তনু বিকাশ দাস। ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব অমিত রক্ষিত।

১২ জানুয়ারি পর্যন্ত

আটের পাতার পর

"দিদিকে বলো" কর্মসূচি পালন করছেন। কিন্তু এমনও অনেকে আছেন, যাঁরা সেই নির্দেশ মানছেন না। ফাঁকি মারছেন। তাঁদের নাম ইতিমধ্যেই জমা পড়েছে তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে। কারা কারা ফাঁকি মারছেন? তৈরি হয়েছে তালিকাও। তালিকায় যাঁদের নাম আছে, তাঁদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে ডেকে পাঠানো হচ্ছে। ডেকে সতর্ক করা হচ্ছে তাঁদের। সেইসঙ্গে আরও বেশকিছু নতুন নির্দেশও দেওয়া হচ্ছে। যারমধ্যে বেশ উল্লেখযোগ্য, "ফাঁকিবাজ" সেইসব নেতাদের এখন থেকে নিজেদের কাজ বা কর্মসূচি ফেসবুক লাইভ করে দেখাতে হবে। অর্থাৎ জনসংযোগের "লাইভ" প্রমাণ জমা দিতে হবে।

াঙ্গন

কিভাবে পথ চলা শুরু জসপ্রিত বুমরার

জসপ্রিত বুমরাহ আহমেদাবাদের একটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সে বড় হয়েছেন। তার যখন সাত বছর বয়স তখন বাবা মারা যান। তাকে এবং দিদিকে তার মা প্রতিপালন করেন। বাবা মারা যাওয়ার পর মায়ের সঙ্গে পরিবার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নেয়। বুমরাহর মা একজন স্কুল শিক্ষক যিনি অনেক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে তার সন্তানদের বড়ো করে তুলেছেন এবং পরবর্তীকালে তিনি একটি স্কুলের অধ্যক্ষ হন।২০১৩ সালে গুজরাট ও মুম্বইয়ের মধ্যে ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ততকালীন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কোচ ও ভারতের প্রাক্তন কোচ জন রাইটের নজরে আসেন বুমরাহ। ১৮ বছর বয়সে সবেমাত্র রাজ্যস্তরে ম্যাচ খেলা শুরু করেছেন তখন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের থেকে তাকে বেঙ্গালুরুতে দলে যোগ দেওয়ার জন্য ফোন করা হয়। বুমরাহ বলেন, 'আমি যখন ব্যাঙ্গালোর এসেছিলাম তখন আমার কাছে কেবলমাত্র গুজরাট দলের জার্সিটা ছিল। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স দলে আগে কেউ আমাকে দেখেনি। আমাকে বল করতে বলা হয়েছিল। চিন্নস্বামীর পিচ, তারপর উইকেটে প্রচুর ঘাস ছিল এবং প্রচুর পেস ছিল। আমি শচীন তেন্ডুলকর, রিকি পন্টিং সহ সকলকে বল করেছিলাম'। এরপর বুমরাহকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি।২০১৬ সালে ভারতের অস্ট্রেলিয়া সফরে শামির চোটের কারণে অপ্রত্যাশিতভাবে বুমরাহের ভারতীয় দলে অভিষেক হয়। দিল্লি থেকে বিমানে দুটো মুভি দেখে সিডনি পৌঁছান তিনি। নিশ্চিত ছিলেন না যে দল তাকে খেলাবে কিনা তবে খুব খুশি ছিলেন। সকালে পৌঁছে দলের সঙ্গে বিকেলে প্র্যাকটিস সারার কথা কিন্তু বৃষ্টির জন্য সেটাও হয়ে ওঠেনি। তখন বুমরাহ ভেবেছিলেন তার আর দলের হয়ে খেলা হবে না কারণ দল ইতিমধ্যেই ৪-০ তে পিছিয়ে। এর পরের দিন সকালবেলা তাকে বলা হয় যে 'তুমি ম্যাচে খেলছো'। তখন তিনি সামান্য নার্ভাস অনুভব করেছিলেন। এরপর মহেন্দ্র সিংহ ধোনির নেতৃত্বে ভারতের একদিনের দলে অভিষেক হয় তার এবং প্রথম আন্তর্জাতিক উইকেট হিসেবে স্টিভ স্মিথ এর উইকেট নেন বুমরাহ।২০১৯ এ শুরুতে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে টেস্ট ক্রিকেটে অভিষেক হয় জসপ্রিত বুমরাহের। মাত্র এক বছর খেলে বুমরাহ এখন একজন অভিজ্ঞ টেস্ট বোলার। টেস্টে তার অনেকগুলি পাঁচ-উইকেট শিকার হয়েছে এবং সেগুলি বিদেশের বিভিন্ন দেশ যেমন দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজে এবং সবই তার প্রথম সফরে। এশিয়ার আর কোনও বোলার এই দাবি করতে পারবেন না ওয়াসিম আক্রম বা ওয়াকার ইউনিসও নন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট ক্রিকেটে হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন তিনি। মাত্র ১২ টি টেস্ট ম্যাচ খেলে টেস্ট ক্রমতালিকায় ৩ নম্বরে উঠে আসেন বুমরাহ। এরপর চোটের জন্য অনেক দিন মাঠের বাইরে ছিলেন এবং রবিবার শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি ম্যাচ দিয়ে আবার শুরু করবেন তিনি।

সৌরভই পারবে! বলছেন কিনা প্রাক্তন পাক অধিনায়ক!

বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে সামনে রেখে আবার ভারত-পাক সিরিজ? ভারতের কোনও ক্রিকেট পাগল এ নিয়ে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ করে যে সময় নষ্ট করবেন না, সেটা বলাই বাহুল্য। কিন্তু পাকিস্তানের কেউ কেউ এখন সেই ভাবনার প্রদীপে সলতে পাকানো শুরু করেছেন।বরফ গলানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন প্রাক্তন পাকিস্তান অধিনায়ক রশিদ লতিফ। স্বপ্নের কথা বলে রশিদ বলেছেন, আমি সৌরভের ওপর ভরসা রাখছি। কারণ, ২০০৪ সালে বিসিসিআই পাকিস্তান সফরে রাজি হয়নি। সৌরভ, দল আর বিসিসিআইকে রাজি করিয়েছিল। দারুণ হয়েছিল সে সফর। দুর্দান্ত লড়াই হয়। সিরিজ জিতে ফিরেছিল ভারত। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে পাক উইকেট কিপার বলছেন, এবার তো সৌরভ নিজেই বোর্ড প্রেসিডেন্ট। সিদ্ধান্ত ওর হাতে। সরকারকে যদি রাজি করাতে পারে, তাহলে দীর্ঘ দেড় দশকের খরা কেটে যাবে। পিসিবি প্রেসিডেন্ট এহসান মানিকেও ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন। আর ক্রিকেটই পারে দু"দেশের সম্পর্কের শীতলতা দূর করতে।২০০৪-এর সিরিজের পর পাকিস্তান সফরে শেষবার ভারত যায় ২০০৫-২০০৬ সিরিজে। ভারত অধিনায়ক তখন রাহুল দ্রাবিড়। সেবার হেরেছিল ভারত। দু"দেশের শেষ সিরিজ হয় ২০০৭-২০০৮ সালে। সেবার ওয়ান ডে সিরিজ। ভারতে সেবার পাঁচ ম্যাচের সিরিজে পাকিস্তান হারে ২-৩ ম্যাচে। সেটাই শেষ দ্বিপাক্ষিক সিরিজ। আইসিসি টুর্নামেন্টে অবশ্য দু"দেশ এর মাঝে কয়েকবার মুখোমুখি হয়। কিন্তু দ্বিপাক্ষিক সিরিজ ১১ বছর আগে শেষবার হয়।

নো-বল স্পটিং" ক্যামেরার ব্যবহার শুরু করে দিয়েছে বিসিসিআই

২০২০-র আইপিএল থেকে চালু হচ্ছে "নো-বল স্পটিং" ক্যামেরার ব্যবহার। এই কামেরার মাধ্যমেই চুলের ব্যবধানে হওয়া নো-বল নির্ধারণ করতে সুবিধা হবে আম্পায়ারদের। সূত্রের খবর, সেই ক্যামেরার প্রযুক্তি নিয়ে ইতিমধ্যেই গবেষণা করে দিয়েছে বিসিসিআইবিসিসিআই সূত্রে খবর, কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে দেশের প্রথম দিন-রাতের টেস্টে পরীক্ষামূলক ভাবে "নো-বল স্পটিং" ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতের টি-টোয়েন্টি এবং ওয়ান ডে ম্যাচেও ফিল্ড আম্পায়ারদের টুপিতে এই ক্যামেরা লাগানো থাকবে বলে বিসিসিআই সূত্রে খবর।গত আইপিএল-এ আম্পায়ারদের ভুল নো-বল ডাকা নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল আইপিএল কমিটিকে। আইপিএল খেলানো আম্পায়ারদের যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। একই ভুল যাতে আর না হয়, তাই ২০২০-র আইপিএল-এ "নো-বল স্পটিং" ক্যামেরার ব্যবহার শুরু করতে চলেছে বিসিসিআই।বিষয়টি এখন পরীক্ষামূলক স্তরে আছে বলে বিসিসিআই-র তরফে জানানো হয়েছে। আগামী আইপিএল-এ এর পূর্ণ ব্যবহার চোখে পড়বে। পরবর্তী কালে আন্তর্জাতিক স্তরেও এই ক্যামেরার ব্যবহার করা হবে বলে বিসিসিআই-র একটা সূত্রের তরফে দাবি করা হয়েছে।

সিডনি টেস্টে রানের খাতা খুলতে রেকর্ড বল খেললেন স্টিভ স্মিথ

সিডনি: নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের তৃতীয় তথা শেষ টেস্টে দারুণ শুরু করেছে অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু মার্নাস ল্যাবুশেনের সেঞ্চুরির পাশে শুক্রবার এসসিজি-তে স্টিভ স্মিথের ব্যাটিং ছিল নেতিবাচক। কারণ প্রথম রান করতে এদিন ৩৯ বল খেলেন প্রাক্তন অজি অধিনায়ক।সিডনিতে শুক্রবার প্রথম দিনের শেষে ল্যাবুশেনের অপরাজিত সেঞ্চুরি এবং স্মিথের হাফ-সেঞ্চুরির দৌলতে তিন উইকেটে ২৮৩ তুলেছে অজিবাহিনী। ১৩০ রানে অপরাজিত রয়েছেন ল্যাবুশানে। তবে ৬৩ রানে প্যাভিলিয়নের পথ ধরেছেন স্মিথ। কিন্তু হাফ-সেঞ্চুরি করলেও সবচেয়ে বেশি বলে খাতা খোলার ক্ষেত্রে এদিন নজির গড়েন টপ-অর্ডার অজি ব্যাটসম্যান।সিডনিতে এদিন রানের খাতা খুলতে ৪৩ মিনিট ৩৯ বল খরচ করেন স্মিথ। যা তাঁর কেরিয়ারের দীর্ঘতম। এর আগে ২০১৪ ভারতের বিরুদ্ধে মেলবোর্নে রানের খাতা খুলতে ১৮ বল নিয়েছিলেন প্রাক্তন অজি অধিনায়ক। খাতা খুলতে এদিন রেকর্ড গড়লেও সিডনির গ্যালারির প্রশংসা কুড়িয়ে নেন স্মিথ। ১৯৯১-এ ডেভিড বুনের পর কোনও অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যান টেস্টে খাতা খুলতে এত বেশি বল খেলেননি।দাবানলের ভ্রুকুটি এড়িয়ে সিডনিতে এদিন নির্ধারিত সময়েই খেলা শুরু হয়। টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন অজি অধিনায়ক টিম পেইন। লম্বা হয়নি ওপেনার জো বার্নসের ইনিংস। মাত্র ১৮ রানে প্যাভিলিয়নে ফেরেন তিনি। অর্ধশতরান থেকে পাঁচ রান দূরে দাঁড়িয়ে সাজঘরে ফেরেন আরেক ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার। এরপর জুটি বাঁধেন ল্যাবুশেন-স্মিথ জুটি।তৃতীয় উইকেটে ল্যাবুশেন ও স্মিথ ১৫৬ রান যোগ করে দলকে ভালো জায়গায় পৌঁছে দেন। ল্যাবুশেন টেস্টে কেরিয়ারে চতুর্থ সেঞ্চুরি করলেও ব্যক্তিগত ৬৩ রান করে গ্র্যান্ডহোমের বলে টেলরের হাতে ক্যাচ দিয়ে ড্রেসিংরুমে ফেরেন। স্মিথের ইনিংস ছিল অত্যন্ত রক্ষণাত্মক। ১৮৪ বলের ইনিংসে মাত্র ৪টি বাউন্ডারি মারেন তিনি।যতদিন যাচ্ছে, তত চওড়া হচ্ছে ল্যাবুশেনের উইলো। পারথে প্রথম টেস্টের পর ফের তিন অঙ্কের রান এল তাঁর ব্যাট থেকে। ২০১৯ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে টেস্ট ক্রিকেটে সর্বাধিক ১১০৪ রান করেন ল্যাবুশেন। শুক্রবারও বছরের প্রথম টেস্ট ইনিংসে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ফের ইতিবাচক বার্তা দিলেন ল্যাবুশেন। কেরিয়ারের ১৪টি টেস্টে চতুর্থ শতরান হাঁকিয়ে ফেললেন টেস্ট ক্রিকেটের প্রথম কনকাশন রিপ্লেসমেন্ট।

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে নতুন হেয়ার স্টাইলে বিরাট কোহলি

২০১৯ বছরটি দারুন কেটেছে বিরাট কোহলির। তার অধিনায়কত্বে ভারতীয় দল বর্তমানে সাফল্যের শীর্ষে। ২০২০ এর শুরুতেই শ্রীলঙ্কা এবং অস্ট্রেলিয়া আসছে ভারত সফরে। রবিবার গুয়াহাটিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তিন ম্যাচের ছয়দিনের সংক্ষিপ্ত টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হচ্ছে।কোহলি ভারতীয় দলের হয়ে খেলতে শুরু করার পর থেকে ভারতের সঙ্গে একটিও সিরিজ জিততে পারেনি শ্রীলঙ্কা। এবার শ্রীলঙ্কা সেই ধারা ভাঙতে পারে নাকি ভারতের আধিপত্য বজায় থাকবে সেটা সময় বলবে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের পর অভিনেত্রী পত্নী অনুষ্কা শর্মাকে নিয়ে সুইজারল্যান্ড ঘুরে এসেছেন বিরাট। সুইজারল্যান্ডেই পুরোনো বছরের শেষ ও নতুন বছর শুরুর সন্ধিক্ষণ অর্থাত বর্ষবরণের রাত কাটান।দেশে ফিরেই নতুন বছরের হেয়ার স্টাইল করতে ছুটেন ফ্যাশন স্টাইলিস্ট আলিম হাকিমের কাছে। এমনিতেই ভারত অধিনায়কের স্টাইল বলিউড তারকাদের পিছনে ফেলে দেয় এবং তরুণদের কাছেও দারুন জনপ্রিয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই "টপ-কাট" হেয়ার স্টাইলের ছবি ভক্তদের উদ্দেশ্যে শেয়ার করেছেন বিরাট।

ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট দ্বৈরথ ফেরাতে সৌরভকে উদ্যোগ নেওয়ার আর্জি রশিদ লতিফের

করাচি : ভারতীয় বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে একের পর এক দৃষ্টান্তমূলক সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এবার ভারত-পাকিস্তানের ক্রিকেটীয় দ্বৈরথ ফেরাতে সৌরভেরই দ্বারস্থ হলেন প্রাক্তন পাক অধিনায়ক রশিদ লতিফ। আর্জি জানালেন, ২০০৪ সালে ভারতের পাকিস্তান সফরের নেপথ্যে যেমন সদর্থক ভূমিকা ছিল সৌরভের, ফের একবার সেরকমই উদ্যোগ নিন অধুনা ভারতীয় বোর্ডের প্রেসিডেন্ট।লতিফ বলেছেন, "ভারত-পাকিস্তানের পূর্ণাঙ্গ দ্বিপাক্ষিক দ্বৈরথ শুরু না হলে দুই দেশের সম্পর্কে উন্নতি ঘটবে না। গোটা বিশ্ব ভারত-পাকিস্তানের ক্রিকেট যুদ্ধ দেখতে চায়। প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং বোর্ড প্রেসিডেন্ট হিসাবে পাকিস্তানের ক্রিকেট বোর্ড ও এহসান মানিকে সাহায্য করতে পারে সৌরভই।" পাক বোর্ডের তরফেও সদর্থক ভূমিকা দাবি করেছেন লতিফ।

পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক বলেছেন, "পাক ক্রিকেট বোর্ডের চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার ওয়াসিম খানের উচিত সেরা দলগুলোকে পাকিস্তান সফরে উদ্বুদ্ধ করা কারণ তাতে পাক ক্রিকেট ও ঘরোয়া ক্রিকেটারেরা উপকৃত হবে।" লতিফ যোগ করেছেন, "২০০৪ সালে যখন পাকিস্তান সফর নিয়ে আগ্রহ দেখাচ্ছিল না ভারতীয় বোর্ড, সৌরভই উদ্যোগী হয়ে ভারতীয় বোর্ড ও ক্রিকেটারদের বুঝিয়েছিল। সেটা ছিল স্মরণীয় সফর কারণ দীর্ঘদিন পরে ভারত পাকিস্তানের মাটি থেকে জিতে ফিরেছিল।"প্রায় ১৬ বছর আগের সেই সফরে ভারত ৩-২ ব্যবধানে ওয়ান ডে সিরিজ জিতেছিল। টেস্ট সিরিজ জিতেছিল ২-১ ব্যবধানে। লতিফ বলেছেন, "প্রায় এক দশক পরে শ্রীলঙ্কা পাকিস্তান সফরে আসায় শুধু যে স্বস্তি পেয়েছি তাই নয়, দেশের ক্রিকেটপ্রেমী জনতাও খুশি হয়েছে। আন্তর্জাতিক ম্যাচ না হওয়ায় আমাদের অনেক স্টেডিয়ামও হতশ্রী অবস্থায় রয়েছে।"

সর্বগ্রাসী দাবানলে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে অজি-ক্রিকেটাররা

চরম মানবিক এবং একইসঙ্গে বেনজির সিদ্ধান্ত নিয়ে দাবানল- আক্রান্তদের পাশে দাঁড়ালেন অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বসেরা ক্রিকেটাররা।সর্বগ্রাসী দাবানলে জ্বলছে অস্ট্রেলিয়া। এই দাবানলে প্রাণহানি হয়েছে, ঘরহারা হচ্ছেন অসংখ্য মানুষ। বন্য প্রাণীদের মৃতদেহ তৈরি করেছে পাহাড়।এই মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে মানবিক পদক্ষেপ নিলেন অস্ট্রেলিয়ার কয়েকজন ক্রিকেটার। বাইশ গজে দাঁড়িয়েই অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়াতে একের পর এক এগিয়ে এলেন ক্রিস লিন, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, ডার্চি শর্ট, ফাওয়াদ আহমেদ।হার্ডহিটার ক্রিস লিন-ই করেন প্রথম ঘোষণাটি। টুইটারে তিনি লেখেন, অস্ট্রেলিয়ার নিজস্বট২০ টুর্নামেন্ট "বিগ ব্যাশ"-এ ব্রিসবেন হিট দলের হয়ে তিনি যতগুলি ছক্কা মারবেন, তার প্রতিটির জন্য ২৫০ অস্ট্রেলিয়ান ডলার দান করবেন। লিনের এই ঘোষণার কিছুক্ষণের মধ্যেই এলো আর এক বিগহিটার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল-এর টুইট। সঙ্গী ডার্চি শর্ট টুইটারে নিজের ব্যাটিং ও দাবানলের ছবি একসঙ্গে পোস্ট করে লিন লিখেছেন, ' বন্ধুরা, এ বছর বিগ ব্যাশে আমি যত ছক্কা মারব, প্রতিটির জন্য ২৫০ ডলার "রেড ক্রস বুশফায়ার আপিল"-এ দান করবো।'

সামনে এল রোনাল্ডোর দুর্বলতা! হিরের ঘড়ি পরে কাঁপালেন তারকা

কলকাতা: একটা ঘড়ির দাম কত হতে পারে? আর সেই ঘড়ি যদি হয় ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর মতো তারকার! আন্দাজ করতে পারেন, কোন ব্র্যান্ডের কত দামের ঘড়ি পড়েন রোনাল্ডো? নতুন বছরে আন্তর্জাতিক স্পোর্টস কনফারেন্সে যোগ দিতে দুবাই এসেছিলেন পাঁচবারের ব্যালন ডি"অরজয়ী। আর সেখানেই ফাস ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ঘড়ি রহস্য। রোনাল্ডোকে উপহার দেওয়ার জন্য এখনও পর্যন্ত তাদের হাতঘড়ি তৈরির ইতিহাসে সবথেকে দামি ঘড়ি বানিয়েছে রোলেক্স। সুইস ঘড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থাটি রোনাল্ডোকে যে ঘড়িটি উপহার দিয়েছে সেটার দাম চার লক্ষ ৮৫ হাজার ৩৫০ ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা। শুনে চোখ কপালে ওঠার অবস্থা তো! কিন্তু কি আছে এই ঘড়িতে? কেন এত দাম? শুনুন তাহলে।৩০ ক্যারেট হিরে দিয়ে তৈরি এই হাতঘড়ির ব্রেসলেট তৈরি হয়েছে ১৮ ক্যারেটের হোয়াইট গোল্ড দিয়ে। যার পুরুত্ব ৩০ মিলিমিটার। ঘড়ির ডায়াল, বেজেল ও ব্রেসলেটে শোভা পাচ্ছে হিরের ঝলমলানি। ফ্যাশনেবল হাত ঘড়ির দিকে বরাবরই ঝোঁক ক্রিশ্চিয়ানোর। ড্রেসকোডের সঙ্গে সঙ্গে তাই সময় সময় বদলে যায় রোনাল্ডোর হাতঘড়িও। জুভেন্তাস তারকার ব্যবহৃত ঘড়ির ব্র্যান্ড জানেন? সাধারণত সুইচ ঘড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থা ফ্রাঙ্ক মুলারের হাতঘড়ি ব্যবহার করেন রন। যাদের ঘড়ির ট্যাগ লাইন ই হলো হল, "মাস্টার অফ কম্পিকেশনস"। তবে শুধু রোনাল্ডোই নন, ডেমি মুর, এলটন জন, হোসে মোরিনহোর মত বিশ্বের তাবড় সেলিব্রেটিরা ফ্রাঙ্ক মুলারের ক্লায়েন্ট। রোনাল্ডো ফ্রাঙ্ক মুলারের যে মডেলটি ব্যবহার করেন তার দাম দেড় মিলিয়ন ডলার। অর্থাত দামি ঘড়ি ব্যবহার রোনাল্ডোর কাছে নতুন কিছু নয়।তবে দুবাইতে বিশ্বের অন্যতম সেরা ফুটবলারকে উপহার দেওয়ার জন্য রোলেক্স সাড়ে তিন কোটি টাকার মূল্যের যে ঘড়ি তৈরি করেছে তা রীতিমতো শোরগোল ফেলে দিয়েছে খেল দুনিয়ায়।

বলের মধ্যে এক আশ্চর্য উপহার! ব্রেটলিকে অবাক করলেন আক্রম

দু"জনে একসময়ে বল হাতে তাণ্ডব চালিয়েছেন। একজন রিভার্স সুইংয়ের যাদুকর। আরেকজনের গতি। চোখে মুখে প্রকাশ পেত প্রতিপক্ষ ব্যাটসম্যানদের আতঙ্ক। ওয়াসিম আক্রম এবং ব্রেটলি। এখন দু"জনেই ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। দু"জনেই এখন ধারাভাষ্য দেন। চলতি পাকিস্তান এবং অস্ট্রেলিয়ার সিরিজেও ওয়াসিম আক্রম এবং ব্রেটলিকে ধারাভাষ্য দিতে দেখা যাচ্ছে। শুক্রবার ধারাভাষ্য দিতে গিয়েই ব্রেটলিকে একটি লাল বল উপহার দিলেন ওয়াসিম। তবে এই বল কোনও যেমন-তেমন বল নয়। উপহার দেওয়ার মুহূর্তের একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে ব্রেটলি লিখেছেন, "ধন্যবাদ সুইংয়ের সুলতান। এটাই কি তোমার এতগুলো উইকেটের রহস্য?" সেই ভিডিওটিতেই ব্রেটলি দেখিয়েছেন, কেন এই বলটি টেস্টের লাল বলের চেয়ে আলাদা। বলটির ওপরের অংশটি ঘুরিয়ে খোলা যায়। সেটি খুললেই দেখা যাবে, এটি আসলে কোনও বল নয়। এটা পারফিউম। ব্রেটলিকে সেই পারফিউমটি গায়ে মাখতেও দেখা গিয়েছে ভিডিওটিতে। ওই বলটিতে ওয়াসিম আক্রমের টেস্ট উইকেট সংখ্যাও সোনালি রঙ দিয়ে খোদাই করে লেখা আছে। ওয়াসিম আক্রমের দেওয়া এই উপহারটি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট হতেই উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েন অনেকে। দুই বোলারের বন্ধুত্বেরও প্রশংসা করেন অনেকে।

আউট দেওয়ায় গালিগালাজ চাপে সিদ্ধান্ত বদল আম্পায়ারের

তাঁকে ভারতের অন্যতম প্রতিশ্রুতিমান ব্যাটসম্যান হিসেবে ধরা হচ্ছে। কুড়ি বছর বয়সি শুভমন গিল ইতিমধ্যে জাতীয় দলের হয়েও অভিষেক করে ফেলেছেন। আইপিএল-এ কলকাতা নাইট রাইডার্স-এর ব্যাটিং-এ অন্যতম ভরসাও তিনি। এ হেন প্রতিশ্রুতিমান শুভমন গিল শুক্রবার রঞ্জি ট্রফির ম্যাচে বড়সড় বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন। আউটের সিদ্ধান্ত মানতে না পেরে মাঠেই আম্পায়রকে গালাগাল দেওয়ার অভিযোগ উঠল তাঁর বিরুদ্ধে। এমন কী, চাপে পড়ে আম্পায়ার আউটের সিদ্ধান্ত বদলে ফের শুভমনকে খেলতেও দেন।সবমিলিয়ে শুক্রবার চূড়ান্ত নাটকের সাক্ষী থাকল মোহালির আই এস বিন্দ্রা স্টেডিয়াম।শুক্রবার রঞ্জি ট্রফির ম্যাচে দিল্লির মুখোমুখি হয়েছিল পঞ্জাব। দলের হয়ে ব্যাট করতে নেমে পঞ্জাবের ওপেনার শুভমন যখন ব্যক্তিগত দশ রানে ব্যাট করছিলেন, তখন দিল্লির স্পিনার সুবোধ ভাটির বলে তাঁকে স্টাম্প করেন দিল্লির উইকেটকিপার।

বারো দিনে ৬০০ কিলোমিটার ট্রেল-রানিং, বাঙালি পর্বতারোহীকে কুর্নিশ জানাচ্ছে গোটা দেশ

শুভময় মণ্ডল: বাস্তব আর স্বপ্নের মধ্যে সখ্যতা বড় একটা দেখা যায় না। বিশেষ করে আমআদমির জীবন মানেই রঙিন স্বপ্ন বছর পেরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই ধুয়ে মুছে সাফ। ছোটবেলায় যেসব রঙিন স্বপ্ন মানুষ দেখে, বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা সাদাকালোর পরিণত হয়। কিন্তু সেই স্বপ্ন কি মরে যায়? সুপ্ত বাসনাকে টেন হিঁচড়ে বাস্তবের মাটিতে ফেলার আকাঙ্ক্ষা কি জাগে না? তা বোধহয় নয়। অনেক সময়ই রুক্ষ বাস্তবের পাশাপাশি নিজের স্বপ্নরাজ্যেও সন্ধান পায় মানুষ। অভিষেক তুঙ্গ তেমনই একজন। কিন্তু কে এই অভিষেক তুঙ্গ?নামে এই ব্যক্তিকে চেনা যাবে না। বিখ্যাত কোনও সেলিব্রিটি তিনি নন। ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রামে লক্ষ লক্ষ ফলোয়ার্সও তাঁর নেই। কিন্তু অখ্যাত এই ব্যক্তি নিজের স্বপ্নের উড়ান সফলভাবে উড়িয়েছেন। মাত্র ১২ দিনে ৬০০ কিলোমিটার ট্রেল-রানিং করে ইতিমধ্যেই পর্বতপ্রেমী ও ক্রীড়াপ্রেমীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তিনি। পেয়েছেন এই বছরের "মোস্ট প্রমিসিং মাউন্টেনিয়ার"-এর পদক।বছর উনত্রিশের এই যুবক আদতে একজন অধ্যাপক। মেঘনাদ সাহা ইনস্টিটিউটে মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার পড়ান তিনি। এমন এক মাস্টারমশাইয়ের চোখে যে দিনের পর দিন ট্রেল-রানিংয়ের স্বপ্ন বুনে চলেছেন, তা কে জানত? কিন্তু পড়ানোর ফাঁকে নিজেকে গড়াপেটার কাজ করে গিয়েছেন অভিষেক। ট্রেল-রানিংয়ের জন্য সবার আগে দরকার শারীরিক সক্ষমতার। সেদিকেই মন দিয়েছিলেন তিনি। আর তার ফলও পান হাতেনাতে। পান "মোস্ট প্রমিসিং মাউন্টেনিয়ার"-এর সম্মান। অতীতে যে অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন বসন্ত সিংহরায়, দেবাশিস বিশ্বাস, দেবরাজ দত্ত ও মলয় মুখার্জির মতো পর্বতারোহীরা।কী এই ট্রেল-রানিং?অনেকে একে স্কাই-রানিংও বলে থাকেন। আসলে রক ক্লাইম্বিং বা ট্রেকিংয়ের মতো এটিও পর্বতারোহণের একটি স্পোর্টস। সাধারণত গরম আবহাওয়াসম্পন্ন অঞ্চলে এই দৌড় হয়ে থাকে। পর্বতোরোহীদের পাহাড়ের চড়াই-উতরাইকে তোয়াক্কা না করে মাইলের পর মাইল দৌড়ে যেতে হয়।

পাহাড়, পর্বতারোহণ আর খেলা যারা ভালবাসে, ট্রেল-রানিং তাদের অনেকের কাছেই নেশার মতো। অভিষের তেমনই একজন।অভিষেক তুঙ্গ সম্প্রতি সহ্যাদ্রি পর্বতমালায় ট্রেল-রানিং করেছেন। মাত্র ১২ দিনে ৬০০ কিলোমিটার দৌড়েছেন তিনি। তাঁর স্বপ্নের উড়ান শুরু হয়েছিল ২৩ ডিসেম্বর। সেদিন গুজরাটের নবগ্রাম থেকে দৌড় শুরু করেন তিনি। শেষ করেন ৩ জানুয়ারি মহারাষ্ট্রের লোনাভালায়। তবে তাঁকে যদি শুধু ট্রেল-রানিংয়ের জন্য বাহবা দেওয়া হয়, তবে তাঁর কৃতীত্বকে ছোট করা হবে। কারণ দৌড়ের সময় তিনি নিজের জিনিসপত্র নিজেই বহন করেছেন। সাধারণত এসব ক্ষেত্রে কেউ নিজের জিনিস নিজে বহন করে না। এতে দৌড়ে অসুবিধা হয়। কিন্তু অভিষেক ব্যতিক্রম। ৫ কেজি ওজনের ব্যাগ নিয়ে প্রতিদিন তিনি ৫০ কিলোমিটার দৌড়তেন। শেষ দু"দিনের রাস্তা ছিল বেশ দুর্গম। প্রায় পুরোটাই পাহাড়, জঙ্গলে পরিপূর্ণ। ভাঁড়ারও নিঃশেষ। এনার্জি বারের ভরসায় পাড়ি দিয়েছেন প্রায় ৪৮ ঘণ্টার পথ। সম্ভবত এই রুটে আগে কেউ এতটা দৌড়াননি। সেই হিসেবে এটা কিন্তু একটা রেকর্ডও।অভিষেকের এই যুদ্ধজয়ে গর্বিত গোটা বাংলা। ফেসবুকে পোস্ট হয়েছে তাঁর ছবি। আর সেখানে একের পর এক আসছে শুভেচ্ছাবার্তা। অনুরাগীদের শুভেচ্ছাবার্তায় তিনি আপ্লুত। তাদের ধন্যবাদও দিয়েছেন তিনি। কীভাবে তিনি জার্নি শেষ করেছেন, অনুরাগীদের জন্য তার কোলাজ তিনি রেখে দিয়েছেন তাঁর ফেসবুকের ছবিতে। তাতে যেমন রয়েছে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার সৌন্দর্যগাথা, তেমনই রয়েছে তাঁর যাত্রাসঙ্গী ট্রেকিং ব্যাগ আর জুতোর কথা। অভিষেকের এই জেদ আশা জাগিয়েছে অনেকের মনে। হয়তো বাংলা আরও এক পর্বতারোহীকে পেতে চলেছে যার ইতিবৃত্ত ধ্বনিত হবে বিশ্বজুড়ে। ভবিষ্যত তো এভাবেই গড়ে ওঠে।

Press Notice Inviting e-Tender No. 20/EE/Engg-Cell/Samagra/2019-20 Dated:- 01/01/2020

The Executive Engineer, Engineering Cell, Samagra Shiksha Abhiyan, Shiksha Bhawan, 3rd Floor, Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' **online percentage/ item rate e- tender** from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD **up to 3.00 P.M. on 24/01/2020** for the following work:-

Sl No.	Name of the work	Estimated cost	Earnest Money	Time For Completion	Last date & time document down-loading and bidding	Time and date of opening of bid	Document down-loading and bidding application	Class of bidder
1	Repair/ renovation of existing 19 nos. of J.B/S.B / High/ Schools under Matabari, Tepania, Kakraban , Killa, Amarpur, Ampi and Karbook Block of Gomati District Tripura under NDRF Scheme. DRAFT NIT NO: 38/SE/ENGG.CELL/DSE/2019-20.	Rs. 33,00,570.00	Rs. 66,011.00	2(Two)Months	U pto 15.00 Hrs on 24/01/2020	27/01/2020 Hrs on 15.00 Hrs	http:// tripuratgenders .gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of bid closing with option for Re-submission , wherein only their latest submitted Aid would be considered for evaluation. The e-procurement website will not allow any Bidder to attempt bidding, after the schedule date and time. Submission of bids physically is not permitted. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.

ICA/C-2086/2019-20

**Executive Engineer, Engineering Cell
Samagra Shiksha, Shiksha Bhawan, 3rd Floor, Agartala**

রাজনীতির কারণে বীর সাভারকরকে অপমান করছে কংগ্রেস : অমিত শাহ

যোধপুর, ৩ জানুয়ারি (হি.স.) : রাজনীতির কারণে কংগ্রেস মহান বিপ্লবী বীর সাভারকরকে অপমান করছে। শুক্রবার রাজস্থানের যোধপুরে বিজেপির 'অভিনন্দন সমারোহ' জনসভা থেকে কংগ্রেসকে আক্রমণ করে একথা বলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার থেকে ভোপালে কংগ্রেস সেবাদল কর্মীদের দশ দিনের প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রশিক্ষিত প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে 'বীর সাভারকর কিতনে বীর' নামের পুস্তিকা বিলি করা হয়েছে। এতে সাভারকার সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করা হয়েছে। যা নিয়ে কংগ্রেসকে খোঁচা দিয়ে অমিত শাহ বলেছেন, 'শুধুমাত্র ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির জন্যই, বীর সাভারকারের মত মহান ব্যক্তির বিরুদ্ধেও কু-কথা বলছে কংগ্রেস। কংগ্রেসীরা যারা সাভারকর সম্পর্কে অশ্লীল মন্তব্য করেন তাদের লজ্জা পাওয়া উচিত।

শরণার্থীরা আপনার কী ক্ষতি করেছে, সিএএ নিয়ে মমতা কটাক্ষ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

যোধপুর, ৩ জানুয়ারি (হি.স.) : সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন-এর বিরোধিতা করার পরিবর্তে শিশুমৃত্যুর দিকে মনোযোগ দিন। শুক্রবার রাজস্থানের যোধপুরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটকে এভাবেই আক্রমন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

রাজস্থানের কোটায় শিশু মৃত্যুকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠছে। এখনও পর্যন্ত ১০০-র বেশি শিশু মৃত্যু হয়েছে। গত তিন দিনে মৃত্যু হয়েছে মোট ১১টি শিশুর। আর এই ঘটনায় রাজস্থানের এদিন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটকে আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, 'গেহলট সাহেব, আমরা নতুন কিছু করি নি, আপনার ইশতেহারের একটি অনুচ্ছেদ নিয়েছি এবং তা বাস্তবায়ন করেছি এবং আপনি প্রতিবাদ করছেন। এগুলি পরে করুন, পরিবর্তে, কোটায় প্রতিদিন শিশুমৃত্যুর বিষয়টির দিকে মনোযোগ দিন। একটু উদ্বেগ দেখান, মায়েরা আপনাকে অভিশাপ দিচ্ছেন।'

এদিন তিনি আরও বলেন, দলের দিল্লির নেতাদের সামনে এতটা নত হবেন না। যোধপুর আপনার জেলা, এখানে বসবাসরত কয়েক হাজার শরণার্থী সমাবেশে বসে আছেন, যারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চান কেন গেহলটজি আমাদের বিরোধিতা করছেন।

দলের ভাবমূর্তি নিয়ে তৃণমূল নেতাদের সচেতন হওয়ার বার্তা দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা ,৩ জানুয়ারি (হি.স): শুক্রবার প্রস্তুতি বৈঠকে তৃণমূল কাউন্সিলরদের বৈঠকে দলের ভাবমূর্তি নিয়ে সচেতন হওয়ার বার্তা দিলেন তৃণমূলের যুব নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন তৃণমূল কাউন্সিলরদের সঙ্গে বৈঠকে ডাকা হয়েছিল দলের কলকাতার বিধায়কদেরও। ওই বৈঠকে অভিষেক নির্বাচিত কাউন্সিলরদের সতর্ক করে দিয়ে বলেন, এবার দলের টিকিট তাঁরাই পাবেন যাঁরা যোগ্য। কোনও লবি করে বা দাদা দিদি ধরে টিকিট পাওয়া যাবে না। কাজের ভিত্তিতেই পুর নির্বাচনে টিকিট দেওয়া হবে। শেষ লোকসভা নির্বাচনে এই রাজ্যে বিজেপি ১৮টা আসন পেলেও কলকাতায় সেভাবে দাঁত ফোটাতে পারেনি বিজেপি। তবু কলকাতা পুরসভা ভোটকে গুরুত্ব দিয়েই দেখছে তৃণমূল কংগ্রেস। আর সেই গুরুত্ব দেওয়ার কারণেই বছরের শুরুতে এদিন বৈঠকে বসেন তৃণমূলের নেতারা। কলকাতায় দলের সব প্রথম সারির নেতারা ছাড়াও হাজির ছিলেন প্রশান্ত কিশোর। সূত্রের খবর, সেখানেই প্রশান্ত কিশোর বলেন, নির্বাচনের জন্য সময় আছে ধরে নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। নিজের নিজের এলাকায় ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এখন থেকেই নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে কর্মীদের চাঙ্গা রাখতে হবে। মানুষের পাশে থেকে কাজ করার পাশাপাশি দলেন নতুন, পুরনো সকলকে নিয়ে চলতে হবে। বিরোধীদের এক ইঞ্চি জমি না ছেড়ে আরও বেশি করে 'দিদিকে বলো' কর্মসূচির মধ্য দিয়ে চলতে হবে।

দলের অনেকেই যে প্রশান্ত কিশোরের পরামর্শ না শুনে নিজের নিজের মতো করে কাজ করছেন এমন অভিযোগ রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে। সূত্রের খবর, এই ব্যাপারে প্রশান্ত কিশোর কাউন্সিলারদের বলেন, আপনারা নিজের নিজের এলাকায় ভাল কাজ করছেন। নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে কাজ করছেন। আমরা তার সঙ্গে কিছু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যুক্ত করছি। যেটা সার্বিক ভাবে ভাল ফল এনে দেবে। তার সুবিধা পাবেন আপনারাই।

শুক্রবার ব্যাঙ্গালুরুতে কৃষি কলেজে ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসেরে অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছবি- পিআইবি

বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির সাফল্যের উপরই নির্ভরশীল দেশের প্রগতি : প্রধানমন্ত্রী

বেঙ্গালুরু, ৩ জানুয়ারি (হি.স.): দেশের প্রগতি নির্ভরশীল বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির সাফল্যের উপরই। শুক্রবার কর্ণাটকের রাজধানী বেঙ্গালুরুতে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ১০৭ তম অধিবেশনে এমনই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাফল্যের উপরই নির্ভরশীল দেশের প্রগতি।' দু'দিনের সফরে বৃহস্পতিবারই কর্ণাটকে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী। ২০২০ সালের প্রথম সপ্তাহে কর্ণাটকের মাটিতেই সর্বপ্রথম পা রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'নতুন বছর এবং নতুন দশকের সূচনায় আমার প্রথম কার্যক্রম বেঙ্গালুরু শহরে হচ্ছে, এ জন্য আমি অত্যন্ত খুশি। যা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের সঙ্গে যুক্ত।'

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ১০৭ তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, 'বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রকল্প, যেমন স্বচ্ছ ভারত অভিযান থেকে শুরু করে আয়ুষ্মান ভারত যোজনা বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত হচ্ছে। প্রযুক্তি এবং আমাদের দৃঢ় শাসনের প্রতি উতর্গের জন্যই তা সম্ভব হচ্ছে।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, "ইজ অফ ডুয়িং সায়েন্স'-এর জন্য আমরা প্রয়াসরত। লাল ফিতে অপসারণের জন্য আমরা প্রযুক্তি ব্যবহার করছি। ভারতের প্রগতির গল্প বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির সাফল্যের উপর নির্ভরশীল। ভারতীয় বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির ল্যান্ডস্কেপ পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিশ্ব এখানে, বেঙ্গালুরুতে নতুনত্ব আনতে চলেছেউ এই শহর উন্নয়ন এবং গবেষণার জন্য একটি দুর্দান্ত পরিবেশ ব্যবস্থা তৈরি করেছে। প্রতিটি তরুণ বিজ্ঞানী, উদ্ভাবক এবং প্রকৌশলী এতে যোগ দিতে চানউ শেষবার আমি যখন বেঙ্গালুরুতে এসেছিলাম, তখন এ দেশের নজর চন্দ্রযান-২-এর দিকে ছিল।'

প্রধানমন্ত্রী এদিন আরও বলেছেন, 'ভারতকে টেকসই এবং পরিবেশ বান্ধব পরিবহন এবং শক্তি-সঞ্চয়ী বিকল্পের জন্য দীর্ঘমেয়াদী রোডম্যাপ তৈরি করতে হবে। গ্রিড পরিচালনার জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে, যেহেতু আমরা শক্তি-পরিচালনা সরবরাহ করি।' সমস্ত গ্রামীণ পরিবারকে জল সরবরাহ করার জন্য সরকার পদক্ষেপের কথাও উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। একইসঙ্গে অল্প জল ব্যবহার এবং জলের অপচয় বন্ধ করার জন্য মানুষের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'বিগত পাঁচ বছরে গ্রামীণ বিকাশ উপলব্ধি করেছেন দেশের সাধারণ মানুষউ জিয়ো ট্যাগিং দ্রুত উন্নতি করছে। আমরা যখন বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি-চালিত উন্নয়নের ইতিবাচক এবং আশার মাধ্যমে ২০২০ সাল শুরু করছি, ফলে স্বপ্ন পূরণের দিকে এটি আরও একটি পদক্ষেপ।'

প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, ২০২২ সালের মধ্যে অপরিশোধিত তেল আমদানিতে ১০ শতাংশ হ্রাস নিশ্চিত করার চেষ্টা করছি আমরা। স্টার্ট-আপের জন্য প্রচুর সুযোগ রয়েছে, যা বায়ো-জ্বালানি এবং ইথানল উতাদনের জন্য কাজ করতে চায়। প্রযুক্তিই হল জল জীবন মিশনের শক্তি। জল পুনর্ব্যবহারের জন্য সস্তা এবং কার্যকর কৌশল বিকশিত করার আপনার দায়িত্ব। ডিজিটাল প্রযুক্তি, ই-বাণিজ্য, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং এবং মোবাইল ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রামীণ জনগণকে উল্লেখযোগ্যভাবে সহায়তা করছে। এখন কৃষকরা ই-গভর্নেন্স সুবিধার মাধ্যমে তাঁদের নখদর্পণে আবহাওয়া এবং পূর্বাভাস সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য পাচ্ছেনউ আমরা লালফিতাশাহী কমানোর জন্য 'ইজ অফ ডুয়িং সায়েন্স' ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিউ কৃষকরা এখন মধ্যস্থতা ছাড়াই সরাসরি বাজারে নিজেদের পণ্য বিক্রি করতে পারছেন। ২০২০ সালের মধ্যে টিবি নিমুল্যের লক্ষ্যে আমাদের ওভারটাইম কাজ করা উচিত। বৃহস্পতিবারই আমাদের সরকার পিএম কিসান সম্মান নিধি যোজনার অধীনে ৬ কোটি কৃষকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠিয়ে রেকর্ড তৈরি করেছে।

হঠাৎ করে কাশ্মীরকে জঙ্গির আঁতুড়ঘর বলা হচ্ছে কেন, প্রশ্ন তারিগামির

কলকাতা, ৩ জানুয়ারি (হি.স.): আমি হিন্দুস্তানি ছিলাম হিন্দুস্তানি হয়েই সিএএ, এনআরসি বাতিলের কথা বলে যাব। গণশক্তির ৫৪তম প্রতিষ্ঠা দিবসে এমনই হুংকার দিলেন জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্য কমিটির সম্পাদক ইউসুফ তারিগামি।

এদিন কাশ্মীরের দীর্ঘ পাঁচ মাস ধরে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকা নিয়ে ধিক্কার জানান কেন্দ্রীয় সরকারকে। এদিন তারিগামি বলেন, 'দীর্ঘ পাঁচ মাস ধরে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ হয়েছে। যাতে রাজ্যের খবর কাশ্মীরের পৌঁছাতে না পারে তার জন্যই এ ব্যবস্থা করা হয়েছে। যারা পড়াশোনা করছে বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষা দেবে বলে ভাবছে তারা ফর্ম ফিলাপ করতে পারছে না। ছোট ছোট বাচ্চারা স্কুল-কলেজে যেতে পারছে না। পুরো কাশ্মীরের একটা বাজে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।'

তিনি আরও বলেন, 'কাশ্মীরকে ইচ্ছে করে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। কাশ্মীরকে বরবাদ করে দেওয়া হয়েছে। কাশ্মীরের যেটুকু সৌন্দর্য বেঁচে রয়েছে তাকেও নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। ভূস্বর্গকে ধ্বংস করে দিয়েছে।'

হঠাৎ করে কাশ্মীরকে জঙ্গিদের আঁতুড়ঘর কেন বলছে কেন্দ্র সরকার তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন ইউসুফ তারিগামি। অপরদিকে তিনি কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা উঠে যাওয়া প্রসঙ্গে বলেন, কাশ্মীরের সাংসদদের না জানিয়ে সেখানে ৩৭০ ধারা তুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সে সাংসদরা তাদের দলের মাথার উপর কোন কথা বলতে পারছেন না।' সাধারণ মানুষকেও ৩৭০ধারা নিয়ে ভুল বোঝানো হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

অন্যদিকে এদিন রাজ্য কমিটির সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র জানান, 'আগামী ৮ জানুয়ারি ট্রেড ইউনিয়ন যে সাধারণ ধর্মঘট ডেকেছে তাকে সমর্থন করুন।' সূর্যবাবু অভিযোগ করে জানান, '৩৬৫ দিন যে কারখানাগুলো বন্ধ রয়েছে সেগুলিকে খোলার দাবিতে একদিন ধর্মঘট ডাকা হয়েছে সবাই ধর্মঘটে সামিল হন।

সোনা পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার ১, উদ্ধার ডলার ও বাংলাদেশী টাকা

কলকাতা ,৩ জানুয়ারি (হি.স):সোনা পাচারের সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে শুক্রবার কলকাতার বড়বাজার এলাকা থেকে এক বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশ। গ্রেফতার হওয়া ওই ব্যক্তির নাম মহম্মদ সোহেল রাণা (৪০)।

তাঁর বাড়ি বাংলাদেশের চাঁদপুর জেলার অশীণপুর গ্রামে। গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁর কাছে থেকে ৩২৫০০ ডলার ও ১১৭৩২ বাংলাদেশি টাকা পাওয়া গেছে।

শুক্রবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তাঁকে অমরতলা লেন ও অমরতলা স্ট্রিটের সংযোগস্থল থেকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশের দাবি, এদিন বড়বাজারের সোনাপট্টি এলাকার কোনও সোনা ব্যবসায়ীর কাছে সোনা বেচে তিনি ওই টাকা পেয়েছেন। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গেছে, শুক্রবারই গেদে সীমান্ত দিয়ে এদেশে ঢুকে কলকাতায় আসেন সোহেল। আজই তার ফিরে যাওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশে। তার কাছে এই এই বিপুল পরিমাণ অর্থ থাকার কোনও সুনির্দিষ্ট জবাব সে দিতে পারেনি। বড়বাজার থানার অধীনে সোহেলের বিরুদ্ধে ১২০বি, ৪১৩ ও আইপিসি ৪১৪ নং ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

সিএএ-র পরিবর্তে শিশুমৃত্যুর দিকে মনোযোগ দিন গেহলটকে আক্রমণ শাহের

যোধপুর, ৩ জানুয়ারি (হি.স.) : সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন-এর বিরোধিতা করার পরিবর্তে শিশুমৃত্যুর দিকে মনোযোগ দিন। শুক্রবার রাজস্থানের যোধপুরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটকে এভাবেই আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

রাজস্থানের কোটায় শিশু মৃত্যুকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠছে। এখনও পর্যন্ত ১০০-র বেশি শিশু মৃত্যু হয়েছে। গত তিন দিনে মৃত্যু হয়েছে মোট ১১টি শিশুর। আর এই ঘটনায় রাজস্থানের এদিন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটকে আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, 'গেহলট সাহেব, আমরা নতুন কিছু করি নি, আপনার ইশতেহারের একটি অনুচ্ছেদ নিয়েছি এবং তা বাস্তবায়ন করেছি এবং আপনি প্রতিবাদ করছেন। এগুলি পরে করুন, পরিবর্তে, কোটায় প্রতিদিন শিশুমৃত্যুর বিষয়টির দিকে মনোযোগ দিন। একটু উদ্বেগ দেখান, মায়েরা আপনাকে অভিশাপ দিচ্ছেন।'

এদিন তিনি আরও বলেন, দলের দিল্লির নেতাদের সামনে এতটা নত হবেন না। যোধপুর আপনার জেলা, এখানে বসবাসরত কয়েক হাজার শরণার্থী সমাবেশে বসে আছেন, যারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চান কেন গেহলটজি আমাদের বিরোধিতা করছেন।

সিএএ নিয়ে মমতাকে চিঠি কেরলের মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা,৩ জানুয়ারি (হি.স.):নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়কে চিঠি দিলেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। শুধু মমতা বন্দোপাধ্যায়কেই নয় তাঁকে আরও ১১টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন।

চিঠিতে পিনারাই বিজয়ন লিখেছেন, "নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনকে নিয়ে দেশের বৃহত্তর অংশের মানুষ আতঙ্কে ভুগছে। তাই গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাঁচাতে সকল দেশবাসীর একজোট হওয়ার সময় এসে গেছে। পারস্পরিক মতানৈক্য সরিয়ে সমাজের বিভিন্নস্তরের মানুষকে এক হতে হবে গণতন্ত্র বাঁচাতে। আমরা নিশ্চিত, দেশের বৈচিত্র্যর মধ্যে ঐক্য আরও শক্তিশালী হবে । এনআরসি-এর আশঙ্কায় এনপিআর সংক্রান্ত সমস্ত কাজ রাজ্যে স্থগিত করে দিয়েছে কেরল সরকার'। পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, দিল্লি, ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, পাঞ্জাব, পুদুচেরি, রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রীদের চিঠি লিখেছেন পিনারাই বিজয়ন।

সিএএ-এর বিরোধিতায় রূপান্তরকামীদের মিছিল আটকে দিল পুলিশ

কলকাতা, ৩ জানুয়ারি (হি.স.) : বিডেন স্ট্রিটে আটকে দেওয়া হল নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) এবং জাতীয় নাগরিকপাঞ্জী (এনআরসি)-র বিরোধিতায় রূপান্তরকামী ও পতিতাপল্লীর মহিলাদের মহামিছিল। কোনও রকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতেই শুক্রবার শহীদ মিনার থেকে শুরু হওয়া এই মিছিল গন্তব্য দক্ষিণবঙ্গের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-এর প্রধান কার্যালয় কেশব ভবন পৌঁছানর আগেই আটকে দেওয়া হয় পুলিশের পক্ষ থেকে।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) এবং জাতীয় নাগরিকপাঞ্জী (এনআরসি)-র বিরোধিতায় ও রাজ্যের উস্কানিতে হিংসা বন্ধ দাবি সহ একাধিক বিষয় নিয়ে শুক্রবার বিকেলে শহীদ মিনার থেকে দক্ষিণবঙ্গের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-এর প্রধান কার্যালয় কেশব ভবন পর্যন্ত মহামিছিলের ডাক দিয়েছিল রূপান্তরকামী ও পতিতাপল্লীর মহিলারা। এদিন সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআই-র উদ্দোগ্যে শহিদ মিনার থেকে হেদুয়ায় আরএসএস দফতর পর্যন্ত মিছিল করে হাঁটলেন রূপান্তরকামীরা। সিএএ বিরোধী পোস্টার , ব্যানার ও স্লোগানও তুলে এগোয় রূপান্তরকামীদের মিছিল। কিন্তু বিডেন স্ট্রিট থেকে মিছিল ঢুকতেই সেই মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। আগে থেকেই ওই মিছিলের উপর নজর রেখেছিল কলকাতা পুলিশের তরফে। মুরলিধর লেনে বিজেপির রাজ্য দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখানোর আশঙ্কা ছিল আন্দোলনকারীদেরউ তাই গন্ডগোলের আশঙ্কায় আগে থেকেই ওই রাস্তায় মোতায়েন ছিল অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী।

'দিদিকে বলো''র সময়সীমা বাড়ল ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত

কলকাতা ,৩ জানুয়ারি (হি.স): 'দিদিকে বলো'' লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে পারেনি বলেই মনে করেন তৃণমূলের রণনীতিকার প্রশান্ত কিশোর। ডিসেম্বর থেকে সময়সীমা তাই বাড়ানো হল ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত। ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত দিদিকে বলোতে অভিযোগ জানানো যাবে।

লোকসভা ভোটে ধাক্কা খাওয়ার পর প্রশান্ত কিশোরকে ভোট রণনীতিকার হিসেবে নিয়োগ করেছে তৃণমূল। তারপরই ''দিদিকে বলো''র মতো কর্মসূচি নেন প্রশান্তকিশোর। মানুষের অভাব-অভিযোগ শোনা হলেও আসলে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের জনভিত্তিতে যাচাই করে নেওয়াই ছিল প্রশান্তের লক্ষ্য। তবে ডিসেম্বর পর্যন্ত ওই কর্মসূচি লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি। ১০০ দিনে টার্গেট পূরণ করতে পারেনি ''দিদিকে বলো''। সে কারণে আরও ১২ দিন বাড়ানো হল। তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ১২ জানুয়ারি। সব জেলায় প্রায় ২০ শতাংশ কাজ বাকি। এদিন বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠকে বসে ওই তারিখের পর্যন্ত কাজ শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব।

বৃহস্পতিবার বৈঠকে ছিল পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামের নেতৃত্ব। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত বক্সীর সঙ্গে ছিলেন প্রশান্ত কিশোরও। খড়গপুরে ভালো ফল করায় প্রশংসিত হয়েছেন জেলার নেতারা। প্রশান্ত কিশোর মনে করিয়ে দিয়েছেন, আগামী বিধানসভা পর্যন্ত ঢিলে দেওয়া চলবে না। এলাকায় পড়ে থেকে দাপট ধরে রাখতে হবে নেতাদের। তৃনমূল সূত্রে খবর, প্রাথমিক রিপোর্ট কার্ড বলছে, মোটামুটি কমবেশি সব নেতাই '

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।